এষণা

# এষণা

শ্রীবিভা সরকার



রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া
কলিকাতা—৩৭

প্রথম সংস্করণ—পৌষ ১৩৫৮

মূল্য আড়াই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭
হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
৫—২. ১. ৫২

# নিবেদন

যাঁর উৎসাহে আমার এই সামান্য লেখাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'ল, এই সুযোগে সেই স্বনামধন্য কবি ও সাহিত্যিক শ্রীসজনীকান্ত দাস মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গেই জানিয়ে রাখছি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম শ্রীযুক্ত যামিনী রায়কে সুন্দর প্রচ্ছদপটটি এঁকে দেওয়ার জন্য। সবশেষে আমি আমার কৃতজ্ঞতা 'দেশ' 'বসুমতী' 'শনিবারের চিঠি' 'প্রবাসী' 'জয়শ্রী' ও 'উজ্জ্বল ভারত' পত্রিকাকে জানাই, যাঁরা আমার কবিতা প্রকাশিত ক'রে আমায় বাধিত করেছেন।

বিনীতা
লেখিকা

# ভূমিকা

শ্রীমতী বিভা সরকারের কয়েকটি ছোট কবিতার সহজ অনাড়ম্বর আবেদন আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার কাব্যসাধনার পিছনে যে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও প্রেরণা ছিল তাহা আমি অনুভব করিয়াছিলাম। তাই যখন তিনি কবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখনই আমি স্বেচ্ছায় তাঁহাকে সাধারণের দরবারে উপস্থিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম। আমার আশা রহিল, তিনি অচিরাৎ নিজের প্রতিভায় বাংলা-কাব্যসাহিত্য-সংসারে আপনার যোগ্য আসন অধিকার করিবেন।

কবিতাগুলিকে তিন শ্রেণীতে সাজানো হইয়াছে। "স্মরণে" অংশে দেশের স্মরণীয়দের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। "মন-মর্মর" অংশে তাঁহার কাব্যধর্মী অথচ মননশীল মনের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার কবি-প্রতিভা এই খণ্ড-কবিতাগুলির মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। কাব্যরসিক বাঙালী পাঠকসমাজকে এই কবিতাগুলি আনন্দ দান করিবে। শেষ অংশ "গাথা"। যে সকল পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী তাঁহাকে আনন্দ দেয়, তিনি নিজের কথায় সেগুলি শুনাইয়া সকলের আনন্দ-বিধান করিয়াছেন।

বিভা দেবীর কবিতাগুলির ছন্দ ও গঠন পুরাতন, কিন্তু এই পুরাতনের মধ্যে চিরন্তন প্রতিষ্ঠিত। প্রেম ও কল্যাণ তাঁহার আদর্শ। সেই আদর্শ সর্বত্র জয়যুক্ত হইয়াছে।

১১ মাঘ ১৩৫৮ শ্রীসজনীকান্ত দাস

# সূচীপত্র

## স্মরণে



## মন-মর্মর

## গাথা

স্মরণে

## স্মরণে

বাবা,

আমার ভুবনে গরিমা তোমার অন্ত না মানে আর
তাই ত স্মরণে সম্ভ্রমে রাখি একটি নমস্কার।

২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮

স্নেহের বিভা

# বিবেক-প্রণতি

অমৃতের পুত্র তুমি হে রুদ্র তাপস,
ভবানীর বরপুত্র ভোলা সে মহেশ,
কর্মযোগী বীরবর হে মহামানব.
নশ্বর জীবনে নাই কালিমার লেশ।
মানবের মাঝে তুমি দেখেছ দেবতা,
আর্তের সেবাই তব পরম সাধনা—
জীবে দয়া হতে শ্রেষ্ঠ নাহি কিছু আর
মনুষ্যত্বে জাগাইতে তোমার কামনা।
অলস-আলস্যত্যাগী লোকোত্তম যোগী,
নবমন্ত্র দিয়েছিলে মুমূর্ষু ভারতে,
মানবের মহিমায় চেয়েছ বসাতে
শৃঙ্খলিত ক্লেদলিপ্ত দাসবৃত্তি হতে।
পদানত পরাজিত জাতির বেদনা
মর্মে তব জ্বেলেছিল তীব্র বহ্নিজ্বালা,
"ভয় নাই, জাগো বীর" এই রুদ্রবাণী
দিয়েছিলে অফুরান প্রাণছন্দ-ঢালা।
উত্তাল সমুদ্র সম জ্ঞানসিন্ধু তুমি
উল্কাসম তীব্র বেগময়ী,
নশ্বর জীবনে ধন্য করিলে আপনি,
অটল হিমাদ্রি সম চির আত্মজয়ী।
স্বজাতি-নিন্দিত আর বিজাতি-বিজিত
এই সব ছোট জাতে বুকে নিতে হবে,
অমৃতের পুত্র এরা—এ কথা শুনালে
মনুষ্যত্বে বিঘোষিলে তুমি দৃঢ় রবে।
সবাকার গুরু তুমি, রবি অরবিন্দ ঐ
মহাত্মা যে পথে চলে তোমায় প্রণমি,

নিপীড়িত জনতার ঘুমন্ত চেতনা
জাগাতে জ্বালালে তুমি আত্মজ্ঞান শমী—
"ওঠো জাগো, বল বীর, নহ তুমি ভীরু,
ন্যায়নিষ্ঠ শির তব চির সমুন্নত
জগৎ বীরের পায় আপনি লুটায়
মন্ত্রজিত সর্পসম সম্ভ্রমে প্রণত।"
হে সন্ন্যাসী, এই ছিল মহামন্ত্র তব,
মরলোকে লোকোত্তম ওগো মহীয়ান,
করুণার কল্পতরু সেবাধর্ম-ব্রতী
এ ধরায় মৃত্যুহীন তোমার প্রয়াণ।
নশ্বর জনমে তব করিলে অক্ষয়,
জীবরূপী মহাশিবে করি গেলে পূজা,
পার্থিব ঐশ্বর্য তাই লোটে তব পায়,
তোমায় দেখাল পথ নিজে দশভূজা।
আকণ্ঠ দারিদ্র্যে ডুবি চাহ নাই ধন,
জ্ঞান দে মা, দে মা ভক্তি—বর চেয়েছিলে,
রত্নাকর বিনা কে বা কুড়ায় মাণিক
নির্লোভ হৃদয়ে, দেব, তাই পেয়েছিলে।
পদানত শৃঙ্খলিত এই তব দেশে
মহিমার মহাসনে বসালে যতনে,
ভারত নহেক নিঃস্ব জ্ঞানে গরিমায়
দেখালে স্বরূপ তার পাশ্চাত্য-নয়নে।
এশিয়ার মোহরাত্রি উদয়-অচলে
জ্যোতিষ্মান জ্ঞানযোগী তুমি সে ভাস্কর,
রামকৃষ্ণ-মন্ত্রপুত্র ওগো কর্মবীর,
মাটির ভঙ্গুর দেহে চির অনশ্বর,
শৌর্যে বীর্যে আত্মজয়ে তুস্তর পাথার
মহাজন চলি গেলে যেই মহাপথে,

দাও আজ আশীর্বাদ দেশের সন্তানে
মহাঅন্ধকার নাশো জ্ঞানের আলোতে ॥

১০।২।৫০

## পঁচিশে বৈশাখ

বার বার আসে ফিরে পঁচিশে বৈশাখ
ধরণীর দ্বারে,
রহি রহি শঙ্খ বাজে, হে বিরাট,
স্মরিয়া তোমারে।
মহালগ্ন ধরিত্রীর তব জন্মক্ষণ
কীর্তির যে ক্ষয় নাই, নাই যে মরণ।
তুমি যে মাটির গেহে মৃত্যুঞ্জয় শমী
সবার প্রণাম লভি, সবারে যে গিয়েছ প্রণমি
নিঃশঙ্ক যাবার বেলা স্মিতহাস্যে লয়েছ বিদায়,
গ্লানি কিছু নাহি ছিল তোমার যে নাহি ছিল দায়।
সবারে বেসেছ ভাল দ্বিধাহীন মনে,
তোমারে বাঁধে নি কেহ ক্ষুদ্র গৃহকোণে।
আসমুদ্র হিমাচলে তোমার মহিমা
আপনি মুখর হ'ল এ নশ্বর ভূমা!
সীমায় অসীম তুমি শান্ত জ্যোতির্ময়,
লভিল এ বঙ্গভাষা পরম আশ্রয়—
তোমার প্রতিভাদীপ্ত লেখনীর তলে
হেলায় রচিলে যাহা তুমি অবহেলে
কালের অজেয় তাহা নাহি তার ক্ষয়,
লোকে লোকে রচিবে তা অপূর্ব বিস্ময়!
হে রাজর্ষি, মহাযোগি, হে প্রথিতযশা,
শুধুই করেছ দান রাখ নি প্রত্যাশা।

চাহ নাই ধন কভু, রাখ নাই মান অভিমান,
চেয়েছিলে ভালবাসা—ধরণীরে তাই তব দান।
প্রেমের পূজারী তুমি স্নেহের ঋত্বিক্,
লভিলে পরম পথ হে মহাপথিক।
ঐ মহাপথ ধরি যুগশ্রেষ্ঠ যাঁরা,
যুগে যুগে শুদ্ধসত্ত্ব গিয়াছেন তাঁরা,
জীবনে দেবত্ব লভি পেয়েছেন তাঁরা ভগবানে,
রচিলে ধরায় স্বর্গ, ওগো কবি, তুমি গানে গানে।
বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি তোমার সে নয়,
সংসার-সমরমাঝে শোক-দুঃখময়
লভিলে মুক্তির স্বাদ পরম সন্তোষে,
যা কিছু কালিমালিপ্ত মানবের দোষে
রুদ্রতেজে খড়্গ হানি অন্যায়ের দ্বারে
ন্যায়ের করেছ পূজা তুমি বারে বারে।
হলাহল পান করি নীলকণ্ঠ তুমি।
শান্তশিব, হে সুন্দর, তোমায় প্রণমি॥

৪।৫।৪৮

## মহাত্মা-স্মরণে

মৃত্যুজয়ী হে তাপস, হলাহল করি গেলে পান
দুঃখের সমুদ্র মথি অমৃতেরে করি গেলে দান।
মৃত্যুহীন আত্মা তব মরে নাই, মরিতে পারে না,
যুগসূর্য, হে বিরাট, এ ধরায় তোমায় ধরে না।
আমরা মরণ-ভীত, চিনি নাই মহামরণেরে,
দেবতা জাগে নি তাই হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে।
তুমি যে জানিয়াছিলে সত্য যাহা মৃত্যু নাই তার,
তাই তো হৃদয়ে তব উদ্বেলিত প্রেম-পারাবার।

বাণী তব মরলোকে উচ্চারিছে অমর্ত্ত্য বারতা—
অহিংসার মন্ত্র সত্য বিঘোষিলে তুমি সেই কথা।
চিরদরিদ্রের বন্ধু স্বেচ্ছাত্যাগী পথের ভিক্ষুক,
মোছাতে ব্যথীর ব্যথা, হে নির্ভীক, হও নি বিমুখ।
হৃদয়ে দেবত্ব লভি আর্ত্তজনে বুকে তুলেছিলে,
অন্তর-মহিমা দিয়ে অনশ্বর যে কীর্তি রচিলে।
অজেয় অক্ষয় তাহা যুগে যুগে নাহি হবে ম্লান,
সকল কলুষনাশা সে তোমার মৃত্যুঞ্জয়ী দান;
বন্দিনী মায়ের ছেলে, সুকঠোর মুক্তিমন্ত্র সাধি
জননী শৃঙ্খলে কাঁদে ঘোচাতে তা তুমি নির্বিবাদী—
বার বার সহি গেছ সুদুঃসহ কারা-দুঃখজ্বালা,
অন্তর-নিভৃতে জপি নিরন্তর মুক্তিমন্ত্রমালা।
নির্যাতিত জননেতা, লভিয়াছ রাজদণ্ড শিরে,
আত্মবলে বল য়ান সর্ববাধা জয় করি ধীরে
দীর্ঘ পথ অতিক্রমি এতদিনে হ'ল কি বিজয়
তিমির রাত্রির শেষে পূর্বাচলে উষার উদয়!
বিজয় মুকুট কই? বিদেশী বণিক দিল দান
কাঁটার মুকুট রচি, নিলে তাই তুমি মহাপ্রাণ।
চিত্তজিৎ খ্রীষ্ট তুমি সে মুকুটে নিজে হ'লে ক্ষয়—
অনশ্বর কীর্তি তব যুগে যুগে অম্লান অক্ষয়।
মরণের পরপারে শুনিবারে অধরার বাণী
এ মর্ত্ত্যের যত পাপ যত ব্যথা গ্লানি।
নীলকণ্ঠ সম তুমি সর্ব বিষ করি গেলে পান,
বিশ্বের অন্তরে কাঁদে তাই আজ তোমার প্রয়াণ।
হে মহান, হে তাপস, পুত্রহীনা কাঁদিছে জননী,
নরশ্রেষ্ঠ যোগীবর ভারতের জ্যোতির্ময় মণি,
মরণে অজেয় হ'ল জীবনের সাধনা তোমার,
মানবের আর্ত্ত হিয়া তাই আজ কাঁদে বার বার।

বিশ্বের পূজিত তুমি স্মরণীয় আজি তব নাম
ও পদ বন্দনা করি, লহ মোর অকুণ্ঠ প্রণাম ॥

৭।২।৪৭

## ভারত-পথিক

হে যুগপুরুষ, রহস্য জাল তোলো
শোনাও হে বীর তোমার অগ্নিবাণী,
দুঃখযুগের বাঞ্ছিত জননেতা,
জনতার মাঝে দাঁড়াও অভয় দানি।
শঙ্কাহরণ মহাশঙ্কর এস এস রণজয়ী,
তূর্যনিনাদে জাগাও চেতন দুন্দুভি রব কই!
বিজয়-কেতন রক্তপতাকা আকাশের ভালে তোলো,
অজ্ঞানতার যুগ কেঁদে মরে রহস্যজাল খোলো!
ক্রূর দানবের গোপন মন্ত্রে এস তুমি জয় করি
তুমি এস আজ দানবারি হয়ে আশার আলোয় ভরি।
ধরিত্রী হতে অত্যাচারের এই আবরণ খোলো,
পরম অমৃত-পরশ ছোঁয়ায় মৃত্যু হইতে তোলো।
প্রতি সমাধিতে জাগুক জীবন প্রাণ দাও কঙ্কালে,
কলঙ্কনাশা অভয় পাবক জ্বলুক তোমার ভালে।
যা কিছু মলিন যাহা কিছু হীন তারে আজ শেষ কর
আবর্জনার স্তূপে স্তূপে দাও অগ্নি প্রখরতর।
পুড়ে হোক ছাই সকল বালাই পঙ্কিল দৈন্যতা,
সাম্যমন্ত্রে শোনাও, হে বীর, নবীন দিনের কথা।
ওগো নির্ভীক, তরুণ-পথিক, বেদনার মাঝখানে
দাঁড়াও হে আসি শৌর্য প্রকাশি পরম অভয়দানে,
কণ্টক পথে হয়ে আগুয়ান দেখাও পথের দিশা,
ভুবনে ভুবনে রয়েছে গোপনে যে নবীন প্রত্যাশা,

তারে তুমি আজ রূপ দান কর, কণ্ঠে জোগাও বাণী,
তোমার পরশে সোনা ক'রে দাও সঞ্চিত যত গ্লানি,
আলোর খড়্গ হানি হানি আজ ঘোচাও অন্ধকার,
হে যুগপুরুষ, জনতার ডাকে ফিরে এস আরবার।

২৩।৭।৪৯

## অরবিন্দ

হে ভারত-অরবিন্দ, হে ঋষি প্রতিম,
বিপ্লবীর অগ্রদূত জ্বলন্ত পাবক,
বহুরূপে তুমি জাগ এ ভারত-নভে
স্বাধীনতা সাধনায় হে দীপ্ত দীপক।
সংসার বাঁধে নি তোমা ছোট আত্মসুখে,
দিগন্ত বিস্তৃত ভূমি দিয়েছিল ডাক—
বন্ধন শৃঙ্খল-ডোর মর্মে দিল নাড়া
মায়ের পূজায় তাই বাজাইলে শাঁখ।
শাসক কাঁপিল ত্রাসে চমকি শিহরি,
শোষকের ভীতে এল প্রলয়ের দোলা,
কত প্রাণ বলিদান দানব-দলনে,
সর্বত্যাগী জ্ঞানযোগী চির আত্মভোলা।
জীবন সঁপিয়াছিলে আদর্শের ডাকে
স্বজাতির মর্ম-গ্লানি করিল বিধুর,
কারাকক্ষে পেয়েছিলে দুর্লভ রতনে
সত্যরূপে চিনে নিলে জীবনে ভঙ্গুর।
রাজনীতি কূট-ধর্ম ত্যজিলে হেলায়,
অন্তরের প্রেরণায় নিলে আশাপথ
হ'লে ঋষি অরবিন্দ প্রণম্য সবার,
স্তব্ধ হ'ল সুধিবৃন্দ শুনি তব মত।

ব্রত হ'ল ভারতের শাশ্বত সাধনা—
আত্মারে জানিতে তব ধ্যান,
ত্যাগমন্ত্র আদিমন্ত্র সাধিলে জীবনে
নরজন্মে পেলে দিব্যজ্ঞান।
নশ্বর নহ তো তুমি এ মৃত্যু-ভুবনে,
শুদ্ধসত্ত্ব জ্যোতির্ময় জ্যোতি,
জনারণ্য স্তব্ধ হ'ল সম্ভ্রমে বিস্ময়ে
ভক্তিনম্র পাঠায় প্রণতি ॥

১১।১।৫১

# মন-মর্মর

## মন-মর্ম্মর

পাঞ্জাবের Okara Divisionএর সেই গণ্ডগ্রাম খিংরান্‌ওয়ালা আজ দূরে। Canalএর পাশে বাংলোর বাগানের সেই শিরিষ গাছটি আজ আশ্রয় নিয়েছে স্মৃতির মণিকোঠায়। আমাদের সেই শান্ত পল্লীশ্রী-মণ্ডিত জীবনের সঙ্গে তুমিও চ'লে গেছ চির রহস্যলোকে—তবু যে মানসলোকে দেখতে পাই সেই ঝ'রে-পড়া শিরিষ ফুলের মাঝে দুটি ছোট কিশোরী মেয়ে কবিতার competitionএ ব্যস্ত। তুমি আজ সব competitionএর বাইরে, কিন্তু বাল্যের সেই মধুর স্মৃতির বোঝা নিয়ে আমি তো প'ড়ে আছি—তাই যার সঙ্গে বাজি রেখে কবিতা লেখার প্রথম প্রচেষ্টা, আমার মন-মর্ম্মর সেই স্নেহের বোনটি মীরার স্মরণে উৎসর্গ করলুম।

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮ দিদি

## রাখি

গোধূলির স্তিমিত মমতা, রজনীর মায়াময় গেহ,
রজনীগন্ধার গন্ধ, যূথিকার অকলঙ্ক স্নেহ—
যা কিছু অরূপ প্রিয় যা চিরসুন্দর
ফোটাল তোমার ছবি কল্পনার 'পর।
চম্পকের বনে একা
বলে কারা কানে কানে,
পাবে বুঝি চঞ্চলের দেখা!
দিগন্তের প্রান্তে আনি,
বনান্ত দিয়েছে যেথা
আপনার সীমারেখা টানি—
দক্ষিণার মৃদু গুঞ্জরণে সেইখানে বসিয়া একাকী
নিজ হাতে রচিয়াছি তোমারে পরাতে সেই রাখি।
পলাশের রঙ নয়, অস্তরবি হার মেনে গেছে,
কৃষ্ণচূড়া শরমে লুকাল, অশোক সে লজ্জায় ঝরেছে
হৃদয়ের রক্তে রাঙা রাখি
আসে নাই শুভলগ্ন
তাই তো পরাতে আছে বাকি

৬।৭।৪৪

## ফাল্গুনেরই প্রথম ফুলে

ফাল্গুনেরই প্রথম ফুলের জড়িয়ে সুবাস এলোচুলে
আনল বাতাস অনেক দূরের সুর,
ওই কদম-কেয়ার গন্ধে ভিজে তোমার লাগি এনেছি যে
একটি সুখের স্বপন সুমধুর।

আজ নিখিলের বনে বনে দোল খেয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে
কোন্ সুদূরের কিন্নরীদের দল।
সরষে ফুলের শূন্য ক্ষেতে কোন্ ক্ষ্যাপা সে উঠছে মেতে,
কে বিরহের বার্ত্তা রটায় বল্।
মদির বাতাস মত্ত মনে কল্পকুহক আলিঙ্গনে
বাবলা-বনের সৌরভে ভরপুর,
কাজলা রাতের ফাঁকে ফাঁকে প্রথম উষা আজকে ডাকে
বকুল পাঠায় বার্তা অনেক দূর।
কার পরশের রভসরসে রঙ ধরেছে আজ পলাশে,
বাতাস শোনায় কোন্ মিলনের গান!
ইন্দ্রসভার নর্ত্তকীরা করল কি পান আজ মদিরা
তাই জগৎ বিভোর স্বপ্নে সুমহান!
চাঁদের মোহন পরশ পেয়ে হিমেল রাতের ধারায় নেয়ে
এ কোন্ নেশার আগুন জ্বালি ফাগুন এল রে,
আদিম দিনের প্রথম আলো আজ নিখিলে কে ছড়াল
দুরন্ত আজ এ কোন্ ক্ষ্যাপা মুক্তি পেল রে!

১৮।২।৪৩

## সন্ধ্যা

নামিছে মধুর সন্ধ্যা স্নিগ্ধ শান্তিময়ী,
মহা এ মুহূর্ত যেন স্তব্ধ বৈরাগিণী,
ডুবিছে দিগন্তে সূর্য ঢালি অরুণিমা
চরাচরে বাজে ঐ অমর্ত্ত্য রাগিণী।
পরম মাধুর্য নামে সমুদ্র আবরি
দিগন্তে নিভিয়া গেল প্রভাতের রবি,
আকাশ সমুদ্রে মাতি সায়াহ্নের খেলা
ছায়াময়ী ধন্যা যেন কল্পনার ছবি।

অসীম রহস্য-ভরা অতল জলধি,
ঢেউগুলি কি চাহিছে আছাড়ি-বিছাড়ি।
অনন্ত আকাশে জাগে মূক ব্যাকুলতা,
আর কত এ জীবনে দিতে হবে পাড়ি?
বসি এ সাগরতটে বালুকা-বেলায়
লভিলাম আজি যেন পরম সান্ত্বনা,
মন্দবায়ু ধীরে বহি আপন খেয়ালে
সযত্নে ঘুচায়ে দিল সমস্ত বেদনা।
চরাচর ডুবে গেল পরম আবেশে,
ভুবন ভরিয়া জাগে বিরাট বিশ্রাম,
সঞ্চিত বেদনা যত সুখ দুঃখ ব্যথা
এ শান্তির পাদপীঠে আজি সঁপিলাম।

১২।৯।৪৯

## রক্তকরবী

হে করবী! কোন্ কবি আপনা পাসরি
এই নামে ডেকেছিল কহ সত্য করি!
অনুরাগ রাগে বুঝি রাঙায়েছ তনু,
তোমারে কামনা করে বুঝি ফুলধনু!
বন্ধুর মাটির বুকে শূন্য এ প্রান্তরে
পথপাশে ফুটিয়াছ তুমি থরে থরে।
অপরূপ করিয়াছ এ বনান্তভূমি
অসুন্দর এ ভূমিতে কি অপূর্ব তুমি!
মহাশূন্যতার বুকে রূপের মাধুরী
বিলাইয়া ধন্য তুমি প্রান্তর-সুন্দরী।
মত্ত ভৃঙ্গ ঘুরে ঘেরি রক্তিম তনিমা
সাজাতে বন্ধুর ভূমি এ কি লাবণিমা!

১২।৫।৪৯

## শূন্য পাত্র

জীবনের শূন্য পাত্র মোর
এ কোন্ বেদন-রসে লইতেছি ভরি!
( তাই ) অমৃত জীবনপুঞ্জে
উদাসী এ গুঞ্জরণ মরিছে গুমরি।
হৃদয়ে আছিল ভরা কল্পনা-স্বপন,
মায়াপুরে বেঁধেছিনু নীড়,
ভেঙেছে কল্পনা তাই ব্যথায় বিধুর
অন্ধকার হয়েছে নিবিড়।
খুলেছ দুয়ার যদি আর কেন বন্ধ কর তারে ?
হারায়ে ফেলেছ যাহা ভুলে যাও তারে একেবারে।
কাঁদায় যে স্মৃতি শুধু কেন তারে চাহ আঁকড়িতে ?
বিলায়ে দিয়েছ যাহা পার নাকি একেবারে দিতে ?
ভাঙা হাটে ভাঙিয়াছ যাহা কেমনে তা জুড়ে নেবে আর,
পাবে না কিনারা মিছে বৃথা কেন খুঁজিছ আবার ?
এপার ওপার বৃথা, কারে চাও অন্তরে অন্তরে
বৃন্তহারা পুষ্প বৃন্তে কভু ফিরে না রে।
পথভ্রান্ত হে পথিক, থামাও এ ভ্রান্ত বিহ্বলতা,
অদৃষ্ট হাসিছে হের হেরি তব ব্যর্থ ব্যাকুলতা।

৭।২।৪৭

## শীর্ণা নদী

বনান্তের এক প্রান্তে ধ্যানমগ্না ক্ষীণ শীর্ণা নদী
অলস আলস্যভরে হায় কভু থেমে যায় যদি,
শুকাইবে পত্র পুষ্প এই বনে ঝ'রে যাবে লতা,
চ'লে যাবে এ বনান্তে মনোরম শ্যাম সুন্দরতা।

উড়ে যাবে দুঃখে পাখি উঠিবে না ভোরের কূজন,
ভ্রমর সে ব্যথাহত ভুলে যাবে তুলিতে গুঞ্জন।
এত যে সৌন্দর্যরাশি লক্ষ্য তার একমাত্র নদী,
নন্দন হইবে মরু নদী কভু নাহি বহে যদি।
এই নদী! কোথা হতে এসেছে এ কোথা জন্ম তার?
পাষাণে বিদীর্ণ করি নিল খুঁজি মুক্তি আপনার।
দুর্জয় পাষাণ তায় পারিল না রাখিতে বাঁধিয়া,
বিশ্বের সৌন্দর্য লাগি নির্ঝরিণী আসিল সাধিয়া।

২০।১১।৩৬

# বীরভোগ্যা

বল তুমি, নহি ভীরু, নহি কাপুরুষ,
আপনি উঠিবে জাগি ঘুমন্ত পৌরুষ।
কেন এই কাতরতা ব্যর্থ বেদনার?
স্ববলে রচিয়া লহ পথ আপনার।
কারও পানে চাহিও না, করিও না রোষ,
বৃথা যদি অবহেলি দেয় কেহ দোষ।
আঁধারে নির্ভীক চিত্তে হও আগুয়ান,
আপন সত্তায় কর এ বিশ্বে প্রমাণ।
ক্রন্দন কলঙ্ক সে তো দুর্বলের ধন
দুঃখের সমুদ্র কর স্ববলে মন্থন।
অমৃত উঠিবে তবে পাবে খুঁজে আলো,
ধরিত্রী বীরের লাগি সম্পদ সাজালো।
অক্ষমের নাহি ক্ষমা, নাহিকো সম্বল,
বীর পদভরে পৃথ্বী করে টলমল।

১০।৬।৪৭

## ঘর-ভোলা

এই যে রাঙা মাটি
দূরের স্বপন জাগিয়ে যে দেয়
ঘরের বাঁধন কাটি।
হেথা ছন্নছাড়া মন
না জানা কোন্ অরূপ নেশায়
পায় অজানা ধন!
এ মন ফিরতে নাহি চায়
কেমন ক'রে ফেরাই সে যে
ঘর-বিবাগী হায়!
এই গেরুয়া ধূলি
মুক্ত হাতে দেয় যে মনের
সকল তুয়ার খুলি।
এমন হাওয়ায় উড়ে যায়
লক্ষহারা পাগলপারা
উধাও পানে ধায়।
অচিন সাগর কূলে
আবার সে কি নতুন সুরে
বাঁধবে বাসা ভুলে!
কে জানে কোন্ সুর
মত্ত পাখায় উড়িয়ে নে যায়
দূর হতে কোন্ দূর!

৯।১০।৪৭

## শেষ পারাণীর কড়ি

মন বলে তাঁয় চিনি চিনি,
সন্ধ্যা-পূজায় বন্দনা তাঁর জাগে,
উতল হৃদয়-নির্ঝরিণী
তাঁরই রাঙা চরণধূলি মাগে।
বাঁশের বাঁশি বাজিয়ে সে যায়
নিত্য রিনিঝিনি,
জীবন মরণ দু কুল ভোলায়
যায় যে হৃদয় জিনি।
হৃদয়-রাধা সকল বাধা
যায় সে সুরে ভুলে,
ডাক শুনে তার রুদ্ধ মনের
যায় যে দুয়ার খুলে।
হার-মানা হার গাঁথায় সে যে
ঘর-ভোলা সুর বাজায়।
শেষ-পারাণীর মাঝি সে যে
পারের কড়ি সাজায়।

৬।৯।৪৭

## অমরার ধন

কালের উদাত্ত ধ্বনি শুনিবারে পাই,
চলার আবেগে পৃথ্বী কাঁপিছে সদাই.
তারি মাঝে, ওগো কবি, শুনিতে কি পাও
মর্ত্যের মৃত্তিকা হতে অমৃতের বাণী?
স্বর্গের দাক্ষিণ্যধারা ধূলায় হয় নি হারা,
বাজে সদা প্রেমের সে অমর্ত্য রাগিণী।

এই ধাবমান কাল ছড়ায়ে কুহেলি জাল ছুটিছে সদাই,
এরই মাঝে সত্য যাহা কালের অক্ষয় তাহা মৃত্যু ওর নাই।
প্রেম সে তো দীপশিখা, পরিয়া জয়ের টীকা
আপন গৌরবে ভরি আপনি সে জাগে,
প্রেমিক জীবনে তাই বাধা নাই ব্যথা নাই—
আঁধার হয়েছে আলো নব অনুরাগে।
জীবনে দুর্ভাগা তারা অন্ধকারে কাঁদে যারা,
প্রেম সে তো আপনার হৃদি রচনাই ;
প্রেমের অমিয় গান দেবতার অবদান
অমরার ধন সে যে ক্ষয় তার নাই॥

১৫।৬।৫০

## দিনের শেষ

মন্থর পায়ে সন্ধ্যা ঘনায় দিনের শেষ,
দূর দিগন্তে দিনান্ত রবি অস্তমান,
গলিত আলোর ঝরণা নেমেছে ভুবনময়,
পাণ্ডু কমল শেষ রবিকরে কম্পমান।
আসিছে গোধূলি পথধূলা তুলি দিগন্তে,
ঐ বনে বনে আপনার মনে নামিছে শ্রান্ত ছায়া।
তাই নীড়মুখী পাখী ছুটিছে একাকী দিনান্তে,
রাত্রি-দিনের মহামিলনের জাগিছে মুগ্ধ মায়া!
যারা পথহারা নীড় পাক তারা এমন মোহন ক্ষণে,
গৃহে ফেরা সুর করিছে বিধুর ধরণীরে ধীরে ধীরে,
চির মহীয়ান লগ্ন মহান ধরায় আবরি দিল
নব মিলনের জাগে মূর্ছনা অস্তাচলের তীরে।
কে তুমি, বিরহী, বল রহি রহি বাঁশরিতে দাও সুর,
সকল চেতনা করি আনমনা হৃদি কর ভরপুর।

১৩।৬।৪৮

## পলাশ

বসন্তের আনন্দের অজস্র উল্লাস
মাতোয়ারা আমি সে পলাশ।
বনানীর যৌবনের আমি আগমনী
জীবনের নব প্রতিধ্বনি।
নিজেরে রাঙায়ে রাখি অনুরাগ রাগে
চলি আমি সবাকার আগে।
আমারে জড়ায় বক্ষে উত্তপ্ত বাতাস
বেপথু সে ফেলে দীর্ঘশ্বাস।
নবীনের উৎসবের আমি অনুরাগী
স্মিত হাস্যে দিবানিশি জাগি।
অশোক কিংশুক আসে মোর পাছে পাছে
বাঁধা তারা নিত্য মোর কাছে।
মোরা যে রে মুগ্ধ সঙ্গী লীলা-সহচর
ভালবাসি ধরণীর ঘর।
যুগে যুগে বনে বনে মোরা চিরকাল
ধরায় রাঙায়ে করি লাল।
ফাল্গুন উতলা বনে জাগাই বিহ্বলে
আনমনা শুধু খেলা-ছলে।

১২।৪।৪৭

## অমৃতের আশা

নীরবে চলিতে হবে কণ্টকিত পথে
অন্ধকারে একেলা এ জটিল জীবনে,
জয় করি সর্ববাধা ক্ষয় ক্ষতি ভয়
সঙ্গীহীন রাত্রিদিন পথ চিনে চিনে।

প্রত্যহের ম্লানস্পর্শে বেদনা-বিধুর
প্রাণ যদি ব্যথাতুর হয় গতিহারা,
সর্ববাধা তুচ্ছ করি নব কলোচ্ছ্বাসে
ছুটে যাস নদীসম বাধাবন্ধহারা।
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা বুকে অমৃতের আশা
নির্ভীক নিঃসঙ্গ চিত্ত দেবতার দান,
মিথ্যার আঘাতে কভু ম্লান নাহি হয়
স্মরি তুচ্ছ ক্ষয় ক্ষতি মান অভিমান।
নিজেরে রাখিস ঊর্ধ্বে মিথ্যা পঙ্ক হতে
গ্লানির কলুষ নাশি সত্যের আলোতে॥

১১।৯।৪৭

## সামগান

(হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা স্মরণে)

সামগান কর যাত্রী,
সমুখে তোমার ঘনতমসার
ঘোর কুটিল রাত্রি।
হিংসার হলাহলে
এ ধরণীতল হয়েছে বিকল
স্নেহ প্রেম গেছে চ'লে।
মহা বিদ্বেষধূমে
আদিম দানব করে কলরব
দেবতা নীরব ঘুমে।
কম্পিত ভীত জনে
অট্টহাস্যে শয়তান আসি
নিঠুর আঘাত হানে।

কিবা শিশু কিবা নারী
ভেদাভেদ নাই কলঙ্কে কালো
হয়েছে যে তরবারি।
মায়ের মিনতি মিছে
মানবের বুকে পিশাচ জেগেছে
মনুষ্যত্ব পিছে।
মারণ-যজ্ঞ কিবা
ভায়ের রক্তে ভাই ভেসে যায়
হেথায় রাত্রি দিবা!
জাগ হে দেবতা জাগো,
পথহারা জনে পন্থ দেখায়ে
মানবের কাজে লাগো।
মলিনতা শেষ কর
আবর্জনার স্তূপে স্তূপে দাও
অগ্নি প্রখরতর।
শুনাও পুণ্যকথা
পুড়ে হোক ছাই সকল বালাই
পঙ্কিল দৈন্যতা।
প্রেমসুধারস দান
যাদুমন্ত্রের পরশ ছোঁয়ায়
মহান মিলন আন॥

৩১৷৪৬

## বাঁধনহারার দল

যাচ্ছে কোথায় আপনহারা উধাও মেঘের দল
কোন পাহাড়ে মাঠের ধারে বল্ কেতকী বল্।

ওরা গগন-নাগরী ওরা চটুল চতুরা
পাগল-পারা আপনহারা বাদল-বধূরা ।
ওরা সাগর-ঝিয়ারী ওরা মুক্তি শেখালো
ওরা আকাশ ঘিরি লুকোচুরি খেলায় হারালো ।
দেশে-দেশান্তরে ওদের নিত্য আসা-যাওয়া
আবেশহারায় বাদলধারায় ধরার বুকে ধাওয়া ।
ওরা কিসের পিয়াসী ঐ অরূপ মেঘের দল
ওরা খেয়াল-বিলাসী খুঁজছে খেলার ছল ।
সকালবেলায় কেবা ওদের আবীর মাখালো
নীলের কোলে রঙের ভেলা কেবা ভাসালো ।
ওদের ডাকছে চাতকি ওরা চাষার পিয়ারী
ঐ বাঁধনহারার দল ওদের ডাকছে ময়ূরী ।
ওরা কোন্ সে মাঠের শেষে হৃদয় মেশাবে
কোন্ কাননে জীবনদানে মুকুল ফোটাবে ।

১০।৮।৪৮

## এস মন-বনচারী

এস পায় পায় নূপুর বাজায়ে
এস মন-বনচারী,
এস হে রাখাল, এস ব্রজলাল,
শিরে শিখীপাখাধারী ।
রাধা ! রাধা ! রাধা ! নাহি মান বাধা,
নিশিদিন শুধু ডাক,
ওগো মরমীয়া, ছাড় বাঁশরিয়া,
রাখ এ মিনতি রাখ ।
কোথা মধুপুর কদম্ব কই,
ব্রজরেণু কোথা পাব ?

ময়ুর ময়ুরী নীরব কোয়েলা
তোমারই কুঞ্জে যাব।
চকোর চকোরী ডাকিল কি আজ
মানস-কুঞ্জবনে,
বনে বনে ফুল-কুড়ানোর ভুল
আজিও আপন মনে।
ও নূপুরবোলে হিয়া সব ভোলে
আকুল আকূতি জাগে,
হের রাকা চাঁদ পাতে মায়া-ফাঁদ
আঁখি দরশন মাগে।

১।৩।৪৬

## আলোছায়া

এ মর জীবনে হাসিকান্নার আলোছায়া জাল-বোনা,
মর্ত্যবাসীর লীলা-নিকেতনে শুনি তারই মূর্ছনা।
শান্ত উষায় কভু দিয়ে যায় আশা আলো ভালবাসা,
কভু নির্জনে মর্ম-বেদনে কাঁদায় আলেয়া আশা।
পথ পিচ্ছল ঘন পঙ্কিল দুস্তর মরু আগে,
কভু বা ক্লান্ত শ্রান্ত পথিক প্রেম-আশ্রয় মাগে।
সমুখে সুদূর পথ বন্ধুর দুর্জয় হিমাচলে,
কভু বা আকাশে ধ্রুবতারা হাসে আশার প্রদীপ জ্বলে।
মরীচিকা আশা বাড়ায় তিয়াষা ওরে পথভোলা পান্থ,
মাটির মায়ায় যে আশা জাগায় হয় না সে ভুলে ভ্রান্ত।
যাহা চ'লে যায় চ'লে যেতে দাও ফেলে-দেওয়া উল্লাসে,
যাহা পাও তাহা দু হাতে কুড়াও বাঁধ প্রেমমায়া-ফাঁসে।
কত বান্ধব কেড়ে নেবে সুখ, কত আশা যাবে কেঁদে,
কেহ বা তোমায় দিবে জয়মালা প্রেমের মন্ত্রে বেঁধে।

যদি খুঁজে পাও এ চলার পথে চিরজনমের সাথী,
কাটিবে আঁধার প্রেমদীপে তার জ্বলিবে আশার বাতি।

৫।১০।৪২

## ভুল

এ কি মহাভুল। যে ফুটাল ফুল
এল না সে আর ফিরে,
তাই নিরাশায় বাজে মনে হায়
বেদন-বাঁশরী কি রে?
সবই আছে তাই তবু কিছু নাই
অজানা কি ব্যথা জাগে,
বৃথা এ কুঞ্জে ভ্রমরা গুঞ্জে
বেদনার অনুরাগে।
বসন্ত গান বাজে যেন ম্লান
আলোহীন যেন উষা,
জীবন-বীণায় সুর কেটে যায়
ম্লান হয় প্রত্যূষা!
কবে সে মুকুল হয়ে গেছে ম্লান
মানস-কুঞ্জবনে,
বনে বনে ফুল কুড়ানোর ভুল
আজিও আপন মনে।
মোর মনোবীণা হ'ল গীতহীনা
ছিঁড়েছে কি তারগুলি?
তবু সে ছিন্ন বীণাটি আমার
যতনে রেখেছি তুলি।
শুকায়ে গিয়েছে বরণের মালা
অর্ঘ্য হয়েছে ম্লান,

প্রভাত অরুণে শেষ পূজা করি
দিবা হ'ল অবসান।
কেতকীর বনে আজি আনমনে
একেলা ডাহুকী ডাকে,
কাঁদে চকাচকী আজ থাকি থাকি
কাজলা দীঘির বাঁকে।
রাখালের বাঁশী হতেছে উদাসী
গোধূলির কালো কূলে,
মোর এ জীবনে শেষ মহাক্ষণে
তুমি কি আসিবে ভুলে!

১২৷৯৷৩৮

## পরম পাওয়া

মৃত্যুময় এ জগতে মানুষ চলেছে
নিরন্তর,
মোহগ্রস্ত অন্ধসম পায়ে দলি
দুঃখের প্রান্তর।
কণ্টক-আঘাতে ক্ষিপ্ত চরণ তবু সে
চলে সদা কণ্টকিত পথে,
ঘুমন্ত চেতনা তার জাগে না যে হায়
নিয়তির নির্দয় আঘাতে।
সমুখে মরণ তার
তবু সদা স্বার্থের সাধনা,
অন্তর-দেবতা কাঁদে
মরে না যে পার্থিব কামনা।
মনের মন্দিরে সুপ্ত মর্মের দেবতা
চাওয়া-পাওয়া মহাতৃষা জাগে,

পরম পাওয়ায় চাওয়া হয় না যে হায়!
তাই পায়ে পায়ে শুধু ব্যথা জাগে।

৩।১০।৪৪

## অলক্ষ্যে

বুলবুল যায় দুঃখ কি তায়
এ কুঞ্জে তায় কবর দাও,
তার প্রিয় এই গোলাপ ছিঁড়ি
কাফন তারই বানিয়ে নাও।
প্রাণ সে ছিল গোলাপ-বনের
আজও এ বন শূন্য নয়,
পাতায় পাতায় ফুলের বুকে
তারই পরশ পূর্ণ রয়।
কে বলে এই ফাগুন-প্রাতে
নেই সে গানের বুলবুলি,
কার পরশে ফুটল তবে
রক্তরাঙা ফুলগুলি।
কার আকূতি-আকুল গানে
দক্ষিণা বয় বেপথু,
গুনগুনি ঐ ভ্রমর আসে
পান করিতে কোন্ মধু।
আসা-যাওয়ার আঁধার আড়াল
আলোছায়ার এই খেলায়
খেলছে ঐন্দ্রজালিক খেলা
কে মায়াবী কোন্ মায়ায়।

২।১২।৪২

## এস হে এস

এস হে এস নিশীথ রাতে
বাদল সাঁঝে শুভ প্রভাতে,
এস হে আমার পরম পাওয়ার
পূর্ণ প্রকাশ করি।
যে গানে রবি কমলে রাঙায়
যে গানে চাঁদ কুমুদে জাগায়,
যে সুর জাগে বিশ্ববীণায়
অনন্ত কাল ধরি।
সে গান আজি উঠুক বাজি
জাগুক মনের তন্ত্রীরাজি,
নিখিল হিয়া ঝঙ্কারিয়া
সকল ভুবন ভরি।
ও গান যেন আকুল রবে
সকল কাজে তোমায় স্তবে
রাত্রিশেষে ঘুমের বেশে
পরম পরশ লভি।
আঘাত হানি বারে বারে
পরম আপন কর আমারে
তোমার মোহন রভসরঙে
ফোটাও অরূপ-ছবি।

৯।৮।৪১

## একেলা

পথিক! ওরে পথিক, তোরে
কে বেসেছে ভালো,

পাগলা রে তোর আঁধার পথে
কে জ্বালাল আলো ?
গহন ঘন অন্ধকারে
একলা পথের একতারাটি
কে বাজাল গুঞ্জরিয়া
ছুঁইয়ে প্রেমের পরশ-কাঠি ?
পান্থ ওরে, থামলি কেন,
পন্থ যে তোর অনেক জমা,
বিদ্রোহী ঐ মন-বীণার
আগুন-বাণী এবার থামা।
রক্তে নাচে পথের নেশা
মর্মে জাগে পথের সুর,
নিত্য তোরে পাগল করে
কোন্ অজানা অনেক দূর !
শান্ত উষা মধুর হেসে
জানিয়ে যে যায় আপন মনে,
তার কাছে তোর পথের দিশা
ফুটল যে তোর মনের বনে।

১।১।৩৭

## ভিক্ষা

বলেন এসে দেবভিখারী, কিছু ভিক্ষা দিতে হবে।
কি ধন দেব ভাবেন ধনি, শুনি অবাক সবে।
এলেন রাজা সোনার দোলায় এগিয়ে তাঁরে নিতে,
রাণী এলেন চরণধূলি আপনি ধুয়ে দিতে।
কেউ বা দিল মাল্য আনি, কেউ বা দিল সোনা,
কেউ বা তাঁহার মোহনরূপে হলেন অন্যমনা।

ভিক্ষা-ঝুলি রইল খালি পারল না কেউ ভরিয়ে দিতে,
অমর লোকের বার্তা বহি এল কে আজ ভিক্ষা নিতে!
ক্লান্ততনু শ্রান্তদেহ এল চাষার মেয়ে
একটি ছোট শ্যামল ঘাসের বোঝা মাথায় ল'য়ে,
চাইল ডাগর নয়ন মেলি এগিয়ে এল কাছে,
বললে হেসে, ভিখারী গো, ঘাসের বোঝা আছে—
শ্যামল বসুন্ধরার এ দান সব রতনের ভারী।
ভিখারী তাই বলে, এ দান ফিরিয়ে দিতে নারি।

২।৫।৪১

## জাগিল সুন্দর

যতবার চাহিয়াছি লভিতে মুক্তিরে
বন্ধন নূতনরূপে আসিয়াছে ফিরে।
বেদনার ছায়া শুধু গিয়াছে বাড়িয়া
একেলা পথিক-হিয়া বৃথা বিড়ম্বিয়া।
অন্তরের মর্মে শুধু কেঁদেছে উদাসী
সুদূর প্রান্তরে ডাকে ঘর-ভোলা বাঁশি,
আপনি জড়ায়ে কাঁদি আপনার জালে
সে অমৃত লভি নাই যাহা অন্তরালে।
নয়ন পায় নি খুঁজি রূপ সুন্দরের,
ঘোচে নাই অন্ধকার তাই এ চিত্তের।
মরি! মরি! অপরূপ নিঠুর দরদী,
কি কৌতুকে অন্তরালে হাস নিরবধি!
কি খেলায় মাতোয়ারা বিশ্ব-খেলাঘরে,
তোমার উত্তরী উড়ে দূর নীলাম্বরে।
জাগাও পরম মায়া, ওগো বহুরূপী,
জীবন-মরণ-মোহ ফেরে চুপি চুপি।

ক্ষুদ্রতায় হানি দাও মহতের আশা,
হিংসার কলুষে নাশি আন ভালবাসা।
যে দিন অরূপ তুমি জাগিবে অন্তরে,
বাজিবে অভয় শঙ্খ ঘিরি হৃদয়েরে।

২।৮।৪৯

## পথ ভোলা

বাসা ছাড়ি উড়লি পাখি,
মরি! মরি! আপন-ভোলা!
ঐ দিগন্তের অন্ত ছুঁয়ে
আলোকেরই দুয়ার খোলা।
নন্দনেরই প্রতিবেশী
অমর্ত্য কোন্ বার্ত্তা জানিস,
ঐ আনন্দ-ঝর্ণাধারা
মোদের তরে হেথা আনিস!
প্রাণ কাঁদালি হেলায় হেসে
দেখি নাই তো এমন ধারা,
পিছু পানে দেখলি না তুই
সমুখ পথে উধাও হারা!
রচনা তোর কত মায়ায়
দিবস রাতি দিলি কত,
ভাবলি বুঝি গড়লি বাসা
শাখা-আগায় মনের মত
টুটল বাসা ভাঙল আশা
সময় কোথা খুঁজতে সাথী,
উড়লি একা অচিন পথে
সমুখে তোর আঁধার রাতি।

১৩।৫।৪৮

# নবীন

ওরে নবীন, বিপুল শক্তি নিয়ে
রুদ্র দারুণ শৌর্য তোদের দিয়ে
পঙ্গু নিথর যা কিছু সব কালো
তোদের আভায় কর্ সকলি আলো,
ঘোচা তোরা এই পৃথিবীর
জীর্ণ-ব্যাকুল জরা।
স্বর্গলোকের আলোর পরশ দিয়ে
অমর্ত্য ওই বার্তা তোদের নিয়ে
নবীন তোরা আয় রে ত্বরা
শোনা রে গান দুঃখহরা
জাগ্ রে তোরা, জাগা রে আজ
মুমূর্ষু এই ধরা।
প্রাণের ধনে তোরা রাজা
বিশ্বে অভয় শঙ্খ বাজা,
অমৃতেরই পুত্র সবে
নয় তো বৃথা আসা ভবে—
মর্মমুকুল আশায় জাগে
স্বপ্নে জীবন ভরা।
উড়িয়ে নিশান বাজিয়ে জয়ের ভেরী
আয় রে ত্বরা করিস নে আর দেরি,
দুঃসাহসী বাঁধন-নাশা দুরন্ত ওঠ্ জেগে
রক্তে তোদের বিপ্লবেরই ছন্দ আছে লেগে,
পুরাতনের ধ্বংসস্তূপে মন্ত্রে তোদের
জাগুক নতুন চারা।
হেলায় তোদের মরণ সাধা
কঠিন তোরা ভাঙতে বাধা,

বিশ্বে তোরা বাঁধনহারার দল,
পায়ে তোদের এগিয়ে যাওয়ার বল,
চিত্তে তোদের দোল দিয়ে যায়
কালবোশেখীর ত্বরা।
ওরে নবীন, আয় রে কাঁচা,
আধমরাদের যত্নে বাঁচা,
আশা তোরা ভাবী-কালের
রাখিস না ভয় পরাজয়ের—
ভালে তোদের জয়ের টীকা,
তোদের লভি ধন্য হ'ল ধরা।

১২।৯।৪৮

## মহালগ্ন

পূব হাওয়া কানে কানে কয়,
এল তোর জীবনের পরম সময়,
ওরে, তোরা বাজা শঙ্খ বাজা,
হৃদয়ে এল রে আজ চির-চাওয়া রাজা।
সামান্য এ নয়!
অন্তর নিকুঞ্জে ফোটা
এ আমার প্রথম প্রণয়।
লগ্ন বুঝি এল প্রিয়তম
হৃদয়ের অর্ঘ্য ল'য়ে
সুন্দরের চরণে প্রণম।
নাইকো বেদনা কিছু,
পরম আনন্দ এল তব পিছু পিছু।
ঘুচিল দীনতা প্রিয় নাই অপূর্ণতা
অন্তরে অমৃত দানি মিটালে যে সকল শূন্যতা।

নীরব দেউলে মোর শুনি আজ উৎসব বাঁশরি—
বাজে শঙ্খ মহোৎসবে আহা মরি! মরি!

১১।৬।৪৪

## রুদ্ধ আশা

রুদ্ধ আশার গোলাপ আমার
এমনি ক'রেই ফুটবে কি—
এই বিরহের কণ্টকাকুল কুঞ্জকাননতলে?
স্বর্গলোকের খেলায় মেতে
আসবে সে কি ফুল ফোটাতে
ভুল ভোলাতে আপন চোখের জলে?
জমেছে আজ অনেক ধূলো
অনেক ফাঁকি এলোমেলো
অনেক ব্যথা চিত্ত-নদীর তলে।
শূন্য জীবন-পাত্র মম
কর গো আজ পূর্ণতম,
দাও হৃদয়ে অমৃতরস ঢেলে।
সব ভোলানো এস হে আজ,
সফল করি সকল অকাজ
আমার বীণায় নীরব সুর ঢেলে।
দু পায় দলি পথের কাঁটা
শেখাও প্রিয় পথে হাঁটা
রেখো না আর অন্ধকারে ফেলে।

১২।১১।৪৩

# তুমি চির অপরিবর্তন

পরিবর্তনের স্রোতে
ওগো! চির অপরিবর্তন,
মৃত্যুর তমিস্রা-তীরে
আন তুমি প্রাণের গুঞ্জন।
অশরীরী মায়া তব
নিত্য নব রূপে
মরণেরে জয় করি
ফেরে চুপে চুপে।
প্রলয় এনেছ তুমি
সে তো শুধু নব সৃষ্টি লাগি,
নব রূপ নব জন্ম
ধ্বংসের দেবতা হয়ে তাই আছ জাগি।
বিশ্বের বেদনরাশি
লুপ্ত করি আপন অন্তরে;
জীবনের অনাদি হিল্লোল
জাগাইছ বিশ্বচরাচরে।
মরি! মরি! কি রূপ-মাধুরী
অন্তহীন সুধা
অমৃতের পাত্র হাতে
কি মায়ায় বাঁচাও বসুধা!

# পারবি কি তুই ফুল ফোটাতে

ওরে মন, পারবি কি তুই শুকনো ডালে
ফুল ফোটাতে,
ফাগুনের আগুন-দিনে জীবন-বীণে
সঞ্জীবনী সুর শোনাতে ?
অমৃতের মধুর ধারা হয় না হারা
দুঃখ-মরুর রুক্ষ বুকে,
জীবন-তরু শুকিয়ে যে যায়, বাঁচা রে তায়
ফের মমতায় নিবিড় সুখে।
প্রেমের ধারা হয় না হারা
উতলপারা আপনি ছোটে,
বাধার পাহাড় পার হ'লে ভাই
মানস মুকুল তবেই ফোটে।
গত সব দুঃখ গ্লানি আছে জানি
আছে রে তার দাহন-জ্বালা,
এবারে নবীন গানে নতুন প্রাণে
সাজা রে তোর পূজার ডালা।
হৃদয়ের তারে তারে ফের বাজা রে
স্বপ্নভরা আশার বাণী,
কি বাধা এগিয়ে যেতে ছড়িয়ে দিতে
ফুল ফোটানোর মন্ত্র খানি
হৃদয়ের মর্মকোষে রুদ্র রোষে
মৃত্যুজিতের অভয় ডাকে,
যে পারে ফুল ফোটাতে ফল ফলাতে
শুকনো ডালের আঁকেবাঁকে।
তারে তুই এবার জাগা ও অভাগা,
কাঁদিস্ না রে ভীরুর মত,

যে পথে উষার আলো ডাক পাঠাল
উদ্‌যাপিতে জীবনব্রত।
চল্ সে পথে ভাবনা দলি মাভৈ বলি
পথের কাঁটা তুচ্ছ করি,
পাল্ তুলে তুই চল্ রে নেয়ে খেয়া বেয়ে
উজান-স্রোতে ভাসিয়ে তরী।

১২।৩।৪৭

## চির-সাথী

নামিয়ে নাও এ কঠিন বোঝা
শেষ কর মোর তোমায় খোঁজা,
পন্থ আমার তোমার আলোয়
দেখিয়ে সহজ কর।
দুয়ার পাশে দাঁড়াও আসি
তোমার আলো পরকাশি,
তোমার দেবালয়ে আমায়
একটি প্রদীপ কর।
তোমার পরশ সকল কাজে
নিত্য যেন চিত্তে বাজে
তোমার মাঝে জীবন আমার
পূর্ণতম কর।
আসুক তোমার বজ্রবাণী
আমার সকল আঁধার হানি
আলোর প্লাবন আনি প্রভু
হৃদয় আলো কর।
তোমার রভস-পরশবশে
মনের আগল আপনি খসে

আমায় তোমার সেবার কাজে
নিত্য সাথী কর।
সকাল সাঁঝে তোমার বাঁশি
দ্বার খুলে দেয় আপনি আসি,
আমায় তোমার গানের বীণায়
ভৈরবী সুর কর।
যে পথে দাও চরণ প্রভু
হোক সে ধূলি ধন্য তবু
আমায় তোমার চলার পথের
চরণধূলি কর।

২।৬।৪৮

# স্মৃতি

বিস্মৃতি তিমির হতে স্মৃতিদীপ জ্বালি
প্রেমের দেউলে দিব আমার দীপালী।
মৃত্যু হতে তিলে তিলে জয় করি প্রাণ
জাগায়ে তুলিব বন্ধু এ আমার গান।
শুষ্ক বীজ বুকে ধ'রে মঞ্জরীর আশা
ধরিত্রীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাগে ভালবাসা।
কঠিন মাটির বুক কোন্ মন্ত্রে চিরে
পেলব অঙ্কুর দল আসে রে বাহিরে!
বেদনা-বন্ধনহারা জাগার বাসনা
বার বার এই বার্তা করে আনাগোনা।
মৃত্যু সে নহে তো মৃত্যু নবজন্ম লাগি
মহাকাল চিররাত্রি রহিয়াছে জাগি।
নবীন সৃজন লাগি পরম মায়ায়
ধ্বংসের দেবতা ওই ডমরু বাজায়।

তেমনি এ বিচ্ছেদের মহাবহ্নি হতে
দেখা দিবে মহাপ্রেম কোন্ রজনীতে।
সহসা উঠিবে জ্বলি দীপালীর মালা
আলোয় আলোয় ভরি আমার নিরালা।
অন্তর-দেউলে প্রেম পূজামূর্তি ধরি
সকল শূন্যতা মোর রাখিবে আবরি।
ব্যর্থ কভু নাহি হয় প্রাণের প্রত্যাশা
আশা-নিরাশায় দুলি জাগে ভালবাসা।

১০।১০।৫০

## পরম পরশ

আনন্দ প্লাবন এল, অমর্ত্য রাগিণী বাজে হৃদয়-বীণায়
প্রেমের প্রাঞ্জল-লোকে মুহূর্তেই চিনিলাম আপন সত্তায়।
ভারমুক্ত এ হৃদয় ছুটে চলে নভ-অভিলাষী
মুক্তপক্ষ বিহঙ্গেরই সম সে যে অম্বরবিলাসী।
বিশ্বের কূজন সাথে মিলাইয়া অন্তর-কাকলী
ছুটে যাই কলোচ্ছ্বাসে দিকে দিকে প্রাণধারা ঢালি।
অন্তহীন হে বিরাট, জীবন-দেবতারূপে জাগিলে সম্মুখে
আমার অন্তর-বেদ জীবনদর্শন—পড়িলাম তোমার আলোকে।
ধন্য হ'ল চিত্ত মোর, প্রেমের জোয়ার এল হৃদি-যমুনায়,
জন্ম-জন্মান্তর-জয়ী হে পথিক মূর্ত তুমি মোর সাধনায়।
তোমার অসীমে হেরি মৃত্যুহীন মহা জ্যোতির্ময়ে
মূঢ় মনে ঘুচে গেল হারানোর দীনতম ভয়ে।
ছোট ছোট ক্ষয় ক্ষতি আপনার স্বার্থের সাধনা
আজি মোরে লজ্জা দিল বিশ্বরূপে ভুলাল আপনা।
দুঃখ দৈন্য মৃত্যুভয় এ তো শুধু বুঝিবার ভুল,
বসিয়া সাগরতটে খুঁজিতেছি বারংবার রহস্য অকূল।

অন্তরের নিভৃত আলয়ে, মাঝে মাঝে পাই প্রিয় তোমার পরশ
বিচ্ছেদের মহাবহ্নি শুদ্ধ করে হৃদয়ের সকল তামস।
এ মোর পরমক্ষণ অন্ধকার-দৈন্য গেল আলোক-অঞ্জনে,
আজন্ম সাধন মোর ভুবন-ভুলানো এলে গোপনে গোপনে।

## জীবন-দেবতা

মানস মর্ম মুকুল তুলে
গাঁথাও তোমার মালা,
আমার সকল আমি নিয়ে
সাজাও তোমার ডালা।
কি পেলি তুই শুধাই যবে
বোবা বেদন জাগে,
সকল পাওয়া পূর্ণ কর
তোমার অনুরাগে।
কুসুম-কোমল কঠোর তুমি
নিঠুর দরদী,
ভ্রান্ত মনে তোমার আশিস্
চিনতে না পাই যদি,
আঘাত হানি পন্থ আমার
আপনি সহজ কর,
আমায় তোমার জগৎ-সেবার
নিত্য সাথী কর,
তোমার পূজা সহজ তো নয়,
সে যে পরম দান,
আমায় তোমার যোগ্য করি
ঘোচাও অভিমান।

সংশয়াকুল নিঠুর দোলায়
চিত্ত দোদুল দোলে,
হিংসা-মুখর অবোধ ধরা
তোমার অভয় ভোলে।
দাও গো জ্বেলে ক্ষমার আগুন
সকল কলুষনাশা,
জীবন-মরণ দু কুল ভোলায়
তোমার ভালবাসা।
আমি তো নাথ দাঁড়িয়ে আছি
তোমার চলার পথে,
আর কিছু নেই দ্বিধা প্রভু
তোমার সেবার ব্রতে।

১৬।২।৪৮

## মৃত্যুহীন

মৃত্যুস্রোতে নিত্য বহে অনন্ত যেই প্রাণ
সেই তো তোমার প্রাণ।
সব-হারানোর পরেও জাগে অচেনা যেই দান
সেই তো তোমার দান।
বাউল জনের কণ্ঠে যে গান
সে গান তোমার প্রভু।
তোমার মৃত্যু ভুবনে তব
নাশে না কিছু কভু।
নিখিল ধরা পাগল-করা
তোমারই সুর বাজে,
সুখে তুমি দুঃখে তুমি
তুমিই সবার মাঝে।

কোন্ অমরার পুণ্যধারায়
দাও এ ভুবন ভরি,
বরণ তোমায় করছে ধরা
পূর্ণ পাত্র ধরি।
তোমার প্রেমেই তৃপ্ত প্রিয়
অপূর্ণ সব আশা
তোমার ভালবাসায় হারায়
সকল ভালবাসা।
তোমার হাসির লহর দোলে
তরঙ্গদল মাঝে,
তোমার জয়মুকুট সম
হিমাদ্রি ঐ রাজে।
সাগর-নীলা জানায় লীলা
তোমায় স্মরণ করি,
হে অনাদি, খেলেছ খেলা
অনন্ত কাল ধরি।
কোথায় কবে আদি তোমার
অন্ত কাহায় কব,
মানব নিয়ে অনন্ত দিন
খেয়াল-খেলা তব।
তোমার খেলাঘরে প্রভু,
হারায় না তো কিছু,
আপন মনেই চলছে জগৎ
কালের পিছু পিছু।
হে মহাপ্রাণ, অনাদি প্রাণ
তোমার মাঝে বহে
বিশ্ববীণায় তোমারই নাম
ঝঙ্কারিত রহে॥

১০।৫।৪২

## অভিমান

কেন না হেরিতেই অরুণ আঁখি
না জাগিতেই ভ্রমরা-সাকি
না ফুরাতেই একটি রাতি
ব্যথায় ম্রিয়মাণ।
সিক্ত তনু শিশিরজলে
জীবন টোটে দণ্ডে পলে,
ওরে বকুল, কোন্ বেদনায়
মলিন হ'ল প্রাণ।
ঘুমন্ত এ জগৎ যবে
তোর কেন প্রাণ বিফল হবে,
ছোট্ট ও তোর শুভ্র প্রাণে
কিসের অভিমান?
রিক্ত হিয়া কোন্ আলসে
পড়ল ঝরি শ্যামল ঘাসে
কোন্ সে নিদয় না জাগিতেই
হরলো সকল গান।

৪।১০।৩৬

## পন্থ পাগল

পথের নেশায় ছোটে পথিক
ভেঙে যত বিঘ্ন-কারা
ঘরবাড়ি তার পথের মাঝেই
আপন প্রেমে আপনি হারা।
বেসেছে তায় ভাল যারা
বৃথাই তারা পিছু ডাকে,

পান্থশালার পথিক-হিয়া
এমনিতরই শূন্য থাকে।
পশে সেথায় ফুল্ল ফুলের
গন্ধ সুরভি,
বিশ্বজনে শোনায় সেতার
সাঁঝের পূরবী।
রয় না সেথায় ফুলের সুবাস,
না রয় কোনও জন,
বৃথাই তারে বাসতে ভাল
ডাকা অনুক্ষণ।

১৪।৮।৩৭

## এস হে সুন্দর

আজি মানবের মাঝে জাগো হে মোর সুন্দর,
অমৃত-পরশ লভি মুছে যাক দাহ,
তোমার অভয়বাণী দাও মনোমর্মে আনি
জীবনের রুদ্ধ পথে আসুক প্রবাহ।
দাও প্রাণ দাও আলো এ ধরণী হোক ভাল
যৌবনের জয়ধ্বনি মুছে দিক জরা,
হিংসার কলুষ গ্লানি যাক পরাভব মানি
নবজন্ম লভি হোক ধন্য বসুন্ধরা।
স্বর্গের সন্ধান বৃথা, কল্পনায় শুধু স্বপ্ন বোনা,
প্রেমে পুণ্যে ছন্দে গানে জাগেন দেবতা,
হৃদয়-অর্গল খোলো, ভ্রান্ত আবরণ তোলো,
কণ্ঠ ভরি গেয়ে যাও পরম বারতা।
দৈন্য-মৃত্যু কিছু নাই, নাহি রয় বিচ্ছেদ-বেদনা
এ তো শুধু খেয়ালীর ভাঙাগড়া খেলা,

আসা-যাওয়া নিত্য স্রোতে জনম-মরণ মাতে
ঘাটে ঘাটে দেখা দেয় জীবনের মেলা।
এ বিরাট বিশ্ব মাঝে ছিল যাহা সবই আছে,
পরিবর্তনের স্রোতে শুধু ভেসে যাওয়া,
পরম অমৃত যাহা কালের অক্ষয় তাহা
উজানে ভাসায়ে দিয়ে তরীখানি বাওয়া।
সত্যের হোমাগ্নি জ্বালি যেখানে যা আছে কালি
আজিকে আহুতি দাও পরম পাবকে,
জীবনের ভুলভ্রান্তি আজিকে লভুক শান্তি,
সঞ্চিত বেদনা যত যাক চুকে বুকে।
জাগো আজ হে মহাসুন্দর নয়ন-সম্মুখে,
পূর্ণ কর হৃদয়ের সর্ব অপূর্ণতা,
তোমার আপন কাজে ডেকে নাও বিশ্বমাঝে
শূন্যতা ভরিয়া দাও পরম পূর্ণতা।

১৭।৬।৪৭

## এগিয়ে চলা

কোন্ খেয়ালী আপন মনে হাতছানি দেয় দূরের পানে,
পথের ধূলির কোলাকুলি সকাল-সন্ধ্যাবেলা,
জগৎ পারাবারের তীরে ভিড়াও জীবন-তরণীরে
সাতটি সাগর দাও পাড়ি দাও ভাসিয়ে আশার ভেলা।
পায়ে পায়ে বাজিয়ে চল এগিয়ে-যাওয়ার ভেরী
পিছিয়ে-চলার কল্পনা সে যাক না দূরে উড়ে,
সময় যে যায় বৃথা দ্বিধায় আর ক'রো না দেরি,
ভোরের আলো হাতছানি দেয় পাহাড়-চূড়ে-চূড়ে।
দুঃখ-মরু রুক্ষ বেশে আসে যদি পথের পাশে
মরার আগে মানবো না হার এই কথাটি বলা,

ঝঞ্ঝাঝড়ে বজ্রপাতে আছেন তিনি সাথে সাথে
এইটি শুধু সংগোপনে স্মরণ ক'রে চলা।
যৌবনেরই জয়ধ্বনি শোনাও জীবনগান
প্রাণে আনো বিপ্লবেরই আশার ঝর্ণাধারা,
ভীরু সে তো হার যে মানে হয় যে ম্রিয়মাণ
দুঃসাহসের পাগলাঝোরায় অবগাহন সারা।
বাধার পাহাড় ভাঙে ভাঙো সাগর দিল ডাক,
স্রোতস্বিনী তাইতে পেল শক্তি এমনতরো
হৃদয়-নদী উতল যদি উপলধারার মত
ছন্দে চলার এগিয়ে যেতে ভয় বা কারে করো।
জাগো, জাগো, রাত পোহাল ঐ তো ডাকে উষার আলো
রাতের আঁধার পালায় দূরে ওড়না যাদুর তুলি
নবীন প্রাণে আশার গানে এগিয়ে যেতে আজ শিখে নে
দু পায় দলি পথের কাঁটা বিঘ্ন-বাধা ভুলি।

৪।১০।৪৯

## আমি শেষ আমি সে নির্বাণ

শূন্যমনে চেয়ে আছে সুদূর সে অন্তহীন মহাকাশ পানে
মুক্ত বাতায়ন-পথে বিশ্বের অন্তিম রূপ জাগিছে নয়নে।
দূরে দেখি প্রান্তরের বুকে পত্রহীন শুষ্ক এক তরু,
বন্ধুর রিক্তের মূর্তি মরুরে করেছে আরও মরু।
রূপ রস গন্ধ কিছু নাই ঊর্ধ্বে মেলি শীর্ণ ডাল
ডাকিয়া কহিছে সবে, শোন আমি সত্য মহাকাল
অমর্ত্য পথিক শূন্যে এ বিশ্বের শেষ পরিণতি,
আমি গতি মুক্তি আমি জীবনের এই যে নিয়তি।
আমারও কৈশোর ছিল, যৌবনের গেয়ে গেছি জয়,
প্রাণপাত্র পূর্ণ ছিল টলমল উচ্ছল অভয়।

আমারে দোলাত সুখে দখিনের বেপথু বাতাস,
মুখরিত কূজনে গুঞ্জনে ছিনু আমি নিত্য বারো মাস—
কত পাখী মন-সুখে মোর শাখে বেঁধেছিল বাসা
বহু যত্নে মমতায় তিলে তিলে ঢালি ভালবাসা।
ঝড়ে জলে ভেঙেছে সে নীড় কিছু আর নাই,
আমার বেদনা তারা করেছে নিবিড় রচি শূন্যতাই।
শোভা ছিনু, আমি প্রাণ বনানীর পরম সম্পদ
আমার সর্বাঙ্গ ঘেরি ঢাকা ছিল শ্যাম পরিচ্ছদ।
খেলেছিল সুখে তারা বসন্তের মদির হিল্লোলে
শ্রান্ত পান্থ লভেছিল পরম আশ্রয় মোর ছায়াতলে।
আজি মোর কিছু নাই, শুধু এক শূন্য শুষ্ক তরু
আপন রিক্ততা দিয়ে মরুরে করেছি আরও মরু।
নগ্ন শেষ রূপ আমি এই ধরিত্রীর
নির্বাণের মহাপরিণাম আমি, আমি যে স্থবির।

৮।১০।৪৯

## চিত্ত তপস্বী

দুঃখের হোমাগ্নি মাঝে চিনিলাম চিত্ত তপস্বীরে—
মর্মের মন্দিরে বসি জয়ী হ'ল সে পুরুষ কি রে?
আঘাতের যত ব্যথা বেদনার গ্লানি
মন্ত্রজিত সর্পসম পরাভব মানি—
আজি কি সংশয় যত ঘুচিল নিমেষে
যা মোর দেবার ছিল দিয়েছি নিঃশেষে।
দেবার আনন্দ এত, এত ব্যাকুলতা
অজানা আছিল এই পরম বারতা
রিক্ততার তপঃবীর্যে চিত্ত-বন-ভূমি
অমর্ত্য অমৃত ফুলে উঠিল কুসুমি।

মন-মোহানায় আজ আনন্দ জোয়ার
তটপ্রান্তে আসিতেছে ফিরে বারংবার।
দৈনন্দিন ক্ষয় ক্ষতি জরা মৃত্যু ভয়
আশা নিরাশায় দোলা মিথ্যা মনে হয়।
সমুদ্রে দেখেছি আজ আমি কূপবাসী
আমার ক্ষুদ্রতা মোরে ওঠে উপহাসি।
কতটুকু ল'য়ে কাঁদি আমি দীপশিখা
পড়ি নাই প্রভাতের আলোর লিপিকা।
অসীম আকাশে ওড়ে ভারমুক্ত মন
ক্ষুদ্র গৃহকোণে বসি ভুলেছি ক্রন্দন।
সমস্ত নিখিল আজ করিছে ইশারা
বিরাটের স্পর্শ লভি চিত্ত দিশাহারা।
আঘাতে কাঁপে না কভু মহৎ যে জনা
সমস্ত ভুবনে সে যে করেছে আপনা।
তাই তো তপস্যা তার সবাকার লাগি
শুধু আপনারে ল'য়ে নহে সে বিবাগী।
সবাকার তরে সে যে নিজে ব্রতচারী
অমর্ত্য অমৃত ফুল তাই তো তাহারই।
দেওয়ার আনন্দে ঘোচে চিত্ত দরিদ্রতা
পরম পূর্ণতা মাঝে ডুবে যায় সকল দৈন্যতা।
হৃদয়ের শূন্যশাখে বসন্তের পাখী
আকুল বিহ্বল চিত্তে করে ডাকাডাকি।

৯।৩।৫০

## কোন্ সে অজানা

চিত্ত মোর নিত্যই উধাও,
অশরীরী আত্মা মোর উর্ধ্বে উড়ে যায়
অলক্ষ্য পাখায়।
বন্ধনে বেদনা জাগে
তবু ডাকে এরই মাঝে যেন কোন মধু
ডাক দেয় মরমিয়া বঁধু।
নাম যার নাহি জানি, না জানি ঠিকানা,
যে গৃহ চেনে নি কেহ সেই অজানায়,
মন বুঝি ছুটে যেতে চায়।
না পাই সীমানা তার নাই কোন দিশা
নিশি নিশি খুঁজে মরি শুধু
এর মাঝে আছে কোন মধু।
আকণ্ঠ পিপাসা জাগে
সম্মুখেতে লবণাক্ত বারি
তৃষা মোর মেটাতে না পারি।
শূন্যে শুধু অলক্ষ্য পাখায়
অশরীরী মন মরে ঝাপটিয়া ডানা
অচেনার না পায় ঠিকানা।
জীবনের বালুতটে আছাড়ি আছাড়ি
কি আশায় ওঠে পড়ে ঢেউ
সে কি জানে কেউ?
অমৃতের না পাই নিশানা
গুমরি গুমরি ওঠে শুধু হাহাকার,
কার লাগি এ জনম, অর্থ কিবা তার!

জীবনের যেই নব প্রাতে
দেখা দিবে সুপ্রভাত মোর
একটি মুহূর্তে হবে জনম বিভোর।
আসিবে যে শুভলগ্ন তারই প্রতীক্ষায়
উৎকণ্ঠিয়া রহিব কি জাগি
দেবতার আশীর্বাদ মাগি ?
স্বর্গের দাক্ষিণ্য যত মৃত্যুলোকে যা আছে সুন্দর
সকলি কি খুঁজে পাব সে শুভলগনে
তারই আশে প্রতীক্ষিয়া রব কি যতনে।
পথিক চলেছি পথে শেষ কোথা না পাই ঠিকানা
কোন্ পূর্বাচল পারে পান্থশালা মোর
কোন্ অমারাত্রি শেষে দুঃখরাত্রি ভোর।

৫।৩।৪৯

## শেফালীর ব্যথা

ভোর না হতে বৃন্ত টুটি ধরার বুকে পড়লি লুটি
ও শেফালী, শেফালী গো,
কিসের অভিমান।
ঘুমিয়ে যবে জগৎহিয়া, কে ডাকিল কি বলিয়া
এ কোন্ গোপন পূজার লাগি
জীবন বলিদান।
সুপ্তরাতে জীবন জাগে, তুষার তনু সোহাগ মাগে
ওগো রাতের সুন্দরী গো,
গন্ধে গরীয়ান।
আঁধারে কি জ্যোৎস্না-রাতে হৃদয় তোমার খেলায় মাতে
দৃষ্টি রবির সইতে ব্যাকুল
তাই কি ম্রিয়মাণ ?

সোহাগভরে সাঁঝের বেলা গন্ধ-ঢালা খেয়াল-খেলা
রহস্যময় এ কোন্ প্রেমের
দিচ্ছ প্রতিদান!
শ্রাবণধারার ঢঙে ঝরি দূর্বাদলে তৃপ্ত করি
একটি রাতের স্বপ্নে বিভোল
আপনি মহীয়ান্
উষার যবে নয়ন ফোটে তোমার কেন জীবন টোটে,
কিসের লাগি এদের সাথে
তোমার অভিমান ?
সাজাতে কার পূজার থালি দিচ্ছ আপন জীবন ডালি
রহস্যময় এ কোন্ প্রেমের
নিত্য প্রতিদান!

২০।১০।৩৬

## সন্ধান

আমারে চলিতে হবে জীবনের জটিল এ পথে
পদে পদে দৃঢ় রবে অসত্যেরে করি অস্বীকার,
ঝঞ্ঝাঝড়ে অন্ধকারে সত্যদীপে হবে রে জ্বালাতে
সুন্দরের অভিসারে আমার আজন্ম অধিকার।
আঁধিয়ারে অভিশাপে বিড়ম্বিত হবে কি চরণ ?
আসিবে নিরাশা তবু গেয়ে যাব সুন্দরের জয়,
আমারে চলিতে হবে পায়ে দলি পথের কঙ্কর—
না-পাওয়ার যত ব্যথা সে আমার গোপন সঞ্চয়।
ধরিত্রীরে দেখে যাব শান্ত চিত্তে দৃঢ় দৃপ্ত পায়,
জীবনের অভিজ্ঞানে ভ'রে নেব আমার পসরা—
মর্ত্যের অমৃত দিয়ে পূর্ণ করি লব মোর ডালা,
যৌবনের জয়গানে বীরভোগ্যা এই বসুন্ধরা।

দুঃখেরে শিখেছি দিতে স্মিতহাস্যে শান্ত সম্ভাষণা,
নহি ভীরু কাপুরুষ, বারংবার মোর মৃত্যু নাই,
নির্বিকার এ হৃদয় ফেলে যাবে সকল ভাবনা,
যা পেয়েছি নিয়ে তাই ধরণীরে প্রণাম জানাই।
সত্যের সন্ধানে ফিরি মহাজন্ম হবে উদ্‌যাপন
জীবনের জয়গানে ভ'রে নেব মোর তনু মন।

১০।৫।৫০

## শাশ্বতী

পথ বন্ধুর বন্ধুবিহীন
চলে একা পথে যাত্রী,
বাজে বার বার একতারা তার
সমুখে আঁধার রাত্রি।
ভিক্ষার ঝুলি নিয়েছে সে তুলি
হালকা করেছে বোঝা,
বাজে বার বার একতারা তার
শুধু চ'লে যায় সোজা।
ছেঁড়াখোঁড়া গায় উত্তরী হায়
দ'লে যায় ধূলিকণা,
শীর্ণ মলিন দেহ হ'ল ক্ষীণ
চলে শুধু আনমনা।
ছিন্ন বাঁধন মুক্ত জীবনে
কি জানি কাহায় খোঁজা!
বাজে বার বার একতারা তার
শুধু চ'লে যায় সোজা।
বৈরাগী যায় সাঁঝের বেলায়
ডেকে ডেকে দ্বারে দ্বারে,

জাগো পুরবাসী, এস ভালবাসি,
চিনে নাও আজ তাঁরে।
জাগিয়া ঘুমাও সুখ নাহি পাও,
তবু না চেতন মানো,
বেদন-দাহনে যে কথা শেখায়
পার যদি তায় জানো।
বেলা ব'য়ে যায় ঘুমায়ো না হায়,
জাগো পুরবাসী জাগো,
বাজে বার বার একতারা তার
পার যদি তায় ডাকো।
চ'লে বৈরাগী কার অনুরাগী
কোন্ মহাধন যাচে,
পাথেয় কি তার পথ চলিবার,
চলেছে কাহার কাছে?
এতদিন ধরি ঝোলা নিলে ভরি
শেষে তা হয়েছে বোঝা,
যা কিছু কুড়ালে সকলি খোয়ালে
পথ নাহি হ'ল সোজা।
আর কেন ভাই, চল তবে যাই
মায়াঘরে ফেলি পাছে,
ডাকে বার বার একতারা তার
এ ভবরঙ্গ মাঝে।

২৪।৪।৪১

# উদাসী শ্রাবণ

কে উদাসী শ্রাবণের বেদনার্ত দিনে
হোমবহ্নি জ্বালি দিল হৃদয়ের বীণে,
কার লাগি মালতীর গন্ধ মনোহরা
এক রাত্রে ভ'রে দিল গন্ধভারে ধরা।
কারে চাহি চামেলীর ভীরু কলিগুলি
সুগন্ধ বিলাতে চায় ঊর্ধ্বে মুখ তুলি।
চম্পকের বনে কেন চঞ্চল পবন
ঘরভোলা এ বাতাসে ব্যাকুলিত মন।
সমস্ত নিখিলব্যাপী আজ আসে কে রে
দুঃখের আগুনে চিনি মহামানবেরে।
বিশ্বের বিরহ বহি এসেছে শ্রাবণ
ল'য়ে প্রকৃতির কান্না বেদনা-দাহন।
শূন্য ডালপালা তবু উঠিল আকুলি
ফোটার মাতনে মাতে কুন্দকলিগুলি।
সর্বহারা সর্বনাশা সে এক নিমেষে,
যা মোর দেবার ছিল দিয়েছি নিঃশেষে।
প্রাণ-পাত্র আজও মোর রিক্ত হয় নাই,
পরম অমৃতধারা ঢালিছে সদাই।
ক্ষয় ক্ষতি দূরে ফেলি এ পথের শেষে
হৃদয় আনন্দরসে ভরিল নিমেষে,
কিছু মোর দ্বিধা নাই মিথ্যা বিড়ম্বনা,
বিশ্বেরে বিলায়ে দিছি যা মোর আপনা।
অন্ধকারে আজি মোর মিলেছে দিশারী,
আজি হতে মোর বোঝা হ'ল যে তাঁহারি।
পূর্ণ এ হৃদয়-পাত্র ঐশ্বর্যসম্ভারে
দুঃখের আগুনে চিনি মহামানবেরে।

৭।৮।৪৪

## বিরহী শ্রাবণ

কোন্ বিরহীর পড়ল মনের ছায়া
স্তব্ধ নীরব শ্রাবণ-গগন ঘেরি,
হের বৃষ্টিধারার মধুর পরশনে
কদম-কেয়ার ফুটতে না হয় দেরি।
আজকে কেন এমন বাদল-দিনে
জাগছে মনে অকারণে অনেক ব্যাকুলতা।
আজ সৃষ্টিছাড়া হাওয়ায় দোলে বুঝি,
তাই মর্ম কাঁদায় গোপন আকুলতা।
হের মৌন নীরব শান্ত গভীর ধ্যানে
আজ ধরিত্রী কি ভাবছে দুখের কথা!
হায় কেন এমন নিবিড় হ'ল ধরা
যাবার আগে প্রেমিকযুগল যথা!
উদাস হাওয়ায় উতলা কোন্ বাণী
আজ যে আমায় ডাকছে দূরের পানে
আপন হারায় মন ভেসে যায় তাই
ব্যাকুল-করা বাদলধারার গানে।

১২।৭।৪৯

## নিঝ্ঝুম শ্রাবণ-সন্ধ্যা

রিমঝিম রিমঝিম বর্ষণ বৃষ্টির
নিঝঝুম শ্রাবণ-সন্ধ্যা,
সঘন নিরালায় ধরিত্রী মূরছায়
একাকিনী জাগে নিশি-গন্ধা,
কৌতুকে কেতকী খুলিবে কি ফুলদল
গন্ধ-পাগল অলিমত্তা।

শিহরিত ভিজে বায় কদম্ব মূরছায়
মালতী হারায় নিজ সত্তা।
বর্ষণ-নূপুর একটানা সুর ঢালি
কোন্ সে বিরহী বাণী আনে
এ ভরা বরষায় প্রেমিক অসহায়
ব্যথা তার কবিজন জানে
যুগ যুগ ধরি বিরহিণী রাধিকা
কৃষ্ণপরশ-রস যাচে,
রাধিকা ক্রন্দনে গোপন বন্ধনে
শতেক বিরহী জন আছে।
বিজলি চমক নাই গগনে নীরব দেয়
নিঝ্‌ঝুম নিশ্চুপ সন্ধ্যায়,
বিরহী যক্ষ জাগে বিশ্বের অন্তরে
শ্রাবণের উচ্ছল বরষায়।

৬৭।৪৭

## নবচম্পক

চম্পকেরই গোপন রাগে
বর্ষা উতল হাওয়ায় জাগে
বাবলা বনের গন্ধে ভিজে
কোন্ বিরহীর সুর ?
কদম্বেরই ফুল্ল ফুলে
মত্ত মধুপ আজকে বুলে
মানব-হৃদয় পাগল হ'ল
আনন্দ ভরপুর।
ইন্দ্রধনু-রঙের ছটায়
রঙের মেলা আজ কে ঘটায়,

এল কি সেই বৃন্দাবনের
প্রেমের মধুপুর !
কাশের বনের গুঞ্জরণে
পথিক চলে আপন মনে,
বাজিয়ে বিধুর বাঁশিতে তার
মন-ভুলানো সুর ।
কেয়াফুলের কেশর নিয়ে
দক্ষিণা আজ যায় যে দিয়ে
বাদল-দিনের ছন্দপাগল
মাতায় জগৎ পুর ।

## আসে যে শরৎ

বর্ষার বর্ষণ-শেষে শরতের শুভ আগমন,
ধরিত্রীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাগে তাই প্রাণের স্পন্দন ।
রোমাঞ্চিত কি পুলকে হয় দশ দিশি
আনন্দ আলোকধারা ওঠে যে উচ্ছ্বসি ।
সামান্য এ নয়, প্রাণবন্ত বৎসরের এ মহা যৌবন
ক্রন্দসী পুলকে কাঁপে কোন্ মন্ত্রে এ ধরার কাঁপে তনুমন ।
আলোছায়া দোলা লাগে শ্যামল বনানী আজ হয়েছে উতলা
গগনের নীল কোলে হের ঐ কি খেয়ালে দোলে মেঘমালা ।
পুষ্পে পর্ণে গন্ধে বর্ণে বনে বনে জীবনের তুলিছে লহরী,
অপরূপ রূপকার নাই যে তুলনা তার, রচিল যা আহা মরি মরি !
কলোচ্ছ্বাসে ছুটে আসে পূর্ণা নদী প্রেমোচ্ছ্বাসে নাহি মানে মানা
ছুটে যায় যেথা তার প্রিয় ডাকে বার বার যেথা সেই মিলন
মোহানা ।
বর্ষার করুণ তান ঘনঘোর ছায়া ব্যাপ্ত করে বিরহ কাহার ।
বজ্রে বজ্রে দাপাদাপি মত্ত ঝড়ে হাঁকাহাঁকি ক্ষুব্ধ চারিধার ।

যাহা শুষ্ক যাহা ম্লান যাহা রুক্ষ ম্রিয়মাণ সযতনে তাদের বাঁচায়,
জীবনের জয় গাহি নবশ্যামপথ বাহি অমৃত-বরষ দানে বর্ষা
চ'লে যায়।

যৌবনের কলোচ্ছ্বাসে নব জনমের গানে শরৎ যে আসে
ধরিত্রী তাই তো হাসি আনন্দ ছড়ায় তার আকাশে বাতাসে।
আসে যে শারদলক্ষ্মী নব নবান্নের গানে গানে,
কাশ-কমলের দলে শেফালী ঝরার ছলে মাতিছে বন্দনে।
নবধান্যমঞ্জরীর সাজায়ে সোনার ডালা নিয়ে আসে চাষী,
সুখে দুঃখে অনিবার এরা যে শারদা-মার আকুল প্রত্যাশী।
আনন্দের বরদানে বৎসরে বৎসরে আসে শুভ শারদীয়া,
ভুলাতে দৈন্যতা-গ্লানি জননী যে আসে দ্বারে আশীর্বাদ নিয়া।

১০।৭।৫০

# নির্মম শীত

দিকে দিকে কে গো তুমি হে রুদ্র তাপস,
বৈরাগ্যের মহামন্ত্র দিলে এ ধরায়,
বনে বনে পাতা ঝরে শুষ্ক ডালপালা
বন্ধুর রিক্তের মূর্তি জীবন ফুরায়!
আসে কি নিষ্ঠুর বুকে ল'য়ে মমতার
শুচিশুভ্র ধ্যানমগ্ন মহিমার বাণী,
মহাসৌম্য নিয়ে এস অধরার দান
নবজন্ম লাগি মৃত্যু জানি বন্ধু জানি।
অকম্প হৃদয়ে বীর সেজেছ নির্মম
স্মিতহাস্যে হলাহল করিতেছ পান,
সর্ব বিষ বুকে ধরি বহি আবর্জন
তুমিই শুনায়ে যাও জীবনের গান।

তাপদগ্ধ দিন বিনা রাত্রির মহিমা,
অন্ধকার আছে তাই উদ্ভাসিছে আলো,
নির্দয় মরণ জাগে মৃত্যু-মর্ত্যলোকে
জীবনের জয়গান তাই লাগে ভাল।
কি গোপন বরদানে কুড়াইয়া ফেরো
পুরাতন বৎসরের আবর্জনা-স্তূপ,
হে রুক্ষ সন্ন্যাসী, পাতা-ঝরানোর গানে
তুমিই তো দিয়ে যাও বিশ্বে নবরূপ।
দিকে দিকে ছুটে যায় হে নির্দয় যোগী,
দয়াহীন দুর্নিবার তব মৃত্যুবাণ,
সংহর সংহর শুনি ওঠে হাহাকার
শান্ত হও দয়া কর অদৃশ্য পাষাণ!
রিক্ত করি শূন্য করি সর্বহারা বেশে
ছড়ায়ে পিঙ্গল জটা শ্রান্ত হাসি হাস,
সবার বিদ্বেষ বহি সাধিবারে ব্রত
আত্মভোলা, হে বৈরাগী, বুঝি ভালবাস!
মৃত্যুরে যে সঙ্গী করে কর্তব্যে কঠোর
সহজে কি সে পাষাণে যায় কভু চেনা,
তপঃক্লিষ্ট হে তাপস, এ মৃত্যু-ভুবনে
তুমি তাই চিরদিন রয়েছ অচেনা।
বসন্ত তোমার পায়ে কত ঋণে ঋণী—
ভ্রান্তমতি মূঢ় জনে সে কথা কি জানে!
আবাহন লাগি যার স্বাগত বন্দনা
হে মহান, জন্ম তার তব বরদানে।
মহাশক্তিমান তুমি হে রুদ্র ভৈরব,
আত্মভোলা মহাশিশু ত্যাগী ভোলানাথ,
দিব্যদৃষ্টি দান কর চিনিবারে তোমা
রাত্রির তিমির নাশি আন সুপ্রভাত।

পরম অমৃতময় তবু ভয়ঙ্কর
সহজে যায় না চেনা মৃত্যুর মহিমা,
অনন্তের অন্ত খোঁজা হায় বাতুলতা!
কালজয়ী হে বিরাট, কোথা তব সীমা!
ফল্গুসম বুকে ধরি পরম কল্যাণ
নির্মম সংহার মূর্তি করেছ প্রকাশ,
রুক্ষ শীর্ণ শুষ্ক শীত বিশীর্ণ কঙ্কাল
তব অন্তর্ধ্যানে জাগে জীবন আভাস।

১০।১২।৪৯

## চাওয়া-পাওয়া

পশ্চিমের ঐ মাঠের শেষে শূন্য শিমুলগাছে
একটি দুটি কাক বসেছে শালিক ফিঙে নাচে,
রাখাল ছেলে চরায় গরু তাকায় শূন্যপানে
রিক্ত শিমুল রুক্ষ মাঠের নীরবতাই জানে!
সেদিন দেখি, ভোরের বেলা হঠাৎ হ'ল এ কি,
প্রভাত রবির রক্তরাগে স্নান করেছে সে কি!
ছাই-চাপা তার মনের আগুন আজ কি পেল ছুটি
ফাগুন-দিনের সমস্ত রঙ নিয়েছে সে লুটি!
শূন্য ডালে কে জড়ালো রক্তবরণ রাখি
মনের সুখে তারই বুকে গাইছে বনের পাখী।
ডালে ডালে বাঁধনহারা কেবল ফুলের ঘটা
আগুন-রঙা ফাগুন রঙের মন-মাতানো ছটা,
পত্রহীন ঐ শীর্ণ গাছের শূন্য ডালে ডালে
নির্মম শীত ত্যাগের তিলক পরিয়েছিল ভালে।
শূন্য মাঠের বুকের 'পরে শূন্যতার এক ছবি
আপন মনে এঁকেছিল সবভোলা কোন্ কবি!

বর্ষশেষে তপ্ত বেশে এল ফাগুন-হাওয়া
রিক্ত ডালের অন্তরে তাই জাগল চাওয়া-পাওয়া।
গোপন যত মনের নেশা জাগল রাঙা রঙে
ডালে ডালে উঠল জেগে ফুল-ফোটানোর ঢঙে।
একই ছবি বছর বছর এমনিতর আসে
শীতের শেষে সুধায় ভরি জীবন উচ্ছ্বাসে।
ঐ যে হোথায় ন্যুব্জদেহ চলেছে এক জরা
নুয়ে-পড়া দেহটি ওর ব্যাধির বোঝায় ভরা।
যে শীত এল ওর জীবনে গেল না আর ফিরে,
ফাগুন আবার এল ফিরে বনান্তেরে ঘিরে।

১০।৪।৫০

## হে বসন্ত

ওগো জীবনের দূত, যৌবনের তোল জয়ধ্বনি
মৃত্যুর মূর্চ্ছনা ভেদি তোমার জীবন্ত কণ্ঠ উঠে যেন রণি।
মৃতা ধরণীর বুকে, ওগো আনন্দের মিতা,
ঢালো তব সঞ্জীবনী সুধা,
তোমার মোহনমন্ত্রে ঢালি প্রাণ রন্ধ্রে রন্ধ্রে
নব ছন্দে জাগাও বসুধা।
অমৃত পরশ লভি শুষ্ক তরু উঠুক মঞ্জরি,
আবার বসন্ত বনে ভ্রমরা আকুল মনে উঠুক গুঞ্জরী
শীতের নির্ম্মম ঘাতে বিশীর্ণ বনানী
প্রাণছন্দে উঠুক উচ্ছলি
নবীন প্রেরণা লভি তোমার মায়ায়
গন্ধে বর্ণে উঠুক আকুলি।
বনতল রেখো না বন্ধুর, ঢেলে দাও শ্যাম শ্যামলিমা
জীবন-মাধুর্য ঢালি মুছে দাও বনান্ত ম্লানিমা।

ওগো নন্দনের দূত, অমৃত আন হে বহি
স্থন্দরের আন হে সংবাদ,
মৃত্যুভয় মুছে যাক, সর্ব দ্বিধা ঘুচে যাক,
চ'লে যাক যত বিসংবাদ।
এস হে বরেণ্যরূপী, জীবনের জয়মালাখানি
পরাও বস্থধা-বক্ষে, হে প্রেমিক, নিজ হাতে আনি।
জ্বলুক নবীন আলো, হাস্থক এ ধরা
ল'য়ে তার ঐশ্বর্যের ডালি,
হে বসন্ত, অভিষিক্ত কর তারে
আনন্দের আশীর্বাদ ঢালি।

।৪।৪৬

## এসেছে ফাল্গুন

এসেছে ফাল্গুন—
ফুলধনু পঞ্চশরে ভরি লও তূণ
দিকে দিকে নব জীবনের বরদানে
হে তরুণ এস তুমি যৌবনের গানে।
শীতের নীরস মূর্তি জাগিছে গৈরিকে
সেথা তুমি দাও বন্ধু প্রাণছন্দ লিখে।
নহে তো বন্ধুর চিরধরা
তাহারে সাজায়ে দিতে এস তুমি ত্বরা।
আন আন, হে অতনু, স্থধাপাত্র ভরি
পত্রে পুষ্পে বস্থন্ধরা দাও হে আবরি।
অমৃত পরশ লভি মুছে যাক দাহ,
গন্ধে বর্ণে জীবনের আস্থক প্রবাহ।
আসে যে ফাল্গুন
পূর্বাচলে নবরাগে জাগে বালারুণ।

কমলিনী-প্রিয় ডাকে, তোলো, মুখ তোলো,
পুলকে শিহরি সখি পুষ্পদল খোলো।
অনাদি তরুণ আসে মাতি ছন্দে গানে
তাহারে সাজায়ে দাও আজি আত্মদানে।
তোলো জয়ধ্বনি
প্রকৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রাণস্পর্শ উঠুক রণনি।
যাহা শুষ্ক যাহা ম্লান ধূলিতে বিলীন
মৃত্যুর কালিমা নাশি এস হে নবীন।
নবজন্ম-অভিসারে মুছে যাক ধরা
তোমার অভয় লভি ধন্য হোক এই বসুন্ধরা।
এস হে ফাল্গুনী
প্রতীক্ষিয়া আছে বিশ্ব পল গনি গনি,
বেপথু দক্ষিণা তুমি ল'য়ে এস ফুলগন্ধভার,
প্রকৃতির মর্ম হতে উচ্ছ্বসিত উঠুক ঝঙ্কার।
মদন বসন্ত এস নিত্যসাথী লীলাসহচর
আনন্দের বরদানে ভ'রে তোলো ধরণীর ঘর।
বরমাল্য আনো
নব অতিথির লাগি অর্ঘ্যথালি রয়েছে সাজানো।
জীবনের জয়গানে দিকে দিকে জাগুক কাকলি
বিশ্বের-বিরহী হিয়া রহি রহি উঠিছে আকুলি,
মধুপ গুঞ্জনমত্ত মুগ্ধ অলি হয়েছে উতলা
যা কিছু সুন্দর নিয়ে পূর্ণ হোক ফাল্গুনের ডালা।

১২।৪।৫০

# দ্বারে দিল ডাক

ফাল্গুন যে দ্বারে দিল ডাক,
ক্ষয় ক্ষতি নিত্য চিন্তা
ক্ষণতরে আজি বন্ধ থাক্।
হৃদয়ের মর্মে দিল নাড়া
সমস্ত নিখিলে হেরি
আজি আমি এ কোন্ ইশারা।
সন্ন্যাসী শীতের আজি শেষ—
সেই বার্তা বুকে ধরি
ধরিত্রীর আজি নব বেশ।
মদন-বসন্ত-সখা এস ধরণীতে,
পঞ্চশরে নাড়া দাও
এ বিশ্বের অণুতে অণুতে।
হয়তো মুহূর্ত সখা ক্ষতি কি তাহায়
তাই ল'য়ে ধন্য হব
মুগ্ধ রাতে আজি দুজনায়।
পলাশে শিমুলে হরি অরুণের আলো
দিকে দিকে দিশাহারা
রক্তরাঙা আগুন ছড়ালো।
কৃষ্ণচূড়া করবীর ঘুম আজ ভাঙা
কৃষ্ণকলি ডাকে অলি
বসুন্ধরা বর্ণে বর্ণে রাঙা।
পুষ্পে পর্ণে গন্ধে বর্ণে কি অপূর্ব এ কি।
মনোহরা হ'ল ধরা
দিকে দিকে অভিসার দেখি।

মদিরা করাও পান জাগুক পিপাসা
হে অতনু ! তনু ধরি
পূর্ণ কর প্রেমিকের আশা।
দোলাও যুগল-গলে তব কণ্ঠহার
রতি সঙ্গে মাতি রঙ্গে
আন উপহার।
এস সখা, আজি জয়গানে
একটি নিমেষ শুধু
পূর্ণ হোক মধুর মিলনে।
ধন্য সখা কর এই দিন
বসন্তের বরদানে
পুরানো নবীন
দূরে ঠেলি পুরাতন জীর্ণ আবর্জনা
এস তুমি হে পথিক
পায়ে দলি বেদনা ভাবনা।
অনাদি পুলক বার্তা ছুটে যাক দিকে দিগন্তরে
অমৃতের পাত্র হাতে
বসন্ত জেগেছে আজ পর্বতে প্রান্তরে
হাসে ধরা নব জীবনের বরদানে
পালায় গম্ভীর শীত
মুখরিত যৌবনের মুগ্ধ গানে গানে।

১৫।৪।৫০

## চৈতালী

কিংশুকেরই রক্তরাগে
চৈতালীর ওই ছন্দে জাগে
বাবলা-বনের গন্ধে ভিজে
মন-ভোলানো সুর।
আম-মুকুলের ফুল্লফুলে
মত্ত মধুপ আজকে বুলে
মানব-মনের পাগল জাগে
আনন্দ ভরপুর।
অরুণ-রাঙা রঙের ছটায়
অশোক শিমুল আজ কে ফোটায়,
এল কি সেই বৃন্দাবনের
প্রেমের মধুপুর ?
পলাশবনের গুঞ্জরণে
কে উদাসী আপন মনে
বাজিয়ে গেল বাঁশের বাঁশির
মন-ভোলানো সুর !
বিল্বপাতায় তরুণ লীলা
আকাশে আজ নীরব নীলা
কোন্ বিরহী কিসের নেশায়
মাতায় জগৎপুর !

।৪৮

## গাঁয়ের মায়া

পল্লীবুকে শ্যামস্নিগ্ধ বিটপীর ছায়
পথপাশে ছোট মোর একটুকু নীড়—
একান্ত আপন সে যে এ বিশ্বে আমার
স্মৃতি তার চিত্তে জাগি করিছে নিবিড়।

কত রাজ-অট্টালিকা ধনীর প্রাসাদ
ক্ষণিক কুহেলী তারা ভরে না নয়ন—
ঘুরিলাম দেশে দেশে বিবাগী হৃদয়ে
কোনো তীর্থে ঘরভোলা ভরিল না মন।
ক্ষণে ক্ষণে কেন জাগে করি আনমনা
সামান্য সে দীনতম ছোট গৃহখানি,
উদাসী মধ্যাহ্ন কেন করিছে বেপথু
কার লাগি হাহাকার তা তো নাহি জানি।
হৃদয়ে গোপনে কেন একান্তে নিরালা
থেকে থেকে জেগে ওঠে একখানি ছবি,
কাহার মহিমা-গান গাহিছে নীরবে
একেলা আপন মনে এ অন্তর-কবি।
দীনতম গৃহাঙ্গণ শ্যামশান্তি ছায়া
আমি তার রূপমুগ্ধ নগণ্য চারণ,
চির-চাওয়া কোথা মোর পল্লী-মার কোল
স্নেহধন্য বুকে তার যাচি রে মরণ।
কোথা সেই শৈশবের বুড়ো শিবতলা,
আজও কি বসে রে সেথা গাজনের হাট!
কোথায় সে মধুমতী বালুময় তীর,
আঁকাবাঁকা ঝোপেঝাড়ে ভরা ঘাটবাট!
কোথায় রে হানাদীঘি তলহীন জল
গাঁয়ের বিস্ময় সে যে রচিছে কাহিনী,
অথৈ অতল তার কোন্ স্বপ্নে ছাওয়া
জলবধূ বুঝি সেথা বাজায় কিঙ্কিণী।
ভয়ে ভয়ে পায়ে পায়ে দিয়ে উঁকিঝুঁকি
চঞ্চলা কিশোরী এক ফিরিত যে সেথা,
মোর মাঝে সে কিশোরী কোথায় হারাল!
তবু সে বিস্ময় রচে স্বপনের কথা।

মনে নাই কতদিন ছেড়েছি সে গাঁয়
তবুও যায় নি মুছে কাঙ্ক্ষিত সে রূপ,
আজিও নয়ন মোর দেখিছে স্বপন
জননী-বন্দনা-রতা ছবি অপরূপ।
ওই তো তুলসীতলা মা জ্বালে প্রদীপ,
আমি পাছে ছোট মেয়ে জুড়ি দুই কর।
মোদের মঙ্গল লাগি করিছে কামনা
জননীর স্নেহচিত্ত কি মাগিছে বর?
উৎকণ্ঠিতা নিশিদিন কাহাদের লাগি
আপন ভাবনা সব কে দিল বিলায়ে।
সকলি গিয়েছে আজ একে একে চলি
স্মৃতিটুকু আজও শুধু যায় নি মিলায়ে।
সর্ব কর্ম অবসানে জীবনের শেষে
ব্যাকুল হয়েছি যেন নীড়মুখী পাখি,
যেন রে পেয়েছি ছুটি তাই ছুটে চলি
দিনান্তে গাঁয়ের পথে পথধূলা মাখি।

৯।১১।৫০

## বন্দী বিহগ

ওগো খাঁচার পাখি! ও ছোট পাখি!
স্বপন দেখাই সার,—
নীল নভতল করিছে উতল
কাঁদায় আশা ওড়ার।
মাথা কুটে মরে, খোলে না দুয়ার,
বন্দী বিহগ কাঁদে—
এ খাঁচা ভাঙার শক্তি কোথায়
জড়িত জটিল ফাঁদে।

আনচান প্রাণ ঝটপটি ডানা
ব্যর্থ আতুর লাজে
হয় না কিছুই পাখনা-ভাঙার,
বেদনাই শুধু বাজে।
যে জীবন তুমি, ও খাঁচার পাখি,
ফেলিয়া এসেছ দূরে,
শুধু হাহাকার তাহারে তো আর
পাবে না গো তুমি ফিরে
বনের সবুজ নয়নে তোমার
আকুল তিয়াষ তোলে
হয়ে আনমনা খাঁচার জীবন
বন্দী বিহগ ভোলে।
প্রভাতের আলো দখিণা বাতাস
আকুল আকুতি আনে,
ঝটপটি ডানা পায় না ঠিকানা,
শুধু পরাভব মানে।
দূরের বন্ধু ডাক দিয়ে যায়,
অসীম সে নভচারী
করে হায় হায় কি করে উপায়
পায় না ঠিকানা তারই।
আসে বসন্ত ওই বনে বনে
লাগায় রঙের দোল,
মিলনের আশা শুধু ভালবাসা
ছড়ায় আপন-ভোলা।
নীড় রচনার জাগিছে প্রেরণা
কই সে জীবনসাথী ?
মাথা কুটে মরে বন্দী বিহগ
সমুখে আঁধার রাতি।

এই বন্ধনময় খাঁচার জীবন
রোদনে উঠেছে ভরি,
থেমে গেছে মোর জীবন-প্রবাহ
দুরাশায় তবু মরি।
আমার মৃত্যু আমি যে দেখেছি
তিলে তিলে দিনে দিনে,
ছিঁড়ে গেছে সব আনন্দ তান
আমার জীবন-বীণে।
পোষমানা ডানা উড়িতে ভুলেছে,
ভুলেছি বনের বুলি,
দূর বনপাখি ডাক দিয়ে যায়
প্রাণ ওঠে চঞ্চলি।
খর বৈশাখে বনে বনে জাগে
কালবৈশাখী ঝড়
করে তচনচ ভেঙে দেয় বাসা
কে যেন ভয়ঙ্কর!
তবুও খাঁচার সস্তা আরাম
হ'তে সে অনেক ভালো
চাই না চাই না বন্দী জীবন
ডাকে প্রভাতের আলো।
বর্ষা উতল আসে মেঘদল
মুক্ত অসীম নভে,
খাঁচার জীবন আমারে ঘেরি কি
শুধু চিরদিন রবে!
ওরা আসে যায় দূরে চ'লে যায়
মুক্তির অনুরাগী,
বন্দী বিহগ আমি কেঁদে মরি
শুধু নিশিদিন জাগি।

৩০।৩।৫১

## স্পর্শমণি

জন্ম-জন্মান্তর ধরি কার আরাধনা
মোর মাঝে জেগে আছে, এ কে বিরহিণী ?
অনন্ত আকাশে হাসে কিসের ইশারা
মনে হয় আপনারে আমি তো না চিনি !
অচেনার অভিসার যুগে যুগান্তরে
আত্মা হ'ল আত্মহারা শুনি কার বাঁশি !
এ উতলা সব ভোলা মর্মের মন্দিরে
জেগে ওঠে আজি এক অদৃশ্য উদাসী।
কে ছিল ঘুমায়ে যেন বিস্মৃতির মাঝে,
স্বপ্নাতুর আঁখি তার বিহ্বল ব্যাকুল,
সহসা হারায়ে পথ অচেনা প্রান্তরে
পথিক দিশার লাগি হয়েছে আকুল।
বার বার ভ্রান্ত করে আলেয়ার আলো,
মরু-মরীচিকা রচে কুহকিনী মায়া,
আপনারে চেনে নাই এ ব্যথা নির্মম,
নয়নে রচিয়া দেয় বিভ্রমের ছায়া।
সকল কালিমা-কালো যে পরশে সোনা
আজিও কি স্পর্শে নাই সে পরশমণি,
হেরিতে উদিত ভানু পূরব অচলে
এখনো কাটাতে হবে পল গনি গনি।
প্রতীক্ষিতা শবরীর ধৈর্য ল'য়ে বুকে
আসিবে আসিবে এই ব্যাকুল তিয়াষে,
জরাজীর্ণ দেহ ক্ষীণ প্রিয়পথ চাহি
তবুও যায় না আশা তবে তো সে আসে।
ধন্য পথ-চাওয়া আঁখি প্রিয়-দরশনে
অমৃত উথলি উঠে হৃদয়-মন্দিরে,

মুকুলে মুকুলে ছায় মর্মের কানন
আনন্দ গুঞ্জন ওঠে জীবনেরে ঘিরে।

৬।১২।৫০

## বিপ্লবী

ধরিত্রীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে তোলো জয়ধ্বনি
বিপ্লবের রুদ্ররব উঠুক রণনি—
অট্টহাসে মহোল্লাসে হাস মহাকাল
ছড়াইয়া দিকে দিকে রুক্ষ জটাজাল।
গোপনে বহন করি মন্দাকিনীধারা,
প্রাণের প্লাবনে ভরি জীবন-সাহারা।
অনাগত ভবিষ্যের দূর পদধ্বনি
বিপ্লবী যে চলিয়াছে রাত্রিদিন শুনি।
আঁধার তিমির নাশি আলোর আভাস
দিব্য চোখে দেখে তাই জাগে মৃদুহাস,
বাধাবন্ধ দৃঢ় করে করিবারে দূর
যা কিছু কালিমা-লিপ্ত অসত্য ভঙ্গুর,
হে বিপ্লবী, ধ্বংস কর, বলদৃপ্ত পায়
তোমার পৌরুষতলে ঘুচুক অন্যায়।
ক্লেদাক্ত পঙ্কিল বাধা থেমে যায় রথ
বিভ্রান্ত পথিক জনা ভুলে যায় পথ,
জীবনের স্তরে স্তরে ভরি উঠে গ্লানি
তখনি তো আস তুমি, জানি, বন্ধু জানি,
ফল্গুসম বুকে ধরি পরম কল্যাণ
মহাসৌম্য সুন্দরের তুমি কর ধ্যান,
দৃপ্ত তেজে দগ্ধ কর যত আবর্জনা
তোমার দুর্গম পথে নাহি মান মানা।

সর্ববাধা অন্তরায় দুঃখ করি দূর
তুমিই রোপন কর নূতন অঙ্কুর।
রূপে রসে ভ'রে দিয়ে পথের দু ধার
বলদৃপ্ত খড়্গাঘাতে ভাঙি অন্ধকার।
বিপ্লবী বহিয়া আনে নব প্রাণধারা
অমৃতের অগ্রদূত নহে মৃত্যু তারা।

৩।১।৫১

## রূপহীনা

প্রাণের তো রূপ নাই, প্রেম দেহহীন,
আমারে বঞ্চিল সখা আমারই এ দেহ,
এ দুঃখের অন্ত কোথা। কোথায় সান্ত্বনা
স্নেহময়ী ধরণীতে নাই মোর গেহ।
রূপহীনা নহে প্রেমহীনা বোঝাই কেমনে,
সেথাও যে সঙ্গোপনে জাগে কত আশা।
তারও প্রাণ পূজা চায় শাশ্বত প্রেমের
হয়তো বা মনে রাখে একটু প্রত্যাশা।
প্রেম ও রূপের এই দ্বন্দ্ব-পারাবারে
আত্মা হ'ল প্রাণহীন বোবা বেদনায়,
অন্তহীন মহাসিন্ধু এ অশ্রু-পাথারে
একেবারে ভুলে যেন যাই আপনায়
সুখ দুঃখ দোলা লাগে চির অনুরাগে।
এ কুঞ্জেও কুহু তোলে বসন্তে কোকিল,
বিরহী শ্রাবণ আসে হেথাও গোপনে,
বসন্তের গন্ধে ছায় আমারও নিখিল।
শরতের আলোছায়া মনে রচে মায়া
আনমনা কেঁদে মরে পিউ-কাঁহা পাখি।

এ হৃদয়েও সঙ্গোপনে গেঁথেছিল একা
মর্মের মুকুল তুলে প্রেমরাঙা রাখি।
অহরহ বুকে মোর বেজেছে যে কাঁটা
রক্ত তার কোনদিন হয় নি ক্ষরণ,
সে বোঝা করেছে ভারী মোর মর্মতল—
ওগো বন্ধু, আজি তাই করি যে স্মরণ।
রূপ কি অরূপ নাই নয়নে তোমার
এস প্রাণে প্রেমমুগ্ধ মানস মধুপ,
অনাদি কিশোর তুমি বাজাও মুরলী
শুধুই কি ব্যর্থ হবে মোর জ্বালা ধূপ?
তোমার সৃজনে শুধু পলাশের পূজা
চামেলি-হেনার গন্ধ সে কি আবর্জ্জনা!
রূপমুগ্ধ ভ্রান্তদৃষ্টি নহে তো সবাই
ভ্রমর কি ভুলে যায় ফুলের বেদনা!
হৃদয় চায় যে দিতে আপনা বিলায়ে,
অভিমানী আত্মা কাঁদে মূঢ় অহংকারে,
ভেঙে যাই মুছে যাই তবু যে পারি না,
আকুল হৃদয় তাই ডাকি বারে বারে।
ওগো কৃষ্ণ রূপহীন, হে মহা অরূপ,
তুমি বিনা মোর মান বল কেবা জানে!
চরণে দলিত মোর হৃদয়-মাধুরী
ঝ'রে-যাওয়া এই ফুলে পূজিব কেমনে!
তবুও জানি যে, বন্ধু, তুমি প্রেমময়,
সকল অপূর্ণে তুমি পূর্ণ করি লও,
ব্যর্থ এ যৌবনে সখা আমার জীবনে
প্রভাত রবির সম শুধু জেগে রও।

১৫।৯।৫০

# চলার পথে

চলার পথে পদে পদে বাজবে পরাজয়
তবেই তো রে দেবতা প্রাণে উঠবে জাগি রে
আঘাত যত গভীর ততই সফল হবে জয়
ঘরের বাঁধন ছিন্ন করি চলবি বাহিরে।
সুখের আশায় ঘরের কোণায় করলি অনেক মায়া,
রিক্ত তারা করল কি তোর চিত্তে প্রেমের ডালি।
তারা কি তোর ভোরের আলোয় ফেললে কালো ছায়া,
ভয় কি এবার, চল্ রে হৃদয়, সত্য প্রদীপ জ্বালি।
তুচ্ছ স্নেহ আতুর ওরে, হায় রে অভাগা,
হেথায় কোথায় স্বর্গ-আলো পাবি!
থাকতে সময় জীবনে তোর উষার হাসি জাগা
ভুলের বিষম গণ্ডগোলে হারিয়ে বৃথা যাবি।
মিথ্যা খেলায় মাতিস না রে পাগলামি তোর থামা
ভুলের লহর আসবে ছুটে ভাঙন জোয়ার তুলি,
অনেক হ'ল আর কেন রে এ বোঝা তোর নামা।
সবহারা তুই আয় চ'লে আজ, আয় রে বাঁধন ভুলি।
রুদ্ধ ব্যথার আঘাতে কি চিত্তে মুকুল ফুটল না
গন্ধ কি তোর গুমরে কেঁদে মরে!
বৃথাই কি বীজ করলি বপন ফসল বুঝি ফলল না,
তাই কি ব্যথায় হৃদ-কমলের পাপড়ি ধূলায় ঝরে?
দেবতা জাগেন চিত্ত মাঝে অনেক বেদন দানি
তাই ব'লে কি, ওরে আতুর, মানবি পরাজয়!
হয়তো কভু আশার প্রদীপ জ্বলবে না তা জানি,
তাই ব'লে কি এগিয়ে যেতে মানবি মনে ভয়!
মাটির মায়া দু হাত তুলি ডাকবে বারে বারে,
রক্তে যে তোর মাটির ধ্বনি সর্বক্ষণেই বাজে,

হয়তো এ তোর ভাঙা তরী ভিড়বে কিনারে
পরম পিতার আশিস্ যে তোর জাগে সকল কাজে।
২৭।১।৪১

## জাগরণ

দু ধারে সরায়ে পথের আঁধার
সম্মুখে রচি আলো-পারাবার
জাগিয়া উঠিল দিনের দেবতা
নব উৎসবে মাতি।
এ জগৎ হ'তে নিরাশার বাণী
নীরব হয়েছে করি কানাকানি
দ্বিধা করিবার কিছু নাহি আর
ঘুচিল আঁধার-রাতি।
বহি আনন্দ উচ্ছল ভার
বনের বিহগ ডাকে বার বার
জগৎ প্লাবিয়া উঠিল বাজিয়া
আজি জাগরণ-বাঁশি।
নবীন পান্থ পথের নেশায়
ছুটে বাহিরায় বিহ্বলপ্রায়,
আশার আলোক-ভরা প্রাণে তার
উছলে পুলকরাশি।
কল্প কুহক অজানা ওপারে
কে যেন কে তারে ডাকে বারে বারে
মনে মনে ভাবে পান্থ পাগল
ওপারে যাবেই যাবে।
রাতের স্বপন ব'লে গেছে তারে
নব নব আশা ফলে পরপারে

তাই সে পাগল ছুটেছে মত্ত
আপনা বিভোর ভাবে।
দুর্গম পথ বিপদসিন্ধু
আশা ঢালে প্রাণে পুলকবিন্দু,
সে যে চলিয়াছে জয়যাত্রায়
কুড়ায়ে আনিতে সোনা।
ভুলেছে আপন ভুলেছে বিশ্ব
ভুলেছে এ কথা সে মহানিঃস্ব
আছে শুধু তার পথের দু ধার
কল্পনা-জাল-বোনা।
প্রভাতের রবি দেখায়েছে পথ
পূর্ণ করিতে নিজ মনোরথ
ছুটেছে সে আজ ভুলি ভয় লাজ
সে কোন্ আকুল ডাকে!
আকাশ আলোক ডাকে যেন তারে
ডাকে যেন নীল জলধি তাহারে
ডাকে উতরোল তরঙ্গদল
কে তারে ফিরায়ে রাখে!
যদি বা ঘনায় ঘন বাদল
পরাণে বাজিবে জয়-মাদল
মরণ-ভোলানো ঢেউয়ের দোলায়
যাবে সে অচিন পারে।
পথে যদি আসে প্রলয় তুফান
তবু শুনিবে সে মহা আহ্বান
অজানা ওপারে রতন কুড়ায়ে
আনিবে সে ভারে ভারে।
মহাসাগরের অট্টহাসিতে
বাদল-নটীর চমক চকিতে

মহারজনীর কালো-ঝঞ্ঝায়
দেখাইবে পথ আশা।
শুধু ছুটে চলা শুধু জাগরণ
সন্ধ্যাবিহীন আলোর জীবন
পাওয়ার নেশায় ভরা প্রাণমন
মুখে বিজয়ীর ভাষা।

১৬।৬।৩৮

## অনাদি কিশোর

সুন্দর মোর, একা পথ চলা বুঝি বা আঁধার হ'ল
তাই মনের দেউলে বেদনা-বীণায় তোমারই রাগিণী তোল।
পরম দুখের চরম সুখের তোমার বাঁশরী আনি
বাজাও আমার মনোমন্দিরে, হে কিশোর, প্রেমবাণী।
কিছুই বুঝি না, এ পথ অজানা আসিছে রাত্রি ঘোরা
সদা পরবাসী মোরা যে প্রবাসী, এস এস মনচোরা,
ভাঙা-গড়া হাটে আসা-যাওয়া লীলা চিরদিন এ কি খেলা,
ওগো খেলোয়াড়, মানব সাজায় তোমার খেলার মেলা।
হাসাও কাঁদাও পিছু না তাকাও এই আছ এই নেই,
অনাদি অসীম বিরহ-রাগিণী চিরদিন বাজিবেই।
আজ যাহা চাই কাল নাহি পাই, কিছু নাই এই ভবে।
শুধু চিরদিন সদা অমলিন তোমার বাঁশরী রবে।
মাটির এ দেহ কত মায়াময় সযতনে ধ'রে রাখা
নিতি কত আশা কত ভালবাসা মনের মানসে আঁকা।
হাসি গান ল'য়ে মন মোহ ব'য়ে কত বসন্ত আসে,
প্রথম জীবন নবীন পন্থ ভ্রান্ত পান্থ হাসে।
এ মাটির দেহে জাগে কত প্রেম আহা কিবা মরি! মরি।
তৃষার্ত প্রাণ প্রেম-নির্ঝরে পান করে প্রাণ ভরি!

অমৃতে গরল গরলে অমৃত বৃথা সুখ বলি কারে
নিতি খেলা করে মানব-শিশুরা এ জগৎ-পারাবারে
কার কথা কয় হেথা বনময় বনান্ত মর্ম্মর
ছুটিয়া তটিনী তোলে কোন্ ধ্বনি কিবা গায় নির্ঝর।
প্রভাত অরুণ কার কথা কয় পুলকে ভুবন ভরি
বৈতরণীর কোন্ কাণ্ডারী সদা খেয়া দেয় তরী,
শুধু পারাপার করা কাজ যার সে কেমনতর নেয়ে।
কার কথা ভাসে আকাশে বাতাসে প্রভাতের হাসি ছেয়ে।
এই আছে প্রাণ, কত হাসিগান, এই আর কিছু নাই।
এ মহা জটিল কার খেলাঘর শুধু ব'সে ভাবি তাই।

২৫।১২।৪২

## ব্যর্থ প্রতীক্ষা

সারাটা দিন কাটল যে মোর অধীর প্রতীক্ষায়,
বন্ধু আমার, তোমার পথ চেয়ে
এবার সন্ধ্যা হ'ল ঘনিয়ে আসে রাতের অন্ধকার,
ক্লান্ত মাঝি দিনের খেয়া বেয়ে।
নানা লোকের আনাগোনা কতই হ'ল দেখাশোনা
কাণ্ডারী গো, এস এবার পারে,
এমনি ক'রে আর কতদিন বৃথাই ব'সে গণিব দিন,
এমনি খেলা আর কতবার খেলব বারে বারে?
ভোর না হ'তে এলেম ছুটে ভাঙা পিছল ঘাটে,
প্রভাত রবির ঘুম ভাঙে নি যবে,
অরুণ উষায় চুপে চুপে চিরন্তনী মায়ায়
নীরব ভাষায় প্রেমের কথা কবে।
অচেনা সে নববধূর রাঙা বসনখানি
ছড়িয়ে কে যায় পূর্বাচলের পারে

সেই লগনে তোমার প্রতীক্ষায়
এসেছিলেম এই মোহনার ধারে
জাগে নি গো ভোরের পাখি, এনেছিলেম রাঙা রাখি,
অবহেলায় সে রাখি মোর ধূলায় পড়ি লুটে।
ভোরের পাখি দিনের শেষে শ্রান্ত পাখায় গেল ভেসে,
নীলাচলে একটি ছুটি উঠল তারা ফুটে।
সারাটা দিন এল গেল যতই খেয়া তরী
ভাবি বুঝি এল সে মোর এল,
কাছে এলে তাকিয়ে দেখি এদের মাঝে আছে সে কি,
প্রতীক্ষা মোর বৃথাই কি আজ হ'ল!
মনের ভাষা আমার মুখে ফুটল বুঝি গভীর দুখে
রহস্যময় দৃষ্টি হানি গেল পথিক জনে
মোর দুরাশা তাদের মাঝে খুঁজল তোমায় নানা কাজে,
আমায় দেখি কি কৌতুকে হাসল তারা মনে।
আমায় নিয়ে, ও খেয়ালী, এ কি তোমার খেলা,
আমায় কত ভাঙবে বারে বার!
দিন ফুরাল সন্ধ্যা হ'ল এল যাবার বেলা
এমনি খেলা খেলবে কত আর?
গর্ব আমার গেল টুটে, বিজয়মালা ধূলায় লুটে,
আমার বলি কিছু তো নাই বাকি।
নানা লোকের হট্টগোলে কেটেছে দিন গণ্ডগোলে,
পথিক জনায় আমায় গেল ডাকি।
পান্থশালার অতিথ সাজি কাটল অনেক দিন,
দেওয়া-নেওয়ার শেষ তো নাহি হ'ল।
রিক্ত আপণ শূন্য ঝাঁপি, ওগো কর্ণধার,
এস নিঠুর এবারে যাই চল।
রাতের আঁধার চুপে চুপে ডাকে আমায় মরণ-রূপে,
শ্রান্ত তনু নয়নে ঘুম আসে,

এস এবার খেয়া দিয়ে যাত্রা করি তোমায় নিয়ে
শেষযাত্রার একান্ত আশ্বাসে।
এই জীবনের নানা কাজে সুখ খুঁজেছি সবার মাঝে
অন্তর তায় তৃপ্ত নাহি হ'ল।
এবার আমায় চুপে চুপে অতল অসীম গভীর রূপে
সর্ব শেষের শেষকথাটি বল।

৫।৭।৩৮

## পিউ-কাহাঁ পাখি

একাকী এ রাকা রাতে, ওরে তুই পিউ-কাহাঁ পাখি,
বিরহী আত্মার সম কার খোঁজে যাও বৃথা ডাকি!
কার যেন অশরীরী মায়া অতৃপ্ত পিয়াসভরে খুঁজে ফিরে সাথী,
দিক হ'তে দিগন্তরে স্তব্ধ হয়ে আছে কি রে স্বপ্নভরা রাতি?
ওরে পাখি, তোর লাগি কেহ কি রে সাজায় নি প্রেমের অঞ্জলি
আশাহীন শ্রান্তিহীন কেন তুই নিত্য দিন ডেকে যাস চলি!
ঐ তোর মোহময় ডাকে মোর চিত্তে ওঠে জাগি এ কোন্ বিরহী
রাত্রিদিন তৃপ্তিহীন 'পিউ-কাহাঁ! পিউ-কাহাঁ!' ডাকে রহি রহি।
ওরে পাখি শোন্, কোথা সে বকুলবীথি কলনাদী নদী-
আলাপন
অন্তরে তাকায়ে দেখি, আমার হয়েছে এ কি সে আমি এমন!
কভু মনে হয়, আসে প্রিয় নিঃশব্দ চরণ ফেলি একা পায় পায়
সন্ধ্যার তারাটি সাথে স্তব্ধতার রূপে রাতে প্রভাতে উষায়।
চমকিয়া উঠি জাগি তারই লাগি নিশি জাগি পিউ-কাহাঁ পিউ-
কাঁহা ডাকি,
ওরে পাখি, কাছে আয়, একা যে পারি না হায়! এ পথে কি
চলা যায় নিঃসঙ্গ একাকী!

খুঁজিতে জীবনসাথী ভিক্ষার অঞ্চল পাতি শূন্য বুঝি র'য়ে গেল
ঝাঁপি।
তাই তো পারি না হায়, পথ চলা হ'ল দায়, বিরহী উঠেছে
জেগে দিগ্বিদিক্ ব্যাপি।
১০।১১।৪৩

## জীবন-মধ্যাহ্ন

জীবন মধ্যাহ্ন হ'ল, সূর্য নামে পাটে,
তরী মোর জীর্ণ হ'ল ফিরি ঘাটে ঘাটে।
তবু বুঝি নাহি হ'ল সন্ধানের শেষ—
এ পথ কি সীমাহীন অনন্ত অশেষ?
সফল সাধনা মোর হবে কত দিনে
অন্ধকারে চলি কত পথ চিনে চিনে!
সঞ্চিত কালিমা যত সর্ব পরাজয়
লভিবে কি সেই ক্ষণে পরম নির্ভয়?
সমস্ত মহিমা মোর এই মোর উৎকণ্ঠিত আশা,
সুন্দরের স্বপ্নে হারা পরিপূর্ণ এই ভালবাসা,
এমন আকুল-করা সর্বনাশা উদ্দাম উতল,
এ প্রেম পাথার মোর অনন্ত অতল।
খুঁজে খুঁজে ফিরি শুধু সে পরশমণি
জন্ম-জন্মান্তর মোর ধন্য করি দিবে যে আপনি
২।১।৪৮

## শুভলগ্ন

কোন্ শুভলগ্ন এল হৃদয়ের দ্বারে,
এ কোন্ অমৃতরসে পূর্ণ পাত্র মোর,
স্বর্গের দাক্ষিণ্য এল ধরাতলে নামি,
অমর্ত্য আনন্দ গানে হৃদয় বিভোর।

পুষ্পে পুষ্পে মঞ্জরিল মোর কুঞ্জে লতা,
উদিল পূর্ণিমা চাঁদ আমার গগনে,
জন্ম-জন্মান্তর মোর ধন্য হ'ল আজি,
জনম সফল মম একটি লগনে।
পথে যেতে আনমনা হ'ল অঘটন
ছুঁয়ে গেল কোন্ স্পর্শমণি
নয়ন চিনিল তারে সবই হ'ল সোনা,
হৃদয়ের পরিচয় নিল সে আপনি।
বাঞ্ছিত সে আসিল কি মোর দ্বারে আজ—
শুভদৃষ্টি হ'ল এত দিনে,
একত্রে আছিনু শুধু চিনি নাই তারে,
এতদিনে এ অন্তর নিল তারে চিনে
মূক আজি সর্ব দ্বন্দ্ব-দ্বিধা মোর আপনি ঘুচিল
কুণ্ঠিত হৃদয় আর নাহি দিল বাধা,
মিলন মাধুরী জাগে হৃদি-বৃন্দাবনে
তৃপ্ত হ'ল এত দিনে বিরহিণী রাধা।

২০।১২।৪৭

## স্বাগতম্

হৃদয়-মাধুরী দিয়ে রচেছি বাসর,
এস বধূ, এ তোমার আপনারই ঘর,
এর প্রতি ধূলিকণা লও তুমি চিনে,
রেখো এরে পূর্ণ করি সুদিনে দুর্দিনে।
একান্ত নিভৃতে জাগা প্রথম প্রণয়
পরম অমৃত ভরা সামান্য এ নয়!
সমস্ত মহিমা মোর সকল প্রত্যাশা
পাবে তার প্রতিদান—জাগে এই আশা।

পুলকে কম্পিত করি মোর ভীরু হিয়া
উদ্ভাসিয়া প্রাণালোকে এস তুমি প্রিয়া,
এস বধু, ধীরে ধীরে নূপুর গুঞ্জরি
অন্তর নিকুঞ্জে মোর ফোটায়ে মঞ্জরী।
প্রেমের প্রদীপ জ্বালি একান্তে নিভৃতে
অয়ি মোর সুলোচনা, জাগো তুমি চিতে।
নিজ হাতে এন গাঁথি বরমাল্যখানি
পরম রতনে ঐ ধন্য ব'লে মানি,
আগ্রহে পরিব গলে দু বাহু বাড়ায়ে
কম্পিত ও কর হ'তে—রহিবে দাঁড়ায়ে।
লাজে অবনতমুখী অয়ি মোর প্রিয়া,
এস এ বাসরে আজ জয়মাল্য নিয়া।
হৃদয়-নিকুঞ্জ যেন কুসুমিয়া ওঠে
জীবন-মরণ-মোহ তব পিছু ছোটে।
বেঁধো মোরে প্রীতিডোরে নিবিড় বন্ধনে
মোর রচা এ বাসরে একান্তে গোপনে।
যা ছিল সুন্দর মোর কবিতা-কল্পনা
এ গৃহের ধূলিতলে রচেছে আল্পনা।
এস তুমি সেই পথে এস মোর প্রিয়া,
ও ভীরু কম্পিত করে বরমাল্য নিয়া।
ধন্য হ'ল পূজা মোর, ধন্য এ বাসর—
আশায় শ্রদ্ধায় গড়া এ তোমারই ঘর।
করিও না দ্বিধা কিছু, করিও না ভয়,
বাঞ্ছিত এ গৃহ মোর যেন তব হয়।
আপনারে রিক্ত করি এ আমার প্রাণ
প্রতীক্ষিয়া আছে, প্রিয়া, নহে প্রতিদান।
শুধু এইটুকু চায় এরে তুমি নিলে
সর্বদ্বিধা দূরে ফেলি চিত্তদীপ জ্বেলে।

## জীবন-সঙ্গীত

কেঁদো না গো প্রিয়া, কেঁদো না বন্ধু, ফেলো না অশ্রুজল,
ফিরে বসন্তে নবরূপ পাবে ঝরা এ পুষ্পদল।
থামাও অশ্রু, বাজাও বাঁশরী, খেদ কেন বার বার।
শুষ্ক শিকড়ে ফিরে ফিরে আসে জীবনের অভিসার।
মোছো আঁখিনীর, মোছো এই আঁখিজল,
গীত-সুধারসে ফোটাও তোমার চিত্তের শতদল।
গাহ বঁধু আজ, ভুলি ভয় লাজ জীবনের জয়গান
বিদায়-বোধনে বাজে রে গোপনে মিলনের আহ্বান।
শীতের বাতাস আভাসে জানায় নব বসন্ত আশা
মৃত্যুকুহেলী টুটায়ে জাগায় নব নব প্রত্যাশা।
বসন্ত আসে অমৃতে রসে নব অঙ্কুর বহি,
তারই জয়গান গা রে আজ প্রাণ নবীন মন্ত্র কহি।

## নওলকিশোর

সুন্দর তব নওলমূরতি মনোমন্দিরে রাজে
প্রেমের নূপুর তাই সুমধুর পরাণে আমার বাজে।
যে বাঁশি বাজায়ে রাধিকা ভুলালে, আঁধার করিলে আলা,
যে সুরের লাগি সকলি তেয়াগি পাগলিনী গোপবালা,
বহে যার লাগি যমুনা উজান, হে মীরার গিরিধারী,
জনমে জনমে যুগে যুগে হ'লে তুমি যুগান্তকারী।
কুঞ্জে কুঞ্জে নূপুর গুঞ্জে বৃন্দাবনে যে আজও
ধূলি-ধরণীতে প্রেমিকের মাঝে তুমিই প্রেমিক সাজো।
আঁখি আছে যার নয়নে তাহার তব বাঁকা হাসি রাজে
হেথা চিরদিন বেদনাবিহীন রহি রহি বাঁশি বাজে।

শ্যামলিয়া রূপে এস বনমালী, কুঞ্জে এস হে কালা,
মন-মালিকায় পূজিতে তোমায় ডাকিছে বিরহী বালা।
এ মন-বনের কুঞ্জে বাজাও বাঁশরি হে বনচারী,
মোহন মুরলী বাজাতে তোমার এস এস গিরিধারী।
এস মালাকার মালঞ্চে মম মন-বনফুল নিতে
হৃদয়-যমুনা প্লাবিয়া এস হে আজ বসন্ত গীতে।
এস পায় পায় ছায়ায় ছায়ায়, এস হে রাধার সখা,
পীতধড়া গায়ে নূপুর বাজায়ে শিরে ধরি শিখীপাখা।
রাখালিয়া বেশে এস হে আবার ওড়াতে গোখুরধূলি,
মন-সারিকায় শেখাবে আবার শ্রীরাধা প্রেমের বুলি।
বৃন্দাবনের কালিন্দীকূলে এস হে আবার কালা,
মথুরার রাজা এস হে আবার নিতে কুব্জার মালা।
মন-বনে মম গোধূলি উড়াতে এস হে রাখাল রাজা,
মন-রাধিকায় জাগাতে আমার যাদুকরী বাঁশি বাজা।
সর্বনাশিয়া ও বাঁশি সাধিয়া ভুলালে ভুবন ধরা,
রাধা রাধা বাঁশি বাজে লাজহীন কি মোহে ও সুরভরা।
মায়াবী ও খেলা কতই খেলালে, ভুবন ভুলালে মোহে,
হেথা যুগলের মিলন-কুঞ্জে জাগিছ তোমরা দোঁহে॥

৩।৪।৪২

## সংশয়

জানি না সাঁতার, সমুখে পাথার ডুবিবার ভয়ে মরি
বল কোথা তীর অথৈ অধীর শুধু যে অগাধ বারি।
এ অকুলে কূল দেখাতে আমায় কাণ্ডারী কোথা পাব?
ভুল করি কুল খুঁজিতে অকুলে কে জানে কোথায় যাব।
অথৈ পাথার নাচে কালো জল গরজি উঠিছে ক্ষুব্ধ,
ভয়ঙ্করের রুদ্র এ রূপে চাহিয়া রয়েছি মুগ্ধ।

আসিছে তুফান হয়ে আগুয়ান টলমলি ওঠে তরী,
না জানি সাঁতার অথৈ পাথার ডুবিবার ভয়ে মরি।
এ ঝোড়ো হাওয়ায় পাল উড়ে যায় কে ধরিবে রশিগাছি,
এ মহা আঁধারে পার করিবারে কে রহিবে কাছাকাছি ?
ছিঁড়ে গেলে পাল কে ধরিবে হাল তুফানে যে তরী নাচে,
এ মহা পাথারে পার করিবারে কাণ্ডারী কোথা আছে ?
নাই নাই তীর শুধু কালো নীর অথৈ অগাধ বারি
শুধু নীলছটা ঘোর ঘনঘটা ঘনায়েছে আজ ভারি।
এ নিশির শেষে বিজয়ীর বেশে পাব কি শ্যামল তীর,
না জানি সাঁতার সমুখে পাথার গরজিছে কালো নীর।

৭।৪।৪৩

## প্রণাম জানাই

যে প্রেম নিজেরে ল'য়ে নহে রে বিব্রত
রজনীগন্ধার মত সদা উর্ধ্বমুখী,
সেই প্রেমে চিত্ত মোর করিছে আরতি
পূর্ণতার মহামন্ত্রে সে যে চিরসুখী।
বিরহের তাপজ্বালা বিচ্ছেদের ব্যথা
দৈনন্দিন দুঃখ শোক তার যে অজানা,
জগতে কাহারো কাছে চায় না সে কিছু
সবারে বিলায়ে দেছে আপন ভাবনা।
সে প্রেমের জরা নাই, চির অচপল,
ক্ষয়-ক্ষতিহীন সে যে, নাই মৃত্যুভয়,
পরম অভয় লভি হ'ল কালজয়ী
অক্ষয় সে প্রেম তাই চির মৃত্যুঞ্জয়।
মহালগ্নে লভিয়াছি চির-স্পর্শমণি,
হৃদয়-কালিমা হ'ল সে পরশে সোনা,

প্রশান্ত মূরতি ল'য়ে জাগে বসুন্ধরা
নাই আর কল্পনার মিথ্যা জাল বোনা।
জীবন-তরণী মোর ছেড়েছে মোহানা
চঞ্চল ঢেউয়ের দোলা আজি আর নাই,
অন্তহীন জলধির মাঝখানে থাকি
জন্মদাত্রী ধরিত্রীরে প্রণাম জানাই।

২৩।৩।৫০

## আবাহন

কার লাগি আশা ক'রে চাহি জাগি
জানি না কেন যে হৃদয় বিবাগী
শুধু নিশিদিন ক্ষ্যাপার মতন
ঘুরে মরি পলে পলে।
পথ হ'ল মোর কঙ্করময়
নহে শ্যাম বীথি ছায়াতরু নয়,
এ মরুবালিতে শুধু নিশিদিন
মরীচিকা যায় ছ'লে।
এমনি করিয়া আর কতদিন
যাপিব জীবন ছায়াতরুহীন!
আর তো সহে না এ দুঃখ-জ্বালা
দাও প্রেমদীপ জ্বেলে।
ঘন পিচ্ছিল হ'ল মাঠ ঘাট
হে দিশারী মোর, নাহি হেরি বাট,
ছলনা তোমার রাখ রাখ প্রভু,
পন্থ দেখাও মোরে।

মহাপ্রেম দাও অমৃতময়
বেদনা ভাবনা হোক মধুময়
দুখের দাহনে পোড়ায়ে পোড়ায়ে
দাও মোরে সোনা ক'রে।

অনন্ত তব অমৃতধারা
ঢেলে দাও প্রভু বন্ধনহারা,
তৃষিতের মত পান করি আমি
আজ অঞ্জলি ভ'রে।

ওগো মহাশিশু, কি খেয়ালে মাতি
আপনা বিভোর থাক দিনরাতি,
অন্তরে মোর বিকশিত হও
বলিব কেমন ক'রে।

মোর সুখ-দুঃখ-মন্থন-ধন,
ছুটি তব পাছে ক্ষ্যাপার মতন
গাঁথি লও মোর মর্মকুসুম
তোমার কণ্ঠহারে।

ওগো আঁধারের পরশমাণিক,
হৃদয়-আসনে দাঁড়াও খানিক
ঝঙ্কারো মোরে বার বার প্রভু
তোমার বীণার তারে।

বল কানে কানে, আছে আছে আছে—
নীরব চরণে তুমি থাক পাছে
তোমার অরূপ এই খেলাঘরে
হারায় না কভু কিছু।

যত দেবে প্রাণ তত প্রতিদান
বিলিয়ে দেবার গাও জয়গান
নিজেরে হারায়ে পথের ধূলায়
হও তৃণ হ'তে নীচু।

অভিমানহীন সে মহা জীবনে
অমৃত পাবে মধুর লগনে
নাই তার কাছে ক্ষয় ক্ষতি লাজ।
অপূর্ণ নাই কিছু।
সব-কেড়ে-নেওয়া এ মহা লগন
মুক্তির রসে হৃদয় মগন
বিরাটের পায়ে দাও ঢেলে দাও
জীবনের সব কিছু।

## নটীর ব্যথা

সাজায়ে যতনে তনু, পরি লঘু বাস,
মনোহরা নাচিছে নটিনী,
চরণের তালে জাগে বিহ্বল ঝঙ্কার
বেগে বহে হৃদয়-তটিনী।
ছুটে যায় দূরে যায় প্রমত্তা সে নদী
সাগরের না পায় সন্ধান,
পাষাণের পূজা করি সাজিয়া পাষাণী
গুমরিয়া কেঁদে ম'রে প্রাণ,
নারীর জীবনে প্রেম-মন্দাকিনীধারা
নটিনীর সে বিভবে নাহি অধিকার,
দেউল-পূজারী করে তারে ল'য়ে খেলা
নারীত্ব মহিমা তাই কাঁদে বার বার।
প্রেমের মহিমাহারা রমণী-জনমে
এ ছলনা নাহি লাগে ভাল,
সাগরে পেল না খুঁজি এ চঞ্চলা নদী
এ তটিনী মরুতে হারাল।

নহে সে মানসী কারো, নহে কারো প্রিয়া,
কামনার লীলা-সহচরী,
বন্ধুর জীবনে তার নাই শ্যামছায়া
কেঁদে কাটে নিঃসঙ্গ শর্বরী।
কন্যা জায়া নহে কারো গরীয়সী মাতা—
রমণী-জীবনে এই তিন বিন্দু মধু,
জাগে শুধু উপহাস তার জন্ম ঘেরি
পূজারিণী সে যে তব হে নিখিল-বঁধু।
জীবনে তোমার নামে এ কি প্রহসন
বল বঁধু, সত্য করি এ কি তব খেলা?
হৃদয়ে শ্মশান রচি জ্বালি বহ্নিজ্বালা
তনু ঘেরি পরায়েছ রঙিন মেখলা!
দেখি সে দেহের পূজা হৃদিমর্ম্মমূলে
অসহায় নারী কেঁদে মরে,
লীলালাস্যে লালসার তীব্র বহ্নিজ্বালা
আর্ত্ত হিয়া সহিতে না পারে।
আকণ্ঠ পিপাসা জাগে লবণাক্ত বারি
করিছে ছলনা তারে মরু-মরীচিকা,
শুনেছে জীবনে জাগো প্রিয়রূপ ধরি
তার ভালে রচিলে কি চির নীহারিকা।

১৪।৬।৫০

## কিশোরী

ও কিশোরী, চঞ্চলা গো, কোন্ খেয়ালে যাও,
উচ্ছলতা ছন্দে তোমার কি গান তুমি গাও!
নবীন জীবন নয়নে তাই ভুবন-ভরা আলো
উষার মত জাগিয়ে দে যাও, তাই তো বাসি ভালো

জীবন-গাঙে জোয়ার তুমি বাঁধনহারা মন
কল্পলোকে রঙিন পাখায় উড়ছ অনুক্ষণ।
সরল সোজা পথ জেনেছ পাও নি কোনই বাঁক,
ভোরের আলো ভালবেসে দেয় যে তোমায় ডাক।
ফুল তুলেছ শুধুই আজও পাও নি কাঁটার ব্যথা,
মাতিয়ে বেড়াও নেচে বেড়াও ছড়াও আকুলতা।
তাই তো প্রাণে ইচ্ছে জাগে বাসতে তোমায় ভালো,
ডুবিয়ে দিতে স্নেহে তোমার জীবনের সব কালো।
চক্ষে তোমার মদির স্বপন, বিহ্বলতা মনে,
ফুল ফুটিয়ে বেড়াও শুধু জীবন-বনে বনে।
জগৎ তোমায় ছোঁয় নি আজও নিয়ে ব্যথার কাঠি
মাটির মায়ার রূপ চেন নি হও নি যে তাই মাটি।
অরুণরাগে হাসছে কমল দেখছ তুমি তাই,
পঙ্ক মাঝে জন্ম তাহার সে খোঁজ তোমার নাই।
বর্ষা-দিনে উতল তোমার চিত্ত-ময়ূর নাচে,
নাইক জানা কোন্ বেদনায় চাতক বারি যাচে।
মরীচিকার রূপ দেখেছ পাও নি মরুর ব্যথা,
হায় রূপসী, প্রভাত গেলেই জাগবে প্রখরতা।
জীবন ভরা নাইক আলো স্বপ্ন শুধু নয়
পায়ে চলার পথটি তোমার বড়ই বেদনময়,
পদে পদে পড়বে শিকল পায়ে পায়ে বাধা—
মানুষ নিজে গড়ল শিকল পড়ল তাতেই বাঁধা।
চিত্ত নিয়ে কান্না বৃথা, বৃথাই মনস্তাপ,
মিথ্যে দেওয়া বিশ্বপিতায় ক্রুদ্ধ অভিশাপ।
যত্নে গড়া খাঁচায় ব'সে কাঁদা অসীম লাগি,
চিত্তে বৃথা ওড়ার নেশা রইবে সদা জাগি॥

১২।৯।৩৮

# বিপ্লব

আমি জনজাগরণ দেশে দেশে, আমি যে বিপ্লব,
অন্যায়ের প্রতিরোধে আমি সে বিদ্রোহী,
যুগে যুগে চিরদিন শোষকের আমি মহাকাল,
জনগণ ঐ মোরে ডাকে রহি রহি।
মোর জাগরণে জাগে নির্যাতিত ঘুমন্ত জনতা,
নিপীড়িত নির্বোধেরা পায় যে চেতনা,
রক্তলিপ্ত রাজপথে দুর্গম যে মোর আসা-যাওয়া,
করুণায় অন্তহীন আমার বেদনা।
এদের মঙ্গল লাগি দয়াহীন আমি সে নির্মম,
বেদনার পথে আনি পরম মঙ্গল,
আমি সে নির্দয় শীত সুন্দরী এ বনানীর বুকে,
ধ্বংসের দেবতা শুধু আমার সম্বল।
নির্মম সে শীত বহে বসন্তের চির আগমনী,
প্রাণের প্রবাহ বহে গোপনে নিদয়,
নবজন্ম অভিসারে মরণের গাহে জয়গান,
নীরবে জাগায় সে যে বসন্তের জয়।
জনতার শুভ লাগি আমিও যে হয়েছি কঠোর
নব নবাঙ্কুরে স্মরি আমি মহাকাল,
পুরানোর ধ্বংসস্তূপে নবীনের তুলি জয়ধ্বজা
বিপ্লবের জন্ম তাই ঘোচাতে জঞ্জাল॥

৬।৭।৫০

# মানসযাত্রী

মানসযাত্রী হে রাজহংস মোর,
শ্বেত ডানা মেলি হয়েছ আকাশচারী,
নয়নাভিরাম নীল নীলপথে ঐ
হে আপন ভোলা, হ'লে কার অভিসারী ?
শ্রান্তিবিহীন শুধুই চলেছ
নিশিদিনমান হে স্বপ্নবিহ্বল,
অসীম আকাশে হে শ্বেতবিন্দু মোর,
কিসের নেশায় তব ডানা চঞ্চল ?
বন্ধন তব কিছুই কি নাই বঁধু,
ভালবাসাময় মাটির ধরার সুখে ?
ফিরিয়া তাকাও হয়তো বা কেউ হেথা
পথ চেয়ে আছে বেদনা-মথিত বুকে !
উদাসী পথিক, গতি কর মন্থর
থামাও তোমার নিরুদ্দেশের যাওয়া,
ওগো পলাতক, ওগো অভিমানী মোর,
এমন ক'রে তো হবে না হবে না ধাওয়া।
আকুল আকূতি ক্রন্দসী ভরি
ফিরে এস এস ফিরে
রুদ্ধ রোদন ব্যথিছে ভুবন
প্রেমের তীর্থতীরে।
এই ত্রিভুবনে দেবতা কোথায় ?
কোথায় বা মন্দির ?
সান্ত্বনা কই ? সুখ বা কোথায় ?
বন্দনা বন্দীর।
তবু চেয়ে দেখ ফুটেছে মুকুল
কঠিন মাটির বুকে

পাষাণের গান ঐ শোনা যায়
ঝর্ণাধারার মুখে।
আছে ওয়েসিস তৃষিতের লাগি
নহে মরু মরীচিকা,
দুঃখ-ভুবনে চিরজয়ী শুধু
প্রেমের অরূপ শিখা
গোপন মনের ছোট এ আকৃতি
গরলে অমৃতময়,
চির অমলিন জ্বলে নিশিদিন
ভুবনে ভুবনময়।

৪।১১।৫১

## দূরের বন্ধু

হে সুদূর, তুমি দূরের বন্ধু,
নিশানা পাই না হায় গো হায়,
স্বপন-সরণী পার হয়ে এস
তৃষিত পরাণ তোমায় চায়।
নর্মসঙ্গী, হে মর্ম সহচর,
কোথায় তোমার নিরুদ্দেশের ঘর,
তোমারই লাগিয়া ভুলেছি আপন-পর
রভস-পরশে এস।
শুধু দাও দাও বিশ্বডাকিনী
বাকি মোর বঁধু কিছুই রাখে নি,
গোপনে তবুও মনোমন্দিরে
গীত-সুধারসে এস।
নিবিড় নিশীথে উতলা বেলায়
বল, আমি আছি আছি

বন্ধনহীন বন্ধনে বাঁধা
নিশিদিন কাছাকাছি।
ঘনগুরু মেঘ সিক্ত ধরণী
ঘরে দীপ জ্বালা এখন হয় নি,
এ হৃদয় ঝাঁপি করি চঞ্চল
উতলা কলাপী ডাকে।
বুকের দেবতা করে আনচান
এ বাদল-দিনে আকুল পরাণ
মানস-মুকুল যতনে কুড়ায়ে
দিব বল বঁধু কাকে?
বিরহী চিত্ত তপস্যা করে
বরষ বরষ ব্যাপি,
হৃদয়-সরসী অধীর উতল
দু কূল উঠেছে ছাপি।
এ মোহন ক্ষণে সব ভুলে যাই
কি জানি কি আশে সকল হারাই
জন-কোলাহলে সঙ্গীবিহীন
একেলা প্রহর গনি।
দূরের বন্ধু সম্ভ্রমে ভয়ে
কাছে পেতে চাই কত আশা ল'য়ে
না-বলা কাহিনী তোলে গুঞ্জন
এ বীণায় রণরণি।
এ বুকের ভাষা রাখে কত আশা
তুমি তো এ কথা জান,
দূর হ'তে বঁধু আকাশে বাতাসে
তব আশ্বাস দানো।
প্রাণ ভরি দাও তব ভালবাসা
হৃদয়-দেউলে দীপ অবিনাশা

দূরে দূরে থাকি চির নিশিদিন
তুমি কাছে কাছে আছ।
তোমার মাঝারে আমার সৃজন
আমাতে তোমার জাগে ত্রিভুবন
জনম মরণ ধন্য করিয়া
অমৃত দানিয়াছ।
বাদল-বাতাসে করিয়া ব্যাকুল
তোমারই আভাস জাগে,
কেতকীগন্ধে কদম-কেশরে
মনের পরশ লাগে।
চামেলি গন্ধ দেয় আনন্দ,
চম্পা জাগায় নবীন ছন্দ,
দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলনে দুলিয়া
চলি জীবনের পথে।
জাগে বালারুণ সোনার দোলায়,
সে আলো-পরশ সকল ভোলায়,
জীবন-কণিকা মুঠি মুঠি তুলি
ছড়ায় আপন মতে।
বিহ্বল প্রাণ জানে না শাসন
আকাশে আকাশে ধায়,
পিঞ্জরদ্বার ভেঙেছে যে তার
সব ফেলে বাহিরায়।
ডাকে মরুপথে মন-বেদুইন
ভাঙে বন্ধন ভাবনা-বিহীন,
পাই নি পাই নি তবু নিশিদিন
কি দিয়ে বোঝাই তাকে।
ওগো সুন্দর নয়নাভিরাম,
মর্মে তোমার ঝঙ্কারো নাম

মনে মনে দাও মনের পরশ
প্রেয়সী তোমায় ডাকে।
কভু মন বলে, বনের শ্যামলে
নয়নে নয়নে আছ,
ঐ নীল নভে জলকল্লোলে
ও পরশ রাখিয়াছ।
মনের গহনে যবে ব্যথা পাই
আঁধার ছানিয়া সান্ত্বনা চাই,
সে নিবিড় ক্ষণে পরম পথিক,
নিশানা তোমার দিও।
শূন্যতা মোরে করে যবে গ্রাস,
কোথাও আলোর পাই না আভাস।
আমি আছি আছি—বল চুপে চুপে
নীরবে হে বরণীয়।
থেকো সাথে সাথে চির নিশিদিন
উৎসব-সভা মাঝে,
তোমার স্নেহের পরশ বুলায়ো
আমার সকল কাজে।
সকল ভ্রান্তি করি দিয়া দূর
দীপ্ত আলোকে জাগ হে সুদূর,
হৃদি-মন্দির কর ভরপূর
তোমার অরূপ রূপে।
মনে হয় যবে তোমারে হারাই
কাঙাল ভুবনে সুখ নাহি পাই,
আমারই আপন ছায়ার মতন
প্রাণে এস চুপে চুপে।
তুমি যে আমার সাধনার ধন
গোপনের সঞ্চয়,

তুমি যে আমার একেলা বিলাস
ছন্দগন্ধময় !
তুমি সে আমার আত্মার গান
আপন আভায় চির জ্যোতিষ্মান
আমার গগনে চির ভাস্কর
জাগ অনুরাগ-রাগে।
দুঃখ-নিশায় প্রাণ অসহায়
তব জয়গান গাহিবারে চায়,
মর্ম-মুকুলে চিরদিনমান
তোমারই আসন জাগে।

১২।৭।৫১

## ভোরের আলো

পূব গগনে টিপ কে দিল দীপ্ত উষার ভালে,
রাতের আঁধার বন্দী হ'ল কাহার রূপের জালে।
জাগো জাগো ডাক পাঠাল কে মায়াময় সুরে,
তরুণ রবির জাগল আলো পাহাড়-চূড়ে চূড়ে।
দিনের রাজা বেরিয়ে এল পূর্ব তোরণ খুলি,
কালোর কূলে জাগল হঠাৎ আলোর কোলাকুলি।
দীপ্ত রথী তীব্র বেগে ছুটল আকাশ-পথে
যৌবনেরই জয়ধ্বজা উড়িয়ে তরুণ রথে।
আলোর তরবারি হানি আঁধার কাটি কাটি
ধন্য করি ফুলে ফলে বসুন্ধরার মাটি
পূব হ'তে যে পশ্চিমেতে চলল আপন-ভোলা
এগিয়ে চলার ছন্দে মেতে জাগিয়ে আলোর দোলা,
জাগরণের পড়ল সাড়া ঘুমের বাঁধন খুলি
নিশীথিনী পালিয়ে গেল ওড়না যাদুর তুলি।

সুপ্ত-বীজে জাগল জীবন এই ধরণীর বুকে
পঙ্কজিনী খুলল নয়ন প্রিয়-পরশসুখে।
রবির কিরণধারায় নেয়ে হাসল সবুজ লতা
মন্ত্র দানে অরুণ আনে প্রাণের চঞ্চলতা।
দেবতা আলোর জীয়ন-কাঠি ছোঁয়ায় ধরার বুকে
বাঁধনহারা জীবনধারা ছড়িয়ে দেওয়ার সুখে।

## চাওয়া

আজন্ম খুঁজেছি যারে
তবু যার পাই নি সন্ধান,
তাহারেই সঁপিলাম
স্বপ্ন ছানি রচি এই গান।
নিদাঘ মধ্যাহ্ন মাঝে
কাঁদায়েছে যে কল্প-উদাসী,
বৃষ্টির নূপুর মাঝে
বিনা কাজে তারে ভালবাসি,
অমাবস্যা অন্ধকারে
যেবা পারে রাখিতে পরশ,
পূর্ণিমার পূর্ণকলা
প্রাণে দেয় তাহারই দরশ।
সকল ঐশ্বর্যহারা
সে আমার আঁধারে মাণিক,
অতল সে অজানায় ডুবি
হৃদি মোর কুম্ভ ভ'রে নিক।
সে প্রেম-নির্ঝরধারে
আকণ্ঠ করিয়া নিক পান

অমর্ত্য অমিয়ধারা
অজানার অক্ষয় সে দান।

১০।১১।৫১

## সূর্য-প্রণাম

নূতন আলোর আগমনী ওঠে
শুনি সে পায়ের ধ্বনি,
তরুণী উষার অবগুণ্ঠন
খসিয়া খসিয়া যায়—
ঐ লাজে ভীরু প্রেয়সী তোমার মরি!
ছুটিয়া পালায় কি চপল ছল করি
বুকের আঁচল হয় বিহ্বল
হায় কি ব্যাকুলতায়!
ধরণীর ধূলি সব বাধা ভুলি
ও পরশ লাগি ওঠে রে আকুলি,
হঠাৎ জাগিল নিদ্রিত ধরা
নূতনের অনুরাগে,
নীলাকাশ ছেয়ে আলোর সরণী
দেখিল কাহারা বিস্ময় গনি,
তমসা ঘুচায়ে গতিচঞ্চল
নিথর পৃথিবী জাগে।
আঁধার আড়াল ভাঙি দুই করে
কে অজানা জাগে দিগন্তপরে
উদয় আভাসে পূর্ব আকাশে
জাগে বুঝি বালারুণ?
চরণধ্বনিটি সে আগমনীর
নীরব মাটিরে করিল অধীর,

নিদ্রিত বীজ হ'ল চঞ্চল
হেরিয়া আলোর তূণ।
পাষাণ মাটির বুক চিরে চিরে
অঙ্কুর বাহিরায়
রবিকর ধরি, আহা মরি মরি,
ঊর্ধ্বে উঠিতে চায়।
প্রাণচঞ্চল উদ্দাম গতি
ভাঙে বন্ধন মানে না বিরতি,
রুদ্ধ ব্যাকুল শক্তি বিপুল
হঠাৎ পেয়েছে ছাড়া,
জাগিয়া উঠেছে জীবনের গানে
জগৎ দেখিতে রবি বর দানে
এ অন্ধকারে আলোর পরশ
মর্মে দিয়েছে নাড়া।
এস এস তুমি এস চিরজয়ী,
আশা ভরি ল'য়ে প্রাণে,
এস নির্ভীক, এস চিরশুচি,
যৌবন-গানে গানে।
তুমি কি জান না যুগ যুগ ধরি
জাগার আশায় প্রতীক্ষা করি
মানস-সরসী নিথর সলিলে
ঐ কমলিনী জাগে।
নাহি কিছু ভয় নাহি সংশয়
তব পথ ঘেরি ওঠে জয় জয়
ঐ লাজে ভীরু প্রেয়সী তোমার
প্রাণে রবিকর মাগে।
চির যৌবন করিয়া বহন
এস হে অপরাজিত,

রূপ-দেবতার চরণ-ছোঁয়ায়
ত্রিভুবন রঞ্জিত।
হৃদয়ে জাগায়ে জাগার বাসনা
দিকে দিকে জাগে তব আরাধনা
সোনা ক'রে দেওয়া পরশ তোমার
সোনার মতই খাঁটি।
অতল আঁধারে কুহকিনী মায়া
ফেলে চারিধারে তমসার ছায়া
তুমি বাধাহীন চির নিশি দিন
আঁধার দিয়েছ কাটি।
পথের দু-ধার ভরিয়া আলোকে
হে রাজাধিরাজ এস,
প্রতীক্ষা জাগে গগনে ভুবনে
যৌবনদূত এস!
ঘুমের স্বপনে মাটির কবরে
জাগরণ-লাগি কতদিন ধ'রে
পথ চেয়ে আছে লাখে লাখে বীজ
নীরবে ধরণী-বুকে।
বাধা-বন্ধন করিয়া ছিন্ন
এ কঠিন মাটি করি বিদীর্ণ
তোমার পরশে অরূপ হরষে
জাগে উন্মুখ সুখে।
তামস-নিদ্রা ছিল কত দিন
সে কথা গিয়েছে ভুলি,
শুধু মনে পড়ে স্বপন টুটিয়া
দেখেছ নয়ন খুলি।
নব কিশলয় কানে কানে কয়,
ওরে জাগ তোরা, নাহি আর ভয়,

জীবনানন্দ তিয়াষে ব্যাকুল
নীল অম্বরতলে
ছোট অঙ্কুর তব বরদানে
বাহু মেলি ওঠে উর্ধ্ব গগনে
দিতে নিতে চায় আপনা বিলায়ে
মুকুলিত ফুলে ফলে।
মোহ নিদ্রা যে ভেঙেছে হঠাৎ
আলোর ঝলক লেগে,
বুকের দেবতা তাই তো সহসা
উঠিয়াছে আজ জেগে।
কাহার পূজায় ঝরাবে মুকুল,
কারে স্মরি দিবে গন্ধ ব্যাকুল,
আকুল পরান অধীর তিয়াষে
জানে না কাহায় যাচে!
পাগল পবনে বারেক শুধায়,
শাখা-পল্লবে ওঠে হায় হায়!
যৌবনধন এই তনু মন
সঁপিবে কাহার কাছে?
তুমি কাছে আসি মুখে মৃদু হাসি
নিবিড় আলিঙ্গনে
ছাড়িলে তোমার রবিকরজাল
ধরণীর বনে বনে।
শ্যাম বনানীর ছায়ায় ছায়ায়
বনস্পতির সবুজ মায়ায়
তোমার আশিস্ বর্ষিত কর
কি ব্যাকুল অনুরাগে!
পরশে তোমার মর্মরগানে
চিকণ পাতায় পুলক মাতনে,

হইয়া অধীর বনস্পতির
বুকের দেবতা জাগে।
পথিক দেবতা, তরুণ তপন,
তোমারে নমস্কার,
প্রাণ-বন্যায় এনেছ প্লাবন
প্রণাম বারম্বার।
সাগরের জল তব কর ধরি
ঊর্ধ্বে উঠিল অম্বর ভরি
দেশে-দেশান্তে গহনে বিজনে
জগৎ দেখিতে চায়।
ভাসে মেঘদল জীবনানন্দে
সব ফেলে দেওয়া পরমছন্দে
চলার মাতনে আপনা বিভোর
দিগ্‌দিগন্তে ধায়।
ঢালে বারিধারা কাননে কাননে
এ কোন্‌ পুলকে মাতি
ধানভরা খেতে বন্ধুর মাঠে
আনমনা দিন রাতি!
তৃষিত মরুর বুকে দেয় জল
নদীকলধারে ঝরে উচ্ছল
উপলমুখর ঝর্ণার জলে
নিজেরে মিলায় কভু।
মিলিয়া মিলায় শুধু গান গায়
রুনুঝুনু ধ্বনি ও চপল পায়
দিবস রজনী শুধু ব'য়ে যায়
ক্লান্তি মানে না তবু।
ঊর্ধ্বগগনে দূর হ'তে বসি
খেলিছ এ কোন্‌ খেলা,

আলো ও ছায়ার হাসি-কান্নার
দোলন যে সারা বেলা।
প্রণাম তোমায় প্রণাম তোমায় করি
যৌবনদূত ভাসালে আলোর তরী
মুঠি মুঠি তুলি জীবনকণিকা
ছড়াইলে দিকে দিকে
বাধা-বন্ধন মানো নাই কিছু
ছুটিয়া চলেছ মহাকাল পিছু
আলো-ঝলমল ছবি অপরূপ
চেয়ে আছি অনিমিখে।

২৮।৬।৫১

# গাথা

## গাথা

মা, আমাদের জীবনে যাঁরা শাশ্বত হয়ে আছেন তাঁদের কথা তোমার মুখেই প্রথম শুনি, তাই আমার গাথা তোমার হাতে তুলে দিয়ে ধন্য হলুম।

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮ — স্নেহের বিভা

# মীরা

বরষ বরষ দীর্ঘ রাত্রি দিনে
পল গনি গনি খুঁজেছ তোমার প্রভু,
উদয়-অচলে দেখিতে উদিত ভানু
আশা-নিরাশায় দিন কেটে যায় তবু।
যায় নি তোমার পরশমণিকে খোঁজা—
ঘন অরণ্যে গহন বিজনে কাটে,
তীর্থে তীর্থে জনতার মাঝখানে
একা আনমনা অচেনার হাটে হাটে।
প্রিয়তম লাগি কাঁদিয়া কাঁদায়ে ফেরো
ভুবনে গগনে ছড়ায়ে বিরহী সুর,
কঙ্কর-কাঁটা বিঁধেছিল পায় পায়,
আনমনা পথে ধেয়ানে চল প্রভুর।
গানে গানে হারা বাজে একতারা ওই,
কোথা প্রিয়তম হে মীরার গিরিধারী!
নয়নের জল হয়েছে উছল তব
জীর্ণ বসনে উদাসিনী বনচারী।
শাসন বারণ কিছুই না মানে মীরা,
হ'ল রাজরাণী পথভিখারিণী মেয়ে,
রাজার দুলালী পাগল কাহার প্রেমে
ফেরে পথে পথে আনমনা গান গেয়ে!
নয়নে নয়নে কিছু না নেহারি আমি
প্রকৃতি পুরুষ কেবা নর কেবা নারী,
হ'ল একাকার ভুবন আমার আজি
যে দিকে তাকাই জাগে মোর গিরিধারী।
আমার হৃদয়-মুরলীতে বাজে ওই
রহি রহি আজ কিশোরী রাধার নাম,

তুমি আমি তাই এক হয়ে যাই প্রভু,
যুগল-মিলনে অনন্ত রাধাশ্যাম।
উদ্বেল হিয়া পথে পথে ঘুরে মরি।
ঘাটে ঘাটে কত কিশোর-কিশোরী রূপ,
এ কি কৌতুক তব কৌতুকময়,
সকল কিশোর সেজেছে মোর অনুপ।
ওগো মহাশিশু, তোমার এ খেলাঘরে
মনে নাই কবে সেই শৈশবে মোর
মনে মনে হ'ল মন দেয়া-নেয়া খেলা
স্বপনে তোমার যৌবন হ'ল ভোর।
হৃদয়ে গোপনে কি রূপ উছলি ওঠে,
বাতাসে বাতাসে কোন্ বাণী কানাকানি,
মানস মর্ম-মুকুলে গেঁথেছি মালা
প্রিয় রূপ ধরি নাও প্রভু মালাখানি।
কোথা মনচোর নওলকিশোর মোর,
বর বেশ ধরি বাজাও মোহনবেণু,
নাহি দুখলেশ, এস হে প্রাণেশ মম,
সোনা হ'তে সোনা ব্রজের পথের রেণু।
হৃদয়ে গোপনে বাজাও মুরলী প্রভু,
অনন্ত সুরে কর হে বিধুর ধরা,
হৃদয়-রাধিকা হয়েছে সাধিকা তাঁর,
এই ত্রিভুবন ভুবন-মোহনে ভরা।
সখি, আমি তাঁর, আমি তাঁর কিঙ্করী
প্রিয়তম মোর রাধিকা-রমণ একা,
ঘন ঘোরঘটা গহন আঁধার মাঝে
একেলা তিনিই বিজলী ঝলকরেখা।
গহনে বিজনে আকাশে বাতাসে ভরি
ঐ শুনি আমি বাঁশরী তাঁহার বাজে,

জীবনে জীবনে নব বরদানে জাগে
মূরতি মোহন জন-অরণ্য-মাঝে।
তব মহিমায় গরলে অমৃত বারি
সাপ হ'ল ফুল শরমে ব্যাকুল রাজা,
আহা, ওই প্রিয় নাম কিবা অভিরাম,
আয় আয় তোরা ভুবনে ভুবনে বাজা।
ওগো সুচতুর, ছলনা ক'রো না আর,
ওই রহস্য-কৌতুক রাখ কালা,
মণি-মাণিক্য কিছু নাই মোর প্রভু,
গানে গানে শুধু ভরেছি বরণডালা।
রচেছি তোমার কণ্ঠের হার প্রিয়,
এ হৃদয়-ছেঁচা অশ্রু-মুকুতা দিয়ে,
নয়নের মণি উপাড়িয়া দিব মোর
হৃদয়-পদ্মমধুর গন্ধ নিয়ে।
দোলাবে সে মণি তোমার বক্ষমাঝে,
রব পায় পায় ধূলির মতন মিশি,
পথকঙ্কর হয়েছে কুসুম সখা,
আঁধার উঠেছে কি আলোকে উচ্ছ্বসি।
"এসেছে এসেছে" বলিছে বাতাস ওই,
"এসেছে এসেছে" গেয়েছে বনের প্রাণী,
"এল এল" রব উঠিল ভুবনময়,
"এসেছে এসেছে" জল-কল্লোল-বাণী।
মানস-কুম্ভ উছলিছে রসভারে,
হৃদয়-যমুনা দু কূল প্লাবিয়া ছোটে,
তোমার প্রেমের মোহন পরশ পেয়ে
মানস-কমল শতদল মেলি ফোটে।

১২।২।৫১

## রামের ব্যথা

শবরীর পথ চাওয়া আমি রাম নহি
স্পর্শে যার জেগেছিল অহল্যা পাষাণী,
আলিঙ্গনে ধন্য যেই গুহক চণ্ডালে
সীতা-পতি নররামে ধন্য ব'লে মানি।
রাজাসনে সুমহান রঘুকুলপতি
রাজদণ্ড করে ধরি আমি রাজারাম,
প্রজার রঞ্জনে ব্রতী দশরথসুত,
লোকে লোকে উচ্চারিছে আজি মোর নাম।
রামরাজ্য ধর্মরাজ্য গাহিছে চারণে,
সত্যবাদী ন্যায়ধর্মী জানে মোরে প্রজা,
কি অন্যায় অবিচারে কলঙ্কিত আমি
ধূলিলুপ্ত অঙ্গারে তো নাহি যায় বোঝা।
রাজধর্ম পতিধর্ম পিতৃধর্ম মোর
অপমানে ধিক্কারিয়া ফিরে চ'লে যায়,
দেবতা বিমুখ মোরে জানি সে তো আমি,
অন্তর একেলা কাঁদে শুধু বেদনায়।
ভ্রান্তচিত্তে সত্যাসত্য বুঝিয়া না পাই,
ধর্মাধর্ম নিত্য মোর চিত্তে দেয় দোলা,
বনচারী সীতাপতি লক্ষ্মণ-অগ্রজে
হিংসা করি রাজারাম আজি যে উতলা,
প্রজারূপে সীতা মোরে করে উপহাস,
বিবেক বিদ্রূপি বলে, হায় মিথ্যাচারী,
সত্য ব'লে জান যাহা আপন অন্তরে
লোকলাজে অপমান করিছ তাহারই।
ধিক ধিক শত ধিক হায় মূঢ় রাম,
কলঙ্কে করেছ কালো রঘুকুল তুমি,

নর-সূর্য নহ তুমি ওগো রাবণারি,
লজ্জায় হয়েছে মূক আজি আর্যভূমি।
মন বলে, সত্যবাদী নহে রাজারাম,
জনতার তুষ্টি লাগি ছলনা তাহার,
রাজারামে ধিক্কারিয়া ব্যথায় বিহ্বল
নররাম ব্যর্থ রোষে কাঁদে বার বার।
অবলারে করিবারে অন্যায় দলন
মহা গ্লানি পৌরুষের নির্দয় লাঞ্ছনা
কুললক্ষ্মী রাজলক্ষ্মী ব্যথায় বিমুখ,
সীতা-অপমানে কাঁদে কমল-আসনা।
গুরুভার রাজদণ্ডে ক্লান্তচিত্ত আমি
কণ্টকিত সিংহাসনে জর্জরিত প্রাণ,
এ বোঝা হয়েছে ভারী বহিব কেমনে
সুখহীন রাজ্যভোগে হয়েছি পাষাণ।
রাজরাণী ভূলুণ্ঠিতা পথ-ভিখারিণী,
একাকিনী বিরহিণী ফেরে বনে বনে,
বনচারী রামে যাচি কাঁদিছে একেলা,
হায় রাম। রাজারাম বধির শ্রবণে।
রাজৈশ্বর্যে কিবা কাজ, মণিমুক্তামালা
নিদ্রাহীন স্বর্ণশয্যা শুধু বিড়ম্বনা,
বনবাসে একাহারে ছিনু মন-সুখে,
ফেলে দিয়ে যেতে চাই সকল ভাবনা।
এস পিতা, মৃত্যু ত্যজি ধরি বরতনু;
চাহ বর পুত্র লাগি হে মাতা কৈকেয়ী,
করহ উদ্ধার মোরে বিবেক-দহনে,
হে মোর বিগত দিন, হও মৃত্যুঞ্জয়ী।
চাহি না এ রাজ্য-ভোগ তিক্ত বিষজ্বালা,
ক্ষম মোর অপরাধ হায় সাধ্বী সীতা,

রাজধর্ম কলুষিত অন্যায় বিচারে
মোর অপরাধে কাঁদে জনক-দুহিতা।
দেবতা কি ভুলে যাবে এ কলঙ্কলিখা
অন্যের জীবন ল'য়ে রূঢ় উপহাস,
পতিত্বের অধিকার এই অভিমানে
রচিল সে আপনার খেয়াল-বিলাস।
লহ রাজ্য, মুক্তি দাও, হে ভাই ভরত,
এ ঐশ্বর্য গুরুভার পারি না বহিতে ;
মনে কর মৃত আমি, ওগো রামানুজ,
অহরহ অন্তর্দাহ পারি না সহিতে।
অশ্বমেধযজ্ঞ হবে রচি স্বর্ণ-সীতা,
রাজগুরু কাছে ভিক্ষা এই আশীর্বাদ
কি হবে এ স্বর্ণ-সীতা সীতারে ত্যজিয়া
রামপত্নী সীতা শুধু জানাইতে সাধ।
অন্য কোন নারী নাই রামের জীবনে,
নাই কারো অধিকার সীতার আসনে—
এ কথা জানুক লোকে এক সীতা সতী
রামের হৃদয়-লক্ষ্মী জনমে মরণে।
দিয়েছি কঠোর দণ্ড মোর মানসীরে
সয়েছি বৃশ্চিকজ্বালা আমি অহরহ,
লয়েছি এ রাজ্যভার ভিখারী সাজিয়া
বাঞ্ছা মোর ফিরিতেছে বাঞ্ছিতার সহ।
অন্তর-দেবতা কাঁদে দণ্ডিতের লাগি
কাঁদে সাথে ব্যথাতুর নিজে দণ্ডদাতা।
জনম-দুখিনী সীতা, বিড়ম্বিত রাম—
এই নিদারুণ লিপি লিখিল বিধাতা।

১২।২।৫০

## একলব্য

কোথা তুমি একলব্য ব্যাধের সন্তান,
মৃত্যু-নিদ্রা ত্যজি তব জাগ এ বার,
সুকঠোর তপস্যার মহা-মহীরুহ,
আর্যশ্রেষ্ঠ, হে অনার্য, প্রতীক্ষা তোমার।
এস তুমি আরবার ধরি নরতনু,
মোদের দেখাও পথ এ ঘোর দুর্দিনে,
তোমার তপস্যা দাও অর্ধমৃত জাতে,
আবার বাঁচুক তারা সত্যে নিক চিনে।
তুমি তো পাও নি কিছু তোমার জীবনে,
লভেছিলে সত্যকাম শুধুই বঞ্চনা,
কোনো বাধা মানো নাই তব সাধনায়,
নর-জন্মে তাই তব সফল কামনা।
কি কঠোর তপস্যা তোমার ঘোর বনে,
গুরুবিতাড়িত বীর একক সাধক,
শতধিক ব্রাহ্মণের জাতি-অভিমানে,
হে অনার্য নরশ্রেষ্ঠ, জ্বলন্ত পাবক!
তপোলব্ধ তোমার সে দুস্তর সাধনা
জাগালে গুরুরে পূজি মৃন্ময়ের মাঝে,
সাধনার সুকঠোর মহাবীর্য দিয়ে
সকল কৌশল তুমি কেড়ে নিলে নিজে।
মুগ্ধ হ'ল রুষ্ট গুরু তব মহিমায়,
ত্যাজ্য তুমি প্রিয় শিষ্য অর্জুনের লাগি—
মনুষ্যত্ব ধিক্কারিল নিষ্ফল ব্যথায়,
ব্রাহ্মণের সে কলঙ্ক সদা রবে জাগি।
নির্মম সে, কেড়ে নিল দুঃখার্জিত ফল,
দ্রোণাচার্য গুরু কাছে লভিলে বঞ্চনা,

অকম্প হৃদয়ে বীর তুমি স্মিত হাসি
গুরুর চরণে দিলে জীবন-সাধনা।
ধিক্কারিল বনভূমি দারুণ লজ্জায়,
বাতাস সে গতিহারা দাঁড়াল থমকি,
রক্তে তব কলঙ্কিত হ'ল বসুন্ধরা
বৃক্ষলতা বেদনায় উঠিল চমকি।
তপোলব্ধ শ্রেষ্ঠ ধন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তব,
বীরবর, দিয়ে গেলে গুরুরে দক্ষিণা ;—
তুমি যে ব্যাধের ছেলে জন্ম-অধিকার
হারাল দক্ষিণ বাহু সফল সাধনা।
ধনু তূণ পড়ি রয় ধূলায় ধূসর
তাকালে, হে মহাত্যাগী, আঁখি ছলছল,
মৃত্যুর অধিক দাহ সহিলে নীরবে
সফল সাধনা তবু জীবন বিফল।
দাও দাও, একলব্য, তপস্যা তোমার,
মোদের দেখাও বন্ধু সাধনার পথ,
শত দ্রোণাচার্য যদি করে অপমান
পূর্ণ তবু তপোবলে হবে মনোরথ।
শৌর্য তব ধৈর্য তব, ওগো উদাসীন,
একাগ্রতা-ব্রত তব চির সমুজ্জ্বল,
জ্বলন্ত পাবকসম আদর্শ তোমার
অন্ধকার পথ বন্ধু করুক উজ্জ্বল।
হে অনার্য, ব্যাধপুত্র, মানবে মহান,
ধন্য তব জন্মভূমি, ধন্য সে জননী,
ধন্য তব ব্যাধকুল লভিয়া তোমারে,
লোভমুক্ত, হে বালক, নরশ্রেষ্ঠ গণি।
তোমারে জানাই মোর অকুণ্ঠ প্রণাম,
হে অনার্যবংশজাত, জাতির গৌরব,

রহি রহি ঐ বাজে মৃত্যু হ'তে জাগি
একলব্য বীরশ্রেষ্ঠ পরম বৈভব।
মৃত্যুময় এ জগতে তুমি মৃত্যুহীন
কীর্তি তব মরলোকে চিরস্মরণীয়।
আর বার জন্ম লও একলব্য বীর।
এ জাতিরে এ জগতে কর বরণীয়।

১৫।১।৫০

## বাল্মীকির প্রতি

শূন্য সে প্রাসাদে বসি কাঁদে একাকিনী
যেন রে কুবের শাপে কোন ধৈর্যশীলা,
যৌবনে যোগিনী সাজি কি দুঃসহ দুখে
বাল্মীকির উপেক্ষিতা কাঁদিছে উর্মিলা।
মানসদুহিতা তব সীতা সাধ্বী সতী—
গেয়ে গেছ, ওগো কবি, তাহারই বেদনা,
নীরবে কে কাঁদে পিছে নিঃসঙ্গ একাকী
আনমনা তারে তুমি চেয়ে দেখিলে না।
ছিলে দস্যু রত্নাকর নির্মম নিষ্ঠুর,
মরা জপি মৃত্যুঞ্জয় মহর্ষি বাল্মীকি—
নির্মমতা সে যে তব জন্ম-সংস্কার
শুধুই কাঁদায়ে গেছ ভুলিবারে সে কি ?
বরষ বরষ ধরি তপস্যা তাহার—
একাকিনী ধ্যানরতা অন্তরবাসিনী,
শূন্য গৃহ শূন্য শয্যা নবীন যৌবনে
কেটেছে প্রহর দণ্ড পল গনি গনি।
তারে কভু কোনদিন আন নি স্মরণে—
তোমার এ মহাকাব্যে সে যে তপস্বিনী।

বল কবি, সত্য করি এ কি ভুলিবার—
রামানুজ লক্ষ্মণের মানসবাসিনী
হেলায় রহিল পড়ি শূন্য রাজগেহে ;
কণ্টকিত রাজভোগে বেদনা-বিধুরা,
নিষ্ঠুর নিদয় বিধি কেন তার প্রতি ?
পতিপাশে বনবাসে সীতা-সহোদরা
অনন্ত এ ত্যাগ তার আন নি স্মরণে,
ক্ষণতরে কোনদিন ভুল ক'রে কবি।
মূর্তিমতী কি বেদনা যেন রে পাষাণী—
একখানি পরিপূর্ণ মহিমার ছবি।
বনানীর শ্যামশান্তি পূর্ণিমার কলা
মরলোকে যাহা কিছু সুন্দর মহান—
সবার আড়ালে কোথা একান্তে নিরালা
পড়িয়া রহিল পিছে দেবতার দান।
আনমনা তুমি, কবি, আগে চ'লে গেলে
মানস-দুহিতা ল'য়ে পূর্ণ সে গৌরবে ;
ল'য়ে তার সুখ দুঃখ ভাগ্য-বিড়ম্বনা
চতুর্দশ বর্ষ বনে লক্ষ্মণ কাটাবে।
আবার ফিরিবে যবে ঊর্মিলার পাশে
চমকি দেখিবে হায় কোথা সে কিশোর।
তপশ্চারী বরতনু এ কোন্ তাপস,
কোথা সে মোহন রূপ নয়ন-বিভোর।
নাই নাই সে লক্ষ্মণ, সে ঊর্মিলা নাই,
সময়-সাগর দিল রচি ব্যবধান
বর্ষে বর্ষে জমেছিল বিরহ পাথার।
যা গিয়েছে চিরতরে তাহার প্রয়াণ
বিরহিণী দিনযামি কাঁদিয়া কাটায়—
পরিপূর্ণ পূর্ণিমায় রাহুগ্রস্ত শশী

একাকিনী প্রিয়নাম জপেছে বিধুরা,
কণ্টক শয্যায় কত কাটায়েছে নিশি।
হে নিষ্ঠুর রত্নাকর, হে কবি বাল্মীকি,
তারে কভু ভুল করি আন নি স্মরণে
চির উপেক্ষিতা কেন উর্মিলা সুভাষী
দেখ নাই কি বেদনা দিয়েছ লক্ষ্মণে।
শুধুই কি ভ্রাতৃপ্রেম কর্তব্য কঠোর ?
বনে ফিরি দণ্ডধারী যুগলের সাথে
একক জীবনে তার হৃদয়ে গোপনে
জাগে না কি কোনও রূপ সন্ধ্যায় প্রভাতে ?
বাজে নি কি কারো কথা কোকিল-কূজনে,
কাঁদে নাই নীরবে কি সে পাষাণ প্রাণ,
অন্তর-প্রতিমা কভু জাগে নি কি ভুলে,
হৃদয় কি চাহে নাই কোনও প্রতিদান ?
বসন্তের সমারোহে রোমাঞ্চিত বনে
গোপন মানসকুঞ্জে লাগে নি কি দোলা,
অশোক কিংশুক শাখা রঙে রঙে রাঙি
করে নি কি বিরহীর হৃদয় উতলা ?
নব ঘন আষাঢ়ের ঘনঘোর ঘটা
স্মরণে কি জাগায় নি আকুল আকূতি ?
সন্ধ্যার সঘন স্নেহে প্রেম-দীপ জ্বালি
কেহ কি রে পাঠায় নি একটি প্রণতি ?
মাহ ভাদর আসে বরষে বরষে
বুকে ধরি বিরহিণী রাধিকার ব্যথা,
দণ্ডধারী বনচারী একক জীবনে
শুনিবারে প্রিয়তমা প্রিয়ার বারতা—
হয় নি কি কোনও জন একান্তে গোপনে
উদ্বেল অধীর-হিয়া বেপথু উন্মনা ?

হে বাল্মীকি, এ তোমার কবিতা-বিতানে
এ ব্যথার কোনখানে নাই তো সান্ত্বনা।
এও কভু সত্য হয় মানব-জীবনে।
ওগো কবি, আঁখি ল'য়ে হ'লে দৃষ্টিহীন।
হায় কবি, দুজনার যুগল জীবনে
ভুলে কভু বাজালে না মিলনের বীণ।
কেন, কবি, ফুটালে না দুটি শ্রেষ্ঠ ফুল
সুদুর্লভ এ তোমার কবিতা-বিতানে ?
বিস্মৃতির আবরণে ঢেকে দিলে তারে
ফুটিয়া উঠিল যাহা গন্ধে বর্ণে গানে।

২৫।১।৫০

## সীতা

রাজকন্যা রাজরাণী জনকতনয়া
দুঃখের অনলে দহি শুচিশুভ্র সীতা,
ক্ষমার মহিম-মূর্তি চির জ্যোতির্ময়ী
ধৈর্যশীলা ধরিত্রীর আপন দুহিতা।
বাল্মীকি-মানসলোকে গরিমা তোমার
অতুল ভুবনে তুমি অয়ি গরীয়সী,
কণ্টকে কঙ্করে ছাওয়া জীবনের পথে
তপস্বিনী ভিখারিণী রামের প্রেয়সী।
যৌবন কাটিল বনে প্রিয়সঙ্গসুখে,
মর্মরিত বনতলে কূজনে গুঞ্জনে,
কোয়েলার কুহুতানে মিলায়ে কাকলী
বনমৃগী পাছে সুখে ফিরিতে বিজনে।
এ ভাগ্য দুর্লভ তব, জন্মি রাজকুলে
কে কবে পেয়েছে বল তাপস-বল্লভে,

বিড়ম্বিত রাজকার্য লোকালয় হতে
রহি দূরে লভি গেছ পরম বৈভবে,
একান্ত আপন করি রোমাঞ্চিত বনে
মুকুলে মুকুল সম হৃদয় আকুলি
ফুটেছিলে এক বৃন্তে হুটি শ্রেষ্ঠ ফুল
প্রকৃতির শান্ত গেহে সব দ্বিধা ভুলি।
বরষ বরষ ধরি মুকুলিত বনে
বনানীর শান্তি মাঝে ভূস্বর্গ রচিয়া,
জন্ম-জন্মান্তর ধন্য প্রিয়তম লাগি
আনন্দে বিহ্বল তব ধ্যানরতা হিয়া।
লভেছ দুর্লভ সুখ—দুঃখ সুদুঃসহ
জনকনন্দিনী অয়ি জ্যোতির্ময়ী সতী,
এ বিশ্বে তুলনাহীন নিজ গরিমায়
বাল্মীকির মহাকাব্যে হয়েছ ভাস্বতী।
আকণ্ঠ করেছ পান রাম-প্রেম-সুধা,
চিরতৃপ্ত রমণীর শাশ্বত পিপাসা
কে কবে পেয়েছে বল মরদেহ ধরি
স্বার্থের কালিমাশূন্য এত ভালবাসা।
অতুল ভুবনে তুমি, হে বরবর্ণিনী,
তোমার জীবন-গাথা তুলনা অপার,
কে পেয়েছে এত সুখ একটি জীবনে
মরজন্মে অন্তহীন এত দুঃখ কার?
বীরশ্রেষ্ঠপত্নী তবু হায় বিড়ম্বনা
রাক্ষসের রাজরোষে কে হ'ল লাঞ্ছিতা।
জীর্ণ বাস শীর্ণ দেহ বিরহে ব্যাকুল
কাঁদিছে অশোক বনে, সে তো তুমি সীতা।
কাহার জীবনে বল এত দ্বন্দ্ব-দোলা
মহিমায় মহীয়সী তুমি এ ভুবনে

সব পেয়ে সব হারা আর কেবা বল
প্রিয় নাম জপি যাপ' অশোক কাননে।
স্মিতহাস্যে আলিঙ্গিয়া অনলে হেলায়
কে উঠিল অগ্নি হ'তে সত্যে উদ্ভাসিতা।
বিস্ময়ে সম্ভ্রমে স্তব্ধ করি পৌরজনে
মরজন্মে বিজয়িনী জনকতুহিতা।
দেবতার সিদ্ধি লাগি জনম তোমার,
নারায়ণ-গৃহলক্ষ্মী, তুমি সে ইন্দিরা,
ধরায় আদর্শ তুমি রমণীরতন,
সুখে দুঃখে অচঞ্চল তুমি চিরস্থিরা।
বিনা দোষে কলঙ্কিতা, পতিত্যক্তা তবু
জাগাও নি মনে কভু রুষ্ট অভিমান।
কে পেয়েছে মরজন্মে এতখানি প্রেম,
কে হয়েছে তোমা সম ক্ষমায় মহান।
কল্পনা-অতীত এ যে, মোরা সাধারণ
বিস্ময়ে সম্ভ্রমে ভাবি এ কি কল্পকথা,
এতখানি অবিচার এ ঘোর অন্যায়
কেমনে সহিয়া গেলে বল সে বারতা?
বারেক কি জাগে নাই ক্ষুব্ধ অভিমান
উথলিয়া ওঠে নাই আতুর ক্রন্দন।
পেয়েছিলে কোন্ প্রেম শ্রীরামের কাছে,
যার বলে দ্বন্দ্বহীন শান্ত তব মন।
সকলি লয়েছ হাসি প্রিয়দান মানি,
নির্বাসিতা তুমি সীতা তবু স্মিত হাসে
রামধ্যানে একাকিনী কাটালে জীবন
কলঙ্কিতা বিনা দোষে ঘোর বনবাসে।
রাজসূয়যজ্ঞ রাজা করিছে পালন—
বাল্মীকি-আশ্রমে এল আনন্দ বারতা,

চমকি উঠিলে তুমি উতলা হৃদয়ে
তবে কি হয়েছ তুমি সত্য নির্বাসিতা।
জাগিল সংশয় চিত্তে কণ্টকিত করি
শ্রীরাম কি রাখে নাই জানকীর মান,
তবে কি তপস্যা তব হয়েছে বিফল
সীতা-প্রেমে পূর্ণ নয় শ্রীরামের প্রাণ।
এতদিনে জেগে ওঠে বেদনা পাথার
ক্ষমাশীল আঁখি দুটি করে ছলছল,
সবহারা ভিখারিণী মরিছে লজ্জায়
দুঃখ তব এতদিনে হয়েছে অতল।
রামের জীবনে নাই অন্য কোন নারী,
ধৈর্যে বুক বাঁধা ছিল এই আশা ল'য়ে—
কাছে থাক দূরে থাক হৃদয়-মন্দিরে
তোমারই আরতি রাম করে র'য়ে র'য়ে—
এ মহা সান্ত্বনা তব অনন্ত সম্বল,
সেথায় জাগিলে দোলা হও কাঙালিনী,
সমস্ত জীবন ধরি করেছ সঞ্চয়
বিশ্বাসের মহাপাশ হায় বিরহিণী।
সে কি ভুল! সে কি তবে মায়া-মরীচিকা
একান্ত নির্ভর তব সকল ভুলিয়া
শ্রীরাম কি ভুলে যাবে এই মর্মকথা—
থেকে থেকে কেঁদে ওঠে ব্যথাতুর হিয়া।
জগতে কি কিছু নাই শাশ্বত সুন্দর,
এ বিশ্বে কি সবই ভুল, সবই শুধু ফাঁকি!
হে ধরিত্রী, বুকে লও আর তো পারি না,
সীতার লাঞ্ছনা প্রভু আর কত বাকি?
অনিন্দ্য সে অনুরাগ ছড়াল বাতাসে—
নাই সীতা, স্বর্ণ-সীতা গড়েছেন রাম।

আনন্দাশ্রু ঝরে চোখে উথলি উছলি
ক্ষমা চাহি মনে মনে জানাও প্রণাম।
পূর্ণ প্রেম-কুম্ভ ধরি হৃদয়-মাঝারে
সতী-সীমন্তিনী হাসে লব-কুশে ল'য়ে।
ধন্য সীতা, ধন্য রাম, ধরায় অতুল—
গোপন গুঞ্জন এই হাসে র'য়ে র'য়ে।

১০।৩।৫০

## অমিতাভ

মানবে বেসেছ ভাল, দিব্য জ্ঞান লভি
করুণার অবতার প্রেমের প্রতীক,
স্নেহে প্রেমে মহিমার আনিলে প্লাবন
মহালগ্নে জন্ম তব সত্যের ঋত্বিক্।
ব্যথার সমুদ্রতীরে, ওগো রত্নাকর,
করেছিলে জ্ঞানসিন্ধু মন্থন মহান,
মানব-কল্যাণ লাগি তরুণ তাপস
সে জ্ঞান-ভাণ্ডারে তব করি গেছ দান।
স্বার্থের কালিমাশূন্য মৃত্যু-মরলোকে
জেগে আছ চিরদিন অনির্বাণ জ্যোতি,
সে মহাসাগর-তীরে দাঁড়ায়ে বিহ্বল
মন্ত্রমুগ্ধ আনমনা জানাই প্রণতি।
কত সে চণ্ডালে দিলে দেবত্ব-মহিমা,
লোহায় করিলে সোনা, হে পরশমণি,
দেখিতে উদিত ভানু উদয়-অচলে,
হে রাজর্ষি, কাটায়েছ পল গনি গনি।
বুদ্ধ তুমি, বিশ্বজয়ী অমর্ত্য পথিক,
সর্বত্যাগী নরোত্তম, হে রাজবৈরাগী,

এ মরজীবন ভরি করেছ সাধনা,
জ্বেলেছ জ্ঞানের দীপ নিশি নিশি জাগি।
শিখা তার চিরোজ্জ্বল যুগ যুগ ধরি
এড়াইয়া মহাকালে অম্লান অক্ষয়
মরজন্ম ধন্য করি, হে চিরমহান,
যে ঐশ্বর্য লভি গেছ নাহি তার ক্ষয়।
নশ্বর রাজত্ব ত্যাগি, ওগো মহীয়ান,
জনম করেছ ধন্য অমৃত-সন্ধানে,
কঠোর তপস্যারত জীবনে তোমার
সঁপি গেছ অনন্তের অনন্ত ধেয়ানে।
বর্ষে বর্ষে দিনে দিনে সাধনা তোমার
গহন অরণ্যে যাপ' পল গনি গনি,
আশা-নিরাশার দোলা জাগে চিত্তমাঝে,
লভি গেছ তপোধন চির স্পর্শমণি।
মৃত্যুময় এ সংসার আধিব্যাধি ভরা,
দিব্যজ্ঞানে জেনেছিলে ধূলি হ'তে ধূলি,
প্রেমের শৃঙ্খল-ডোর বাঁধে নি তোমায়
পুত্রমুখ রুদ্ধ দ্বার দিয়েছিল খুলি।
গোপন মানসলক্ষ্মী প্রিয়তমা গোপা
জন্মান্তর বধূ সে যে চিরস্বয়ম্বরা,
হৃদয়বল্লভা তব নিত্য প্রেমময়ী,
রমণীমুকুট-মণি মুগ্ধা যশোধরা।
প্রাণের অধিক তব আকূতি বিহ্বলা,
জীবনসর্বস্বধন চিরশোভাময়ী,
কাটালে সে মায়াপাশ বৈরাগ্যে গভীর
প্রাণাধিকা পত্নী ত্যাগি হ'লে আত্মজয়ী।
"ফিরে এস" "ফিরে এস" জানায় মিনতি,
অভিমানাহত আঁখি করে আরাধনা,

বার বার জেগে ওঠে নয়নে নয়নে
শয়ন স্বপন করি মিথ্যা বিড়ম্বনা।
কুসুম-আস্তীর্ণ পথ নহেক তোমার,
কঙ্করে কণ্টকে ছিন্ন হ'ল পদতল,
ক্ষুধা তৃষ্ণা মানিলে না হে মহাপথিক,
পরম অমৃত লাগি ভিক্ষান্ন সম্বল।
রচিলেন মায়াজাল স্নেহাতুর পিতা
অনন্ত ঐশ্বর্যলোক করিয়া রচনা,
কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী, হে মহাপথিক,
লীলালাস্যে ব্যর্থ হ'ল কত বরাননা,
ধূলি সম মায়াজাল কাটালে হেলায়
পার্থিব কামনাশূন্য তরুণ বৈরাগী,
জরা মৃত্যু দুঃখাতুর পরম পথিক,
তৃষ্ণা তব একমাত্র নির্বাণের লাগি।
পিতৃস্নেহ পারিল না রচিতে বন্ধন,
ঐশ্বর্যের ইন্দ্রজাল ধূলায় লুটাল,
রাজভোগে উদাসীন, হে চিরবৈরাগী,
মৃত্যুময় এ সংসারে বাসো নাই ভাল।
সত্যের সে কঠোর আহ্বানে, ঝঞ্ঝাঝড়ে
চিত্তদৈন্যে, হে নির্ভীক, হও নি কাতর,
ঘনায়েছে ঘনঘটা তব যাত্রা ঘেরি
বেদনার কালো মেঘ ঘিরেছে অম্বর।
তারি মাঝে পথ কাটি সত্যের দিশারী
চ'লে গেছ জ্বালি ল'য়ে সত্য দীপখানি,
শত বাধা এসেছিল এ দুর্গম পথে
চির একা অমর্ত্য পথিক তুমি জানি।
হে সন্ন্যাসী, যোগীবর, চিরমৃত্যুঞ্জয়,
তপাগ্নিতে জ্বালি দিলে সর্ব হলাহল।

নিপীড়িত দৈন্যক্লিষ্ট মানব জাতিরে
সঁপেছিলে আপনার তপোলব্ধ বল।
দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছ ল'য়ে পুণ্য বাণী
ভিক্ষাপাত্র করে ধরি, হে রাজবৈরাগী,
দেখাতে সত্যের পথ, দানিতে চেতনা—
নিদ্রাহীন চলিয়াছ একা নিশি জাগি।
জ্বালাতে জ্ঞানের দীপ বহু সাধনায়,
কর্মবীর, হে তাপস, তপস্যা তোমার।
হে সুভদ্র, সুমহান, অমৃতসন্তান,
জনে জনে দিয়ে গেছ মন্ত্র সাধনার।
জরা ব্যাধি দুঃখ দলি করুণা-সাগর
হিংসাক্রূর বসুন্ধরা দিল শুধু ব্যথা।
হে নিঃস্বার্থ, অমিতাভ, দয়ার প্রতীক,
আর্ত লাগি দিয়ে গেছ অনন্তের কথা।
আজন্ম সাধনধন দিব্যজ্ঞান লভি,
হে সিদ্ধার্থ, সিদ্ধকাম দুঃখ মরলোকে,
উদ্ভাসিত করি গেছ সাধনা তোমার
আপনার ঐশ্বরিক পুণ্যের আলোকে।
স্তূপে স্তূপে রেখে গেছ তোমার বারতা
রাজপুত্রী ভিক্ষুণী গো চলিল সিংহলে,
দুর্দণ্ড সে চণ্ডাশোকে করিলে মহান
তপস্যার সুদুস্তর কোন্ সে কৌশলে!
স্বেচ্ছা ভিক্ষাবৃত্তি নিল রাজার দুলাল
সুদূর তিব্বতে চীনে, তুমি ভগবান,
অবলা অনাথ জনে করুণা তোমার
ছাগশিশু লাগি কাঁদি দিতে গেছ প্রাণ।
মৃত্যুময় এ জগতে শ্রেয় কিছু নাই—
জানিল তোমার দানে রাজা বিম্বিসার।

রক্তলিপ্ত রাজপথে নব বাণী দিলে
সর্ব ধর্ম হ'তে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র অহিংসার।
কাঁদিয়া জানায় রাজা, লইনু স্মরণ,
ত্যাগ করিও না প্রভু এই অভাজনে,
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ চিত্ত মোর হয়েছে অধীর,
এই রাজ্য এই প্রাণ সঁপিনু চরণে।
মানব পতঙ্গ-সম আসে দলে দলে
পরম অমৃতাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধের স্মরণ—
ব্যথাময় এ সংসারে নির্বাণ-প্রত্যাশী
লভিবারে তপোবলে মৃত্যুহীন মন।
মৃত পুত্রে বুকে ধরি ফেরে দ্বারে দ্বারে
সবহারা ভিখারিণী আতুর ব্যথায়,
কোথাও পেল না খুঁজি মৃত্যুহীন নীড়,
জনমদুখিনী শেষে পূজিল তোমায়।
জীবন সফল হ'ল দিব্যজ্ঞান লভি,
ধন্য হ'ল জন্ম তব হে কিসা গৌতমী,
মরণের নিদারুণ মর্মজ্বালা মাঝে
মহাপুণ্যে পরশিলে মৃত্যুহীন শর্মী।
এ মর পার্থিব লোকে কাম্য যাহা কিছু
দেবাশিসে পেয়েছিলে অজস্র ধারায়,
জ্ঞানের অতল লাগি তোমার কামনা,
তুচ্ছ বিত্ত বাঁধিবারে পারে নি তোমায়।
সঙ্ঘের স্মরণ লভি কত বিলাসিনী
পঙ্কে যেন মহামন্ত্রে ফুটিল কমল,
চণ্ডালে দেবত্ব দিতে সাধনা তোমার,
জীবের বেদনা দেখি আঁখি ছলছল।
তোমার বন্দনাগানে নটিনী অমর,
পরমান্ন দানে ধন্যা হয়েছে সুজাতা,

ধন্য সে জননী তব মৃত্যুময় লোকে,
চিরধন্য শুদ্ধোদন তব জন্মদাতা।

## সুজাতা

সুজাতা, তোমার ধন্য জনম
অপার মহিমা লভি,
প্রাণের পূজায় হার মেনে যায়
নিজে নিখিলের কবি।
জ্ঞান-গরিমার সূক্ষ্ম বিচার
জাগাও নি মনে কভু,
প্রাণ-বন্যায় এনেছ প্লাবন
বন্দি জগৎপ্রভু।
অঝোর ধারায় ঝ'রে ঝ'রে যায়
আনন্দ নির্ঝর।
জীবন-কাঁটায় মুকুল ফোটায়
সে তোমার নির্ভর।
আপন ধর্ম সংসার মাঝে
দেখেছ সোনার ছবি,
তাই ত নয়নে উদিত তোমার
নিত্য প্রভাত-রবি।
আসে নি ঘনায়ে বেদনার ছায়া
কাঁদ নি স্বর্গ লাগি,
এ মাটির গেহে মমতায় ভরি
পূজিয়াছ নিশি জাগি,
ত্যাগে ও সেবায় নিজ মহিমায়
সবারে গিয়েছ তুষি।

হাসি মাখা মুখ ভরেছিল বুক
কচি কণ্ঠের খুশি—
আগুনে তোমার আলোর জোয়ার
এনেছিল আনমনে,
দয়িতের প্রেম সে যে মহা হেম
ডাক দিত ক্ষণে ক্ষণে।
অটুট অটল বিশ্বাস তব
সব ধর্মের সেরা,
প্রীতি বন্দিনী মানবঘরণী
পরম মায়ায় ঘেরা।
সংসারত্যাগী তরুণ বুদ্ধ
মেনেছিল পরাজয়।
প্রভু বলেছিল, প্রাণের চেয়ে তো
প্রজ্ঞা প্রধান নয়।
আপন মনের সহজ ধর্মে
তুমি হ'লে মহিয়সী,
সংসার পেল অরূপ গরিমা
প্রাণ-রসে উচ্ছ্বসি।
কহেন বুদ্ধ স্তব্ধ মুগ্ধ,
"শোনো গো সুজাতা, শোনো,
নিষ্ঠা তোমার তপস্যা সার
জাগাও নি দ্বিধা কোনো।
অন্ন তোমার তাই তো আমায়
দানিল জীবন নব,
অমৃত সরস এই সুধারস
নিষ্ঠায় অভিনব।
মহা প্রশান্তি রয়েছে তোমার
সহজ মহিমা ল'য়ে,

উছলিত যেন নদীজলধারা
চলেছ আকুল হয়ে।
পথের দু কূল নিজ মহিমায়
ভরিছ শ্যামল স্নেহে,
প্রাণ-সুধারসে নিতি টলমল
ভুবন তোমার গেহে।
জীবনেরে তুমি মহিমা দিয়েছ
জনমে করেছ আলা,
গানে গানে তাই ভরিয়া উঠেছে
তোমার হৃদয়-ডালা,
তোমার এ গেহে অমৃতে স্নেহে
অপূর্ণ নাই কিছু,
জরা ব্যাধি ভয় তোমা লাগি নয়,
চলেছ কালের পিছু।
দেবতারে তুমি পেয়েছ আপন
জীবনের মাঝে খুঁজি,
পূজারিণী তুমি সেজেছ আমার,
আমি যে তোমায় পূজি।"

২৬।৪।৫১

## জাহানারা

শাহজাহান-স্নেহধন্যা আমি জাহানারা,
প্রাণাধিকা প্রিয়তমা নরেন্দ্রনন্দিনী,
নির্জনে একান্তে বসি মোগল-প্রাসাদে
বিগত স্বপনে ডুবি কাটাই যামিনী।
কোথা গেল মোগলের মহিমা মহান ?
চ'লে গেছে যৌবনের স্বপ্নময় দিন

কোথায় সে কোহিনুর মাণিক্যের ছটা
ঐশ্বর্যের ইন্দ্রজাল তুলনাবিহীন ?
নূপুরনিক্কণ কই প্রাসাদে প্রাসাদে,
সঙ্গীতমূর্চ্ছনা কেন ভরে না বাতাস !
সম্রাট-মহিমা-গানে আর তো ভরে না
হিন্দুস্তাঁর অন্তহীন অসীম আকাশ।
আতর গোলাপ কই গন্ধ সুগন্ধির,
অপ্সরানিন্দিত তোরা মোগলরমণী,
শূন্য এ প্রাসাদে কই বসরা গোলাপ,
কই তোরা সুন্দরীরা সাজাতে রজনী ?
সাধের আঙুরীবাগ কোথায় হারাল,
মোগল-মহিমা-সূর্য হ'ল অস্তগামী,
নহবতে নাহি বাজে উষার বন্দনা
সব আলো নিভে গেল শুধু আছি আমি।
একে একে চ'লে গেছে ছিল যা আপন,
আমি যেন পত্রহীন শুষ্ক শূন্য তরু
ভগ্ন এ প্রাসাদে বসি কাঁদাই কালেরে
আমার জীবন-গাথা মরু হ'তে মরু।
সাধের সাজানো বাগ হয়েছে শ্মশান,
হর্ম্যে হর্ম্যে অট্টহাসে কে ও কুহকিনী,
অশরীরী ওই কারা করে আসা-যাওয়া,
অভিশাপে ভ'রে তোলে শূন্য নিশিথিনী !
প্রিয়তম ত্বলেরার অশ্বক্ষুরধ্বনি
ওই কি মিলায়ে যায় দূর হ'তে দূরে ?
মৃত্যুজিৎ মহাতেজা নাচায়ে অশনি
যুগ যুগ জেগে আছে মোর স্বপ্নপুরে।
মরণেরে তুচ্ছ মানি দেয় আলিঙ্গন
জাতিশ্রেষ্ঠ রাজপুত মোর প্রিয়তম,

জয়-পরাজয় মোর তুচ্ছ করি দিলে
নরশ্রেষ্ঠ ছত্রশাল, তোমায় প্রণম।
স্বর্গের দাক্ষিণ্য যত দু হাতে কুড়ায়
এসেছিলে হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার খুলি,
মানসকমল মম, ওগো মধুকর,
তোমার পরশ লভি উঠিল আকুলি।
মর্মে মোর ছিল যত সুপ্ত তন্ত্রীরাজি,
কলরোলে একসাথে তুলেছিল তান,
আকুল হৃদয়-বীণা আপনা হারায়
মন্ত্রমুগ্ধ আনমনা গেয়েছিল গান।
আমার মানস-লোকে তোমারই লাগিয়া
ছিল বঁধু সঙ্গোপনে নিত্য অভিসার,
মোদের অমর্ত্য প্রেম অক্ষয় অম্লান
সোনার ফসলে দিল ভরিয়া দু ধার।
জীবনে তোমার কাছে মোর পরাজয়
মধুময় গর্ব মোর, ওগো প্রিয়তম,
জন্ম-জন্মান্তর ধন্য হ'ল এ জনমে
যা আছে সম্বল দিয়ে তোমায় প্রণম।
ধন্য তুমি করেছিলে মোরে বরদানে,
প্রেম মোর পেয়েছিল পূর্ণ প্রতিদান,
এ হৃদয়-রাজহংসী মহালীলাভরে
মানসসাগরে তব করেছিল স্নান।
পরেছ গলায় প্রিয় পরম মায়ায়
সফল করেছ মোর যত্নে গাঁথা মালা,
স্বপনের সমারোহে করেছ সুন্দর
অনন্ত মাধুরী ভরি আমার নিরালা।
পূর্ণিমার পূর্ণশশী হয়েছ উদয়
হৃদয়-গগনে তুমি তরুণ-অরুণ

অস্তাচলগামী নহে এ সূর্য আমার
সঙ্গীত-মূর্ছনা আজও বাজে সকরুণ।
কালের এ ব্যবধানে যদি বা মিলায়,
তব চিত্রপটখানি হয়ে আসে ক্ষীণ,
চিররাত্রি চিরদিন আমার শ্রবণে
সঙ্গীত-মূর্ছনা তব বাজাইবে বীণ।
প্রিয়নাম জপি তব নিঃসঙ্গ জীবনে
মৃত্যুহীন হ'ল মোর প্রেম মৃত্যুঞ্জয়,
প্রিয়সঙ্গসুখে ভাসে জীবন-সায়রে
চির চাওয়া সে সৌভাগ্য আমার তো নয়।
তবু সখা ধন্য আমি এ মর জনমে,
পেয়েছি তোমার প্রেম-মন্দাকিনীধারা
তাই তো সম্বল বঁধু দীর্ঘ রাত্রি দিনে
প্রিয়নাম জপি যাপি জীবন-সাহারা।
একান্তে নিরালা বসি আপনার মনে
বরষ বরষ ধরি স্মৃতিদীপ জ্বালি,
মহাকালে এড়াইয়া প্রেমের মন্দিরে
রচিয়াছি একা জাগি আমার দীপালী।
জীবনে আঘাত বাজে যত বার বার
প্রিয়তম কাঁদে প্রাণ তোমারই লাগিয়া,
উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কসম আমার গগনে
চিরস্থির দীপ্তিমান রয়েছ জাগিয়া।
সকল সঙ্গীত আজ হয়েছে নীরব,
বসন্ত হাসে না আর আমার কাননে,
রজনী নহে তো মোর উৎসবমুখর,
জ্বলে না দীপালী-মালা আমার অঙ্গনে।
আর তো ফোটে না ফুল হৃদয়-মাঝারে,
কোকিল গাহে না আর হয়ে মাতোয়ারা,

বেদনা পাথারে ডুবি নিঃসঙ্গ একাকী
ভূলুণ্ঠিতা রাজপুত্রী কাঁদে জাহানারা।
সর্বহারা রিক্তা আজ সম্রাট-বেগম
চিকন কুন্তল কালো কেটেছি হেলায়
জীর্ণ বাস শীর্ণ দেহ সৌন্দর্য বিলীন
মহিমা গরিমা মোর ধূলায় লুটায়।
কিছু আর নাহি চাই, একমুঠি ধূলি
দেয় যেন অন্তে মোর দীন দেহে ঢেকে—
এই বর চেয়ে যাব বিধাতার পায়,
এই কথা ব'লে যাব ধরিত্রীরে ডেকে।
যদি বা দলিত হয় চরণ-আঘাতে
আবার আসিবে ফিরে শ্যাম শ্যামলিমা,
কাজ নাই মণিময় মর্মর প্রাসাদে
এর চেয়ে তুচ্ছ কিবা, মিথ্যা এ গরিমা।

৫।১০।৫০

## কানোপাত্রা

পান্ধারপুরে মঙ্গল বেদে সুন্দরী কানোপাত্রা
নর্তকী শ্যামা জননীর মেয়ে কারে যাচি করে যাত্রা?
মদনমোহনে সঁপি তনু মন হয়েছে সে সেরা যাত্রী
মহারাষ্ট্রের রমণীশ্রেষ্ঠা নর্তকীকুলরাজ্ঞী।
রূপের প্রভায় ভুবন ভোলায় শ্রেষ্ঠা সে সুন্দরী,
অপ্সরা রূপ লজ্জিত আহা! লাবণিমা মরি! মরি!
রাজার দুয়ারে নাহি যাব মা গো বিদরের সভামাঝে,
কেমনে জানিবে পরাণে আমার কাহার মুরলী বাজে,
মদনমোহনে সঁপিনু এমন সবার শ্রেষ্ঠ যিনি
শৌর্যে বীর্যে রূপে গরিমায় অতুল ভুবনে তিনি।

রূপ-উপমায় ধূলো হয়ে যায় দেখিনু পুরুষ যত
তাই তো এবার যাত্রা আমার চির জনমের মত।
শোন্ মা! আয় মা! সাজায়ে দে মোরে মনের মতন করি,
মহা অভিসার আজি মা আমার মদনমোহনে স্মরি।
রুষ্টা জননী, স্বপ্ন যে তার কন্যা সে রাজনটী
সকল আশায় ছাই দিল হায় এ কি অঘটন ঘটি!
গেরুয়াবসন সন্ন্যাসীগণ করেছে তীর্থযাত্রা
তাহাদেরই সাথে বীণা ল'য়ে হাতে পথে চলে কানোপাত্রা
পুণ্ডরীকের মন্দিরে স্মরি চলে পান্ধারপুরে,
জননী-জন্মভূমির মমতা পিছে প'ড়ে রয় দূরে।
তটিনী যেমন সাগর মিলনে ছুটে চলে দিক্‌ভ্রান্তা,
নটিনী তেমনি চলে পাগলিনী বিধুরা কৃষ্ণকান্তা,
কুরূপা কুব্জা ঠাঁই পেল প্রভু তোমার চরণতলে,
আকুলা কিশোরী ডাকে সে কৃষ্ণে ভাসিয়া নয়নজলে।
আহা কি চকিত, ভুবন-ভোলানো সুন্দরী মরি! মরি!
চলেছে কিশোরী পথখানি তার আলোর প্লাবনে ভরি।
বিজলী যেন সে আঁধার গগনে যেন শশাঙ্ক-কলা
প্রভাত-সূর্যকিরণ যেন সে বরণ স্বর্ণ-গলা।
রূপসীশ্রেষ্ঠা কোকিলকণ্ঠী ধন্যা সে দেবদাসী,
গিরিধারী আশে চলে যেন মীরা নয়নের জলে ভাসি।
গেল সমাচার বিদরে, যেথায় বসেন যবনপতি,
আছে যে নটিনী যাহার প্রভায় লজ্জায় নত রতি।
গর্জি উঠিল যবন নৃপতি, কোনো কথা নাহি মানি,
শ্রেষ্ঠা সে নটী যে কোন উপায় দাও হেথা তারে আনি।
সভাসদ যত গণিল প্রমাদ, রাজকাজ গেল ভুলি,
ছুটিল সেনানী পান্ধারপুরে উড়ায়ে আকাশে ধূলি।
সন্ধ্যা-আরতি সমাপন সবে, দেবদাসী করে নৃত্য,
নৃত্যের তালে বিভোর ব্যাকুল নটী তদ্‌গতচিত্ত।

সহসা বজ্র উঠিল গর্জি সৌম্য সে সন্ধ্যায়
রাজার বচন করিয়া শ্রবণ নটিনী মূর্চ্ছা যায়।
পূজারী ব্যাকুল, কি করি উপায়, ভাবিয়া ব্যাকুল হিয়া,
লাজ মান আজ অধম জনের রাখ হে অভয় দিয়া।
রাখ রাখ, প্রভু, চরণে তোমার অভাগিনী কানোপাত্রা,
জানই তো প্রভু তব অভিসারে করিয়াছি চিরযাত্রা।
তোমার পূজায় সঁপেছি এ কায় মোর হৃদি তনু মন,
তোমারই মূরতি ভরিয়া রয়েছে এ আমার ত্রিভুবন।
আমারে ছিনায়ে ল'য়ে যেতে চায় তব পদমূল হ'তে,
জীবন-বৃন্ত হ'তে উপাড়িয়া অজানা ঝঞ্ঝা-স্রোতে।
রাখ মোর মান, লাজ রাখ প্রভু, ভাঙো কলঙ্ক তব,
মোর অপমানে তব অপযশ, কি আর অধিক কব!
পাষাণে পরাণ উঠিল জাগিয়া আকুল আকৃতি স্মরি,
ভুবনমোহন বুকে তুলে নিল পূজারিণী-কর ধরি।
দেউল-পূজারী বিস্ময়ে ভয়ে দেখে এ অরূপ লীলা
কানোপাত্রার ধূলিটুকু ল'য়ে সমাধে সাজায় শীলা।
দেউল দখিনে সমাধির মূলে যেন রে মন্ত্রবলে
মুহূর্তে ওঠে মহামহীরূহ সমাধি রক্ষা ছলে।

২৮।৮।৫০

---

## ভ্রম-সংশোধন

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | |
|---|---|---|
| ৩ | ৭ | "আতের" স্থলে "আর্ত্তের" |
| ৭ | ১৪ | "বল য়ান" স্থলে "বলীয়ান" |
| ২২ | ৬ | "নিঃসঙ্গ" স্থলে "নিঃশঙ্ক" |
| ৩৮ | ২৫ | "রভস-পরশবশে" স্থলে "রভস-পরশরসে" |
| ৪০ | ২১ | "জ্যোতির্ময়ে" স্থলে "জ্যোতির্ময়" |
| ৪০ | ২২ | "ভয়ে" স্থলে "ভয়" |
| ৪২ | ২১ | "ভুবনে তব" স্থলে "ভুবন মাঝে" |
| ৫৯ | ২৪ | "আবর্জন" স্থলে "আবর্জনা" |
| ৬৪ | ৯ | "ধরা" স্থলে "জরা" |
| ১০৫ | ২১ | "ছাড়িলে" স্থলে "ছড়ালে" |
| ১১৬ | ৬ | "সে" স্থলে "যে" |
| ১১৯ | ২০ | "ভুলিবারে" স্থলে "ভুলিবার" |
| ১২০ | ৭ | "আন" স্থলে "আনে" |
| ১২১ | ১০ | "জাগে না কি" স্থলে "জাগে নি কি" |